নগর সংস্করণ

বুধবার

৬ নভেম্বর ২০২৪

২১ কার্তিক ১৪৩১, ৩ জমাদিউল আউয়াল ১৪৪৬

প্র অধুনাসহ ২০ পৃষ্ঠার মূল কাগজ, ২০ পৃষ্ঠার প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী সংখ্যা, মোট ৪০ পৃষ্ঠা। দাম ৳১২

www.prothomalo.com

বর্ষ ২৭, সংখ্যা ৩

৮ গোপন বন্দিশালা, এখনো নিখোঁজ ২০০

গুম-সংক্রান্ত তদন্ত কমিশন

জমা পড়েছে ১৬ শর বেশি অভিযোগ। গুমে জড়িত ডিজিএফআই, র‍্যাব, পুলিশসহ বিভিন্ন সংস্থার সদস্য।

- বন্দিশালার আলামত ধ্বংস করলে বর্তমান দায়িত্বশীলেরাও অভিযুক্ত হবেন।
- গুম হয়েছেন রাজনৈতিক, ব্যবসায়িক ও পারিবারিক কারণের পাশাপাশি জঙ্গি সন্দেহেও।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

শেখ হাসিনা সরকারের শাসনামলে গুমের ঘটনার ১ হাজার ৬০০-এর বেশি অভিযোগ পেয়েছে গুম-সংক্রান্ত তদন্ত কমিশন। গুমের শিকার ব্যক্তিদের দিনের পর দিন আটকে রাখা হতো, এমন আটটি গোপন বন্দিশালার সন্ধান পেয়েছে কমিশন। গুমের শিকার ব্যক্তিদের মধ্যে এখনো প্রায় ২০০ জন নিখোঁজ রয়েছেন বলে জানতে পেরেছে তারা।

অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত গুম-সংক্রান্ত তদন্ত কমিশন গতকাল মঙ্গলবার এক সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানিয়েছে। কমিশনের কার্যক্রম তুলে ধরার জন্য গুলশানে তাদের কার্যালয়ে এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এ সময় কমিশনের সভাপতি বিচারপতি মইনুল ইসলাম চৌধুরীসহ অন্য চার সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

বিচারপতি মইনুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, কমিশনে অভিযোগ জমা দেওয়ার তারিখ শেষ হয়েছে গত ৩১ অক্টোবর। ভুক্তভোগী ব্যক্তি ও তাঁদের পরিবারের কাছ থেকে এ পর্যন্ত ১ হাজার ৬০০-এর বেশি অভিযোগ পাওয়া গেছে। ২০০৯ সালের ৬ জানুয়ারি থেকে ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট পর্যন্ত এসব গুমের ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগে এসেছে। তিনি জানান, কমিশন এখন পর্যন্ত ৪০০ অভিযোগ বিশ্লেষণ করেছে। সাক্ষাৎকার নিয়েছে ১৪০ জন অভিযোগকারীর। তাতে র‍্যাব, ডিজিএফআই, ডিবি, সিটিটিসি, সিআইডি, পুলিশসহ বিভিন্ন সংস্থার সম্পৃক্ততার অভিযোগ পাওয়া গেছে।

কমিশনের সদস্য সাজ্জাদ হোসেন বলেন, এখন পর্যন্ত যে ৪০০ অভিযোগ বিশ্লেষণ করা হয়েছে, তাতে ১৭২টি ঘটনায় র‍্যাবের সম্পৃক্ততা পাওয়া গেছে। ঢাকা মহানগর পুলিশের কাউন্টার টেররিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম ইউনিটের (সিটিটিসি) সম্পৃক্ততা পাওয়া গেছে ৩৭টিতে। গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) সম্পৃক্ততা ছিল ৫৫টির ক্ষেত্রে। প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তরের (ডিজিএফআই) ২৬টি ও ২৫টি ঘটনায় পুলিশের সম্পৃক্ততা পাওয়া গেছে। এর বাইরে সুনির্দিষ্ট কোনো বাহিনীর পরিচয় না দিয়ে প্রশাসনের লোক পরিচয় দিয়ে তুলে নিয়েছে এমন ৬৮টি ঘটনা পেয়েছে কমিশন।

কমিশনের সদস্য মো. নূর খান বলেন, এখনো প্রায় ২০০ মানুষের সন্ধান পাওয়া যায়নি। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ধরে নিয়ে গেছে বলে অধিকাংশের পরিবার থেকে অভিযোগ করা হয়েছে। তিনি বলেন, কমিশন জমা পড়া অভিযোগের বাইরেও পত্রপত্রিকায় এসেছে, এমন ঘটনা নিয়েও কমিশন কাজ করছে। উদাহরণ হিসেবে ২০১৫ সাল থেকে নিখোঁজ কক্সবাজারের একজন নারীর কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, তাঁর (নারী) বিষয়ে পরিবারের সঙ্গেও যোগাযোগ করে খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে।

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

দোদুল্যমান তিন রাজ্যেই সবার চোখ

হাসান ফেরদৌস

নিউইয়র্ক থেকে

পেনসিলভানিয়া, মিশিগান ও উইসকনসিন রাজ্যের ভোট ঠিক করে দেবে, কে হচ্ছেন প্রেসিডেন্ট।

যুক্তরাষ্ট্রে ভোট গ্রহণ শেষ হয়েছে, শুরু হয়েছে ভোট গণনা। একজন নতুন প্রেসিডেন্ট ছাড়াও একটি নতুন সিনেট ও প্রতিনিধি পরিষদ নির্বাচিত করবেন মার্কিন ভোটাররা। সবাই একমত, সিনেটে রিপাবলিকান দল নিয়ন্ত্রণ পাচ্ছে। প্রতিনিধি পরিষদেও রিপাবলিকানদের অবস্থা ভালো। হিসাবে বড় ধরনের গোলমাল না হলে তারাই কংগ্রেসের উভয় কক্ষে নিয়ন্ত্রণ পেতে পারে।

কিন্তু হোয়াইট হাউসের কী হবে? কে হবেন যুক্তরাষ্ট্রের ৪৭তম প্রেসিডেন্ট? ডোনাল্ড ট্রাম্প নাকি কমলা হ্যারিস? সেই প্রশ্নের জবাব দিতে গতকাল মঙ্গলবার স্থানীয় সময় সকাল থেকে ভোটকেন্দ্রে যাওয়া শুরু করেন মার্কিন ভোটাররা। নিউ হ্যাম্পশায়ার অঙ্গরাজ্যের ছোট্ট শহর ডক্সিভিল নচে গত সোমবার মধ্যরাতে ছয়জন ভোট দেন। সেখানে ট্রাম্প ও কমলা তিনটি করে ভোট পেয়েছেন।

পরে গতকাল স্থানীয় সময় ভোর পাঁচটায় ভারমন্ট অঙ্গরাজ্যে প্রথম ভোটকেন্দ্র খোলা হয়। এরপর ধীরে ধীরে বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে ভোট গ্রহণ শুরু হয়। ইতিমধ্যে ৮ কোটি ২০ লাখের বেশি মানুষ ভোট দেওয়ার ফলে কেন্দ্রগুলোতে তুলনামূলক ভিড় কম দেখা গেছে।

যুক্তরাষ্ট্রে আলাপ-আলোচনায় যা বোঝা যাচ্ছে, তা ট্রাম্পের অনুকূলে। ফলে উদ্বেগ বাড়ছে। কংগ্রেসের উভয় কক্ষে রিপাবলিকান দল ও হোয়াইট হাউসে ডোনাল্ড ট্রাম্প শুধু আমেরিকার জন্য নয়, বিশ্বের জন্যই একটি দুঃসংবাদ। সঙ্গে অনুগত সুপ্রিম কোর্ট থাকায় তাঁর যা খুশি, তা করায় কোনো বাধাই থাকবে না।

এ কথা বারবার বলা হয়েছে, এবারের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ফল নির্ভর করছে সাতটি দোদুল্যমান বা অনিশ্চিত অঙ্গরাজ্যের ওপর। আসলে সাতটি নয়, মাত্র তিনটি রাজ্যের ভোট মার্কিন প্রেসিডেন্ট কে হবেন, তা ঠিক করে দেবে। এই তিনটি রাজ্য হলো পেনসিলভানিয়া, মিশিগান ও উইসকনসিন।

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

পৃষ্ঠা ৯

» ফল জানার অপেক্ষায় বিশ্ব

» ভোট ‘সুষ্ঠু’ হলে পরাজয় মেনে নেবেন ট্রাম্প

অনুষ্ঠানে যোগ দিতে সরকারি কর্মচারীদের মানতে হবে ৯ নির্দেশনা

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

সরকারি কর্মচারীদের যেকোনো অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার আগে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে সব মন্ত্রণালয়ের সচিবদের চিঠি দিয়েছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়। তাতে নয়টি নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় চায়, সরকারি কর্মচারীরা যেকোনো অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার আগে যাতে নয়টি নির্দেশনা মেনে চলেন।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় চায়, অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নিয়ে যেসব দিবস বাতিল ঘোষণা করেছে, সেসব দিবসের আগের বছরগুলোর সব স্মারক, ক্রেস্ট, ছবি সব অফিস থেকে অপসারণ করতে হবে।

গত ২৮ অক্টোবর সচিবদের উদ্দেশে পাঠানো চিঠিতে জনপ্রশাসনসচিব মোখলেস উর রহমান বলেন, রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনায় সরকারি কর্মচারীদের অধিকতর সতর্কতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করতে হচ্ছে। সম্প্রতি মাঠপর্যায়ের কিছু অফিসের কর্মকাণ্ডের সংবাদ বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত হওয়ায় বিব্রতকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হচ্ছে। নির্দেশনায় সচিবসহ দপ্তর-সংস্থার প্রধান এবং মাঠ প্রশাসনের শীর্ষ কর্মকর্তাদের অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার আগে কয়েকটি বিষয়ে খোঁজ নিতে বলা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের সচিবদের আওতায় যেসব দপ্তর ও সংস্থা রয়েছে এবং মাঠপর্যায়ের অফিসে চিঠির মাধ্যমে নির্দেশনা জারি করতে সচিবদের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সচিব মোকাব্বির হোসেন *প্রথম আলো*কে বলেন, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে এ-সংক্রান্ত একটি চিঠি তাঁরা পেয়েছেন। তাঁর মন্ত্রণালয়ের অধীন যেসব সংস্থা ও দপ্তর রয়েছে, সেখানকার কর্মচারীদের উদ্দেশে চিঠি পাঠানোর প্রস্তুতি চলছে। তিনি বলেন, নির্দেশনায় নতুন কিছু নেই। সরকারি কর্মচারীরা নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে অনুষ্ঠানে যান। এসব নির্দেশনা নতুন করে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে।

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

সাক্ষাৎকার : **সংসদকে অন্তর্ভুক্তিমূলক করার পূর্বশর্ত আনুপাতিক নির্বাচন**

বিস্তারিত : পৃষ্ঠা ৫

আজকের আবহাওয়া

চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের কিছু জায়গায় এবং রংপুর, রাজশাহী, ময়মনসিংহ, ঢাকা, খুলনা ও বরিশাল বিভাগের দু-এক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ বৃষ্টি হতে পারে।

আজ সূর্যাস্ত : ৫টা ১৬ মিনিটে
কাল সূর্যোদয় : ৬টা ৮ মিনিটে

গতকাল দেশের তাপমাত্রা
সর্বোচ্চ : ফেনী, কুতুবদিয়ায় ৩৪.৫° সে.
সর্বনিম্ন : তেঁতুলিয়ায় ১৮° সেলসিয়াস
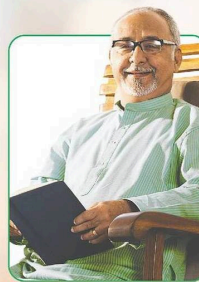
নামাজের সূচি

ফজর	৪:৫২	মাগরিব	৫:২০
জোহর	১১:৪৫	এশা	৬:৩৫
আসর	৩:৪১	কাল ফজর	৪:৫২

লক্ষ করুন
অনিবার্য কারণে আজ পৃষ্ঠা ৫-এ 'একটু থামুন', 'ভালো থাকুন' ও 'বিচিত্র' প্রকাশিত হলো না। **বা.স.**

ঢাকায় আলেমদের মহাসম্মেলন

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

বিশ্বব্যাপী ইসলাম ধর্মের দাওয়াতি সংগঠন 'তাবলিগ জামাত' ও এই সংগঠন থেকে 'বিচ্যুত মাওলানা সাদ কান্ধলভী' সম্পর্কে বিভ্রান্ত না হওয়ার জন্য অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন কওমি মাদ্রাসার শীর্ষস্থানীয় আলেমরা। তাঁরা বলেছেন, কোনো অবস্থাতেই মাওলানা সাদকে বাংলাদেশে আসতে দেওয়া যাবে না। এ ছাড়া বিশ্ব ইজতেমার স্থান টঙ্গী ময়দান এবং তাবলিগ জামাতের মারকাজ (প্রধান কেন্দ্র) কাকরাইল মসজিদ হাক্কানি আলেমদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হবে।

গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে 'ওলামা-মাশায়েখ মহাসম্মেলনে' হেফাজতে ইসলামের আমির শাহ মুহিব্বুল্লাহ বাবুনগরী, চট্টগ্রামের হাটহাজারী মাদ্রাসার মহাপরিচালক খলিল আহমেদ কাসেমীসহ বিশিষ্ট আলেমরা সরকারের উদ্দেশে এসব কথা বলেন।

বিপুলসংখ্যক মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষকদের উপস্থিতিতে সম্মেলনে ৯ দফা ঘোষণাপত্র পাঠ করেন কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের মহাসচিব মাওলানা মাহফুজুল হক। তিনি আগামী ৩১ জানুয়ারি থেকে ২ ফেব্রুয়ারি এবং ৭ থেকে ৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত দুই পর্বে ছয় দিন বিশ্ব ইজতেমার তারিখ ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, কাকরাইল মসজিদ ও টঙ্গীর বিশ্ব ইজতেমা ময়দানের যাবতীয় কার্যক্রম হাক্কানি আলেমদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হবে। সেখানে সাদপন্থীদের কোনো কার্যক্রম চালাতে দেওয়া হবে না।

ঘোষণাপত্রে কওমি মাদ্রাসার ওপর হয়রানি ও হস্তক্ষেপ থেকে বিরত থাকা, সাধারণ শিক্ষা সিলেবাসে ধর্মশিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা এবং ২০১৩ সালের ৫ মে শাপলা চত্বরে নিরীহ ছাত্র-জনতা ও মুসল্লিদের ওপর নৃশংস গণহত্যার দোষী ব্যক্তিদের শাস্তির আওতায় এনে বিচার কার্যকর করার দাবি জানানো হয়। ঘোষণাপত্রে বলা হয়, স্বঘোষিত আমির মাওলানা সাদ কোরআন-সুন্নাহর অপব্যাখ্যা, নবী-রাসুল ও সাহাবায়ে কেরামের সমালোচনা এবং আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আকিদা-বিশ্বাসবিরোধী বক্তব্য দিয়ে যাচ্ছেন। কোনো অবস্থাতেই মাওলানা সাদকে বাংলাদেশে আসতে দেওয়া যাবে না।

সম্মেলনে মুহিব্বুল্লাহ বাবুনগরী সভাপতিত্ব করেন।

'ওলামা-মাশায়েখ মহাসম্মেলনে' যোগ দেওয়া আলেমদের একাংশ। গতকাল ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে। ছবি : প্রথম আলো

সংশোধনী

রাজধানীতে ২ মাসে খুন ৬৮টি, ১৯২ নয়

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

'ছিনতাইকারী ও ডাকাতেরা বেপরোয়া' শিরোনামে একটি প্রতিবেদন *প্রথম আলোর* প্রথম পাতায় প্রকাশিত হয়েছিল ২ নভেম্বর। ওই প্রতিবেদনে সেপ্টেম্বরে এবং ২৩ অক্টোবর পর্যন্ত রাজধানীতে খুনের ঘটনার সংখ্যা ১৯২ উল্লেখ করা হয়। এই সংবাদের প্রতিবাদ জানিয়ে ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি) বলেছে, সেপ্টেম্বর ও অক্টোবরে রাজধানীতে খুনের সংখ্যা ৬৮টি, ১৯২ নয়। সেপ্টেম্বরে ৪১ ও অক্টোবরে ২৭টি। খুনের বাকি ঘটনাগুলো আগের, এগুলোর মামলা হয়েছে পরে, সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে।

গতকাল মঙ্গলবার পুলিশের বরাত দিয়ে সিএ (প্রধান উপদেষ্টা) প্রেস উইং ফ্যাক্টস ফেসবুক পোস্টে বলেছে, এই প্রতিবেদন ত্রুটিপূর্ণ এবং প্রতিবেদনের তথ্যগুলোর ফ্যাক্ট-চেক সঠিকভাবে করা হয়নি, যা অত্যন্ত বিপজ্জনক। এই প্রতিবেদন ধারণা দেয় যে জুলাই ও আগস্টে শিক্ষার্থীদের নেতৃত্বে গণ-অভ্যুত্থানের পরপরই ঢাকায় অপরাধের মাত্রা তীব্রভাবে বেড়েছে।

সিএ প্রেস উইং ফ্যাক্টস ওই পোস্টে পুলিশের তথ্যের বরাত দিয়ে সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে ঢাকায় খুনের ঘটনার সংখ্যা উল্লেখ করেছে। এর পাশাপাশি মোহাম্মদপুর এলাকায় সেপ্টেম্বর ও অক্টোবরে ১০টি খুনের ঘটনা ঘটেছে বলে জানানো হয়েছে। *প্রথম আলোর* প্রতিবেদনে উল্লেখ ছিল এই সংখ্যা ২১।

প্রথম আলোর বক্তব্য

প্রকাশিত প্রতিবেদনে খুনের যে পরিসংখ্যান তুলে ধরা হয়েছে, তা ডিএমপির মাসওয়ারি অপরাধ চিত্রের তালিকা থেকে পাওয়া। তালিকায় সেপ্টেম্বরে ১৪৫ ও অক্টোবরে (২৩ তারিখ পর্যন্ত) ৪৭টি খুনের মামলার উল্লেখ ছিল। এসব খুনের ঘটনার ১২৪টিই যে পুরোনো বা জুলাই-আগস্টের, তা ডিএমপির ওই তালিকায় উল্লেখ ছিল না। এই তালিকা ভালোভাবে যাচাই না করে প্রতিবেদনে খুনের ওই সংখ্যা উল্লেখ করাটা আমাদের সঠিক হয়নি। অনিচ্ছাকৃত এই ভুলের জন্য আমরা দুঃখ প্রকাশ করছি। প্রথম আলো অনলাইন সংস্করণে প্রতিবেদনটি সংশোধন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, ডিএমপির পাঠানো প্রতিবাদ *প্রথম আলোর* ছাপা কাগজ ও অনলাইনে প্রকাশিত হয়েছে।

দোদুল্যমান তিন রাজ্যেই সবার চোখ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এই তিনটি রাজ্যে জয়ী হলেই কমলা তাঁর প্রয়োজনীয় ২৭০টি ইলেকটোরাল কলেজ ভোট পেয়ে যাবেন। এটি তাঁর জন্য সবচেয়ে সহজ পথ।

অন্যদিকে ডোনাল্ড ট্রাম্প যদি পেনসিলভানিয়া ছাড়া জর্জিয়া ও নর্থ ক্যারোলাইনা জিতে নেন, তাহলেই তাঁর মোক্ষ লাভ হবে। দুজনের জন্যই একাধিক বিকল্প পথ রয়েছে, কিন্তু এটিই সবচেয়ে বাস্তবসম্মত।

কেন পেনসিলভানিয়া

১৯টি ইলেকটোরাল কলেজ ভোটের কারণে পেনসিলভানিয়া দোদুল্যমান রাজ্যগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সে কথা মাথায় রেখে কমলা ও ট্রাম্প নির্বাচনের আগের দিনও এখানে ঘুরে গেছেন। উদ্দেশ্য, সামান্য কিছু ভোটার এখনো যে মনস্থির করতে পারেননি, তাঁদের মন জয়। রাজ্যটি সাম্প্রতিক বছরগুলোতে অর্থনৈতিক গুরুত্ব হারিয়েছে। একসময়ের রমরমা কয়লা ও লোহার খনিগুলো বন্ধ হয়ে গেছে। উৎপাদন খাতেও মন্দা এসেছে। ফলে অর্থনৈতিক সাফল্যের কোনো গীত গাওয়া কমলার পক্ষে সম্ভব নয়।

এই রাজ্যের ভোটারদের এক বড় অংশ গ্রামীণ, যাঁরা প্রথাগতভাবে রক্ষণশীল, রিপাবলিকান দলের প্রতি আকৃষ্ট।

গর্ভপাতের প্রশ্নে কমলা নারীদের ভোট পাবেন এ কথা ঠিক, শহুরে শিক্ষিত নারী-পুরুষের বড় অংশের ভোটও তিনি পাবেন। কিন্তু তাতে ট্রাম্পের সঙ্গে ব্যবধান কমানো সম্ভব কি না, তা অনিশ্চিত।

শেষ সময়ে ট্রাম্পের হোঁচট

অর্থনীতি ও অভিবাসন—এই দুই প্রশ্নে সুবিধাজনক অবস্থা থাকা সত্ত্বেও ট্রাম্প প্রচারের শেষ সময়ে এসে কিছু ভুল করেছেন, যা কিছুটা হলেও কমলার সুবিধা করে দেবে। পেনসিলভানিয়া অঙ্গরাজ্যে বড় সংখ্যায় পুয়ের্তো রিকো থেকে আসা মানুষের বাস। দিন দশেক আগে ম্যাডিসন স্কয়ার গার্ডেনে ট্রাম্পের জনসভায় পুয়ের্তো রিকোকে ভাসমান জঞ্জাল বলায় তিনি হয়তো এই রাজ্যের প্রায় চার লাখ পুয়ের্তো রিকানের একাংশকে হারাবেন। যে ভাষায় তিনি কমলা ও অন্য নারী রাজনীতিকদের আক্রমণ করেছেন, তাতে নারী ভোটারদের একাংশ ক্রুদ্ধ হতে পারে।

কমলা ও ট্রাম্পের প্রচারের সমাপ্তি বক্তব্য নাটকীয়ভাবে ভিন্ন। কমলা এক সুখী, সম্ভাবনাময় ও ঐক্যবদ্ধ আমেরিকার ছবিটি তুলে ধরেছেন। অন্যদিকে ট্রাম্প আমেরিকাকে বিশ্বের 'ডাস্টবিন' বলে চিহ্নিত করে হতাশাজনক চিত্র এঁকেছেন। লাখ লাখ বহিরাগত ধেয়ে আসছে দেশটি দখল করতে। এই অবস্থা বদলানোর একটাই পথ, তাঁকে নির্বাচিত করা।

এই দুই চিত্রের কোনটির প্রতি সমর্থন জানাবেন মার্কিন ভোটাররা?

আমেরিকার বিখ্যাত জনমত জরিপ বিশেষজ্ঞ নেইট সিলভার মনে করেন, এই নির্বাচনে কমলার জয়ের সম্ভাবনা নেই। ২০১৬ সালে ৩০ লাখ ভোট বেশি পেয়েও হিলারি ক্লিনটন ট্রাম্পের কাছে হেরেছেন। সিলভারের নির্বাচনী মডেল অনুসারে, এবারও কমলা মোট ভোটের হিসাবে এগিয়ে থাকবেন, কিন্তু ইলেকটোরাল কলেজ ভোটে হিলারির মতো হেরে যাবেন।

সিলভারের মডেল অনুসারে, কমলা মিশিগান ও উইসকনসিনে জিতবেন, কিন্তু পেনসিলভানিয়ায় হেরে যাবেন। অন্যদিকে ট্রাম্প পেনসিলভানিয়া, জর্জিয়া, অ্যারিজোনা, নেভাদা ও নর্থ ক্যারোলাইনায় জিতে প্রয়োজনীয় ২৭০ ইলেকটোরাল কলেজ ভোট পেয়ে যাবেন।

নেইট সিলভার বলেছেন বলে এটাই চূড়ান্ত ফলাফল, তা ভাবার কোনো কারণ নেই।

আইওয়ার জনমত জরিপ

একটি বিকল্প চিত্রও রয়েছে। ইতিমধ্যে প্রায় ৮ কোটি ২০ লাখ মানুষ আগাম ভোট দিয়েছেন, যার একটা বড় অংশই নারী। আমরা জানি, ট্রাম্পের তুলনায় নারীদের ভোট বেশি পাবেন কমলা। কোনো কোনো জরিপ থেকে এমন আভাসও আসছে, যাঁরা এত দিন কাকে ভোট দেবেন ঠিক করেননি, তাঁরাও অধিক সংখ্যায় কমলার দিকে ঝুঁকছেন।

এ রকম একটি জরিপ এসেছে আইওয়া থেকে। সেখানকার দায়িত্বশীল পত্রিকা *ডে ময়েন রেজিস্টার* দুই দিন আগে যে জরিপ প্রকাশ করেছে, তাতে ট্রাম্পের চেয়ে কমলা ৪ পয়েন্টে এগিয়ে (৪৭/৪৩)। এটি বিস্ময়কর; কারণ, আইওয়া রিপাবলিকান প্রভাবিত অঙ্গরাজ্য। সেখানে পরপর দুবার ২০১৬ ও ২০২০ সালে ট্রাম্প বড় ব্যবধানে জিতেছেন।

এই জরিপ অনুসারে আইওয়ার নারী ভোটারদের ৫৬ শতাংশ কমলা ও ৩৬ শতাংশ ট্রাম্পের প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন। আবার ৬৫-এর বেশি বয়সী নারী-পুরুষের মধ্যে কমলা ও ট্রাম্পের সমর্থনের হার যথাক্রমে ৫৫ ও ৩৬ শতাংশ।

এর মানে কী? ভাবা হচ্ছে, নির্বাচনী প্রচারের শেষ সময়ে এসে মধ্য-পশ্চিমের অতি-নম্র, অতি-বিনয়ী হিসেবে পরিচিত এই রাজ্যের নারী-পুরুষ ট্রাম্পের কথায় ও ব্যবহারে বিরক্ত। নেইট কোহনের মতো বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, শেষ সময়ে ভোটাররা, বিশেষত নারীরা কমলার দিকে ঝুঁকছেন।

আইওয়ার মতো আর কোনো রিপাবলিকান-প্রভাবিত বা দোদুল্যমান রাজ্যে শেষ সময়ে ভোটারদের মনোভাব একই রকম পরিবর্তন এসেছে কি না, এই প্রশ্নের উত্তর হয়তো আজ পাওয়া যেতে পারে।

পাদটীকায় ইতিহাসবিদ এলেন লিখটম্যানের কথা স্মরণ করা যায়। ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের এই অধ্যাপক গত ১০টি নির্বাচনের ৯টি সঠিকভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। ১৩টি প্রশ্নের ভিত্তিতে তৈরি একটি মডেল ব্যবহার করে অধ্যাপক লিখটম্যান পূর্বাভাস করে থাকেন। তিনি জানিয়েছেন, তাঁর মডেল অনুসারে ট্রাম্প নয়, কমলাই যুক্তরাষ্ট্রের পরবর্তী প্রেসিডেন্ট।

মানতে হবে ৯ নির্দেশনা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সচিবদের উদ্দেশে পাঠানো চিঠিতে জনপ্রশাসনসচিব বলেন, একজন কর্মচারী নিজ অধিক্ষেত্রের যেকোনো অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণ গ্রহণের আগে আয়োজক প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে তারপর আমন্ত্রণ চূড়ান্ত করবেন। বিতর্ক এড়াতে অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অন্যান্য অতিথি সম্পর্কেও তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। কোনো বিতর্কিত ব্যক্তি অনুষ্ঠানে অতিথি তালিকায় থাকলে ওই অনুষ্ঠান এড়ানোর পরামর্শ দিয়েছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

আয়োজিত অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণপত্র, ব্যানার, প্রচারপত্র, পতাকাসহ যেকোনো ছাপানো কাগজের বর্ণনা, লোগো বা স্লোগানে কোনো আপত্তিকর বা বিতর্ক সৃষ্টিকারী কোনো উপাদান রয়েছে কি না, তা পরীক্ষা করতে হবে। অনুষ্ঠানে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও গোয়েন্দা সংস্থার কাছ থেকে সহায়তা নিতে হবে।

চিঠিতে আরও বলা হয়, নিজস্ব অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণপত্র, ব্যানার, চিঠি, ক্রেস্ট, সনদ, ট্রফি ভালোভাবে পরীক্ষা করতে হবে, যাতে এসব স্মারকে কোনো ধরনের আপত্তিকর উপাদান না থাকে। মোখলেস উর রহমান বলেন, সরকার গেজেটের মাধ্যমে যেসব দিবস বাতিল ঘোষণা করেছে, সেসব দিবস যাতে পালিত না হয়, সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে।

সরকারি কর্মচারীরা আনুষ্ঠানিক প্রতিটি সভা ও অনুষ্ঠানের জন্য লিখিত বক্তব্য তৈরি করে সে অনুযায়ী পাঠ করবেন। লিখিত বক্তব্যের বাইরে কোনো কথা, স্লোগান, জয়ধ্বনি বলা থেকে যথাসম্ভব বিরত থাকতে হবে। যেকোনো ধরনের গুজব থেকে নিজে ও নিজ অধিক্ষেত্রের সব সহকর্মীকে দূরে রাখতে হবে।

সচিবদের উদ্দেশে জনপ্রশাসনসচিব আরও লিখেছেন, 'বিদ্যমান পরিস্থিতিতে আপনার মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও এর আওতাধীন সংযুক্ত দপ্তর ও মাঠপর্যায়ের অফিসের জন্য এসব বিষয়ে অথবা আপনার বিবেচনায় আরও কিছু বিষয় সংযোজিত করে একটি নির্দেশনা জারি করা যেতে পারে। এ নির্দেশনা জারি করা হলে সহকর্মীরা আরও সতর্কতার সঙ্গে দায়িত্ব পালনে যত্নবান হবেন।'

“তারা (আওয়ামী লীগ) দেশ থেকে পালিয়ে গেছে। তাদের মুখে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের কথা শোভা পায় না।

মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, মহাসচিব, বিএনপি; সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাছান মাহমুদের এক বক্তব্য প্রসঙ্গে

সংক্ষেপে

সংবিধান সংস্কারে মতামত দেওয়া যাবে ওয়েবসাইটে

সংবিধান সংস্কার বিষয়ে যেকোনো ব্যক্তি বা সংগঠন ওয়েবসাইটে তাঁদের মতামত দিতে পারবেন। এ জন্য গতকাল মঙ্গলবার থেকে ওয়েবসাইট (http://crc.legislativediv.gov.bd) চালু করেছে সংবিধান সংস্কার কমিশন। কমিশনের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, ২৫ নভেম্বর পর্যন্ত এই ওয়েবসাইটে সংবিধান সংস্কার বিষয়ে আগ্রহী ব্যক্তি বা সংগঠন পরামর্শ, মতামত ও প্রস্তাব জানাতে পারবেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক থেকেও মতামত দেওয়ার সুযোগ রয়েছে। দেশের বিদ্যমান সংবিধান পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করে সংবিধান সংস্কারের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ প্রতিবেদন প্রস্তুত করতে ৬ অক্টোবর সংবিধান সংস্কার কমিশন গঠন করে সরকার। ইতিমধ্যে কাজ শুরু করেছে অধ্যাপক আলী রীয়াজের নেতৃত্বাধীন এই কমিশন।
নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

যুগান্তর সম্পাদকের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার রুল

‘ফিরে দেখা বিচার বিভাগ পৃথক্‌করণ’ শিরোনামে প্রকাশিত এক নিবন্ধের জন্য *যুগান্তর*-এর সম্পাদক সাইফুল আলম, প্রকাশক সালমা ইসলাম ও নিবন্ধ লেখক মোহাম্মদ আবদুস ছালামের প্রতি আদালত অবমাননার রুল দিয়েছেন হাইকোর্ট। আদালত অবমাননার অভিযোগে করা এক আবেদনের শুনানি নিয়ে বিচারপতি ফারাহ মাহবুব ও বিচারপতি দেবাশীষ রায় চৌধুরীর সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ গতকাল মঙ্গলবার এ রুল দেন। ‘ফিরে দেখা বিচার বিভাগ পৃথক্‌করণ’ শিরোনামে মোহাম্মদ আবদুস ছালামের লেখা নিবন্ধ ১ নভেম্বর যুগান্তরে প্রকাশিত হয়। নিবন্ধে বিচার বিভাগ পৃথক্‌করণ-সংক্রান্ত মাসদার হোসেন মামলার রায় নিয়ে বিরূপ মন্তব্য ও অবমাননাকর বক্তব্য প্রকাশের অভিযোগে গত সোমবার ওই তিনজনের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার আবেদনটি করেন বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশনের মহাসচিব মোহাম্মদ মাজহারুল ইসলাম।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

নির্বাচনে পুলিশের ভূমিকাসহ ৬টি বিষয়ে মতামত এসেছে

নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কার কমিশন

মেসেঞ্জারে ৪৬ জন, ফেসবুকে ১৮২ জন, ই-মেইলে ১০৯ জন এবং ওয়েবসাইটে ১৮৫ জন মতামত দিয়েছেন।

“কমিশনের পক্ষ থেকে কোনো সিদ্ধান্ত দেওয়া বা বলার সুযোগ নেই। কমিশনের কাজ হলো নির্বাচনব্যবস্থা নিয়ে সুপারিশ করা।

বদিউল আলম মজুমদার, নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের প্রধান

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কারের লক্ষ্যে সাধারণ মানুষের মতামত নিচ্ছে সংস্কার কমিশন। এখন পর্যন্ত ডিজিটাল মাধ্যমে ৫২২ জনের মতামত পেয়েছে নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কার কমিশন। নির্বাচনপদ্ধতি, নির্বাচনে সরকারি কর্মকর্তার দায়িত্ব এবং পুলিশের ভূমিকাসহ ছয়টি বিষয়ে বেশি মতামত এসেছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে।

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের প্রায় দুই মাস পর ৩ অক্টোবর নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কার কমিশন গঠন করে অন্তর্বর্তী সরকার। এই কমিশন মূলত নির্বাচনসংশ্লিষ্ট আইন-বিধিগুলো পর্যালোচনা করছে। পাশাপাশি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কারের বিষয়ে মানুষের মতামত নিচ্ছে। নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের ওয়েবসাইট, ফেসবুক পেজ ও মেসেঞ্জার এবং ই-মেইলে মতামত দেওয়া যাচ্ছে। ২২ অক্টোবর থেকে মতামত নেওয়া শুরু হয়। ১৫ নভেম্বর পর্যন্ত মতামত দেওয়া যাবে।

নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কার কমিশন সূত্র জানায়, ২২ অক্টোবর থেকে ৪ নভেম্বর পর্যন্ত ফেসবুক মেসেঞ্জারে ৪৬ জন, ফেসবুক পেজে ১৮২ জন, ই-মেইলে ১০৯ জন এবং ওয়েবসাইটে ১৮৫ জন তাঁদের মতামত দিয়েছেন। এর মধ্যে কেউ কেউ সংগঠনের পক্ষ থেকেও মতামত দিয়েছেন। আবার একই ব্যক্তি একাধিক বিষয়েও পৃথকভাবে মতামত পাঠিয়েছেন।

সংসদ নির্বাচনপদ্ধতি কেমন হওয়া উচিত, সংবিধান ও নির্বাচনী আইনে কোন ধরনের পরিবর্তন দরকার, প্রার্থীদের যোগ্যতাসংক্রান্ত বিধানে পরিবর্তন-সংযোজন, নির্বাচন কমিশনের স্বাধীনতা, নির্বাচনে সরকারি কর্মকর্তাদের পক্ষপাতহীন দায়িত্ব পালন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ভূমিকা কেমন হওয়া উচিত—এই ছয়টি বিষয়ে বেশি মতামত এসেছে।

নির্বাচন পরিচালনার ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনকে মূলত সরকারের ওপর বিশেষ করে প্রশাসন ও পুলিশের ওপর নির্ভর করতে হয়। সর্বশেষ তিনটি জাতীয় নির্বাচনে পুলিশ ও প্রশাসনের ভূমিকা ছিল প্রশ্নবিদ্ধ। বিদ্যমান জাতীয় সংসদ নির্বাচনপদ্ধতির বদলে সংখ্যানুপাতিক নির্বাচনপদ্ধতি চালু করা নিয়ে জনপরিসরে আলোচনা চলছে। এ বিষয়ে অনেকে মত দিয়েছেন। আবার বিদ্যমান নির্বাচনপদ্ধতি বহাল রাখার বিষয়েও মতামত এসেছে কমিশনের কাছে।

কমিশন সূত্র জানায়, ডিজিটাল মাধ্যমে মতামত নেওয়া শেষ হলে অংশীজনদের সঙ্গে আলোচনা করার চিন্তা আছে। এরপর সংস্কার প্রস্তাব চূড়ান্ত করবে নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কার কমিশন। তবে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে সরাসরি আলোচনায় বসবে না কমিশন। রাজনৈতিক দলগুলো কী ধরনের সংস্কার চায়, সে বিষয়ে দলগুলোর কাছ থেকে লিখিত মতামত নেওয়া হবে। আগামী ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে প্রস্তাব জমা দেবে কমিশন।

প্রস্তাব তৈরির ক্ষেত্রে বেশ কিছু বিষয় পর্যালোচনা করবে কমিশন। ইতিমধ্যে সংবিধানের নির্বাচনসংক্রান্ত বিধান, জাতীয় ও স্থানীয় সরকার নির্বাচনসংশ্লিষ্ট সব আইন ও বিধি, নির্বাচনসংক্রান্ত সব ফরম পর্যালোচনা করছে কমিশন। এ ছাড়া বিদ্যমান নির্বাচনপদ্ধতি পর্যালোচনা ও প্রয়োজনীয় সুপারিশ তৈরি, বর্তমান নির্বাচন পরিচালনা ব্যবস্থা পর্যালোচনা ও সুপারিশ, প্রবাসী ও নির্বাচনী দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিদের ভোটাধিকার নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় আইন ও কারিগরি দিক পর্যালোচনা ও সুপারিশ তৈরি, নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ এবং বাংলাদেশে অতীতে অনুষ্ঠিত জাতীয় নির্বাচনগুলো মূল্যায়ন করে সেসব নির্বাচনের দুর্বলতা ও শিক্ষণীয় বিষয়গুলো চিহ্নিত করবে কমিশন।

নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের প্রধান বদিউল আলম মজুমদার *প্রথম আলো*কে বলেন, তাঁরা মানুষের অনেক সাড়া পাচ্ছেন। সংস্কার নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোও লিখিত প্রস্তাব দিতে পারবে। একপর্যায়ে হয়তো কিছু কিছু অংশীজনের সঙ্গে আলোচনা করা হবে। তবে কমিশনের সংলাপ করার অবকাশ নেই। কারণ, কমিশনের পক্ষ থেকে কোনো সিদ্ধান্ত দেওয়া বা বলার সুযোগ নেই। সংস্কার কমিশনের কাজ হলো নির্বাচনব্যবস্থা নিয়ে সুপারিশ তৈরি করা।

করোনা
শনাক্ত ২ জনের

দেশে গতকাল সকাল আটটা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় ২ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে। কারও মৃত্যু হয়নি। ইউএনবি, ঢাকা

৮ গোপন বন্দিশালা, এখনো নিখোঁজ ২০০

প্রথম পৃষ্ঠার পর

'সেফ হাউস'ও খুঁজছে কমিশন

'আয়নাঘর' বিষয়ে সংবাদ সম্মেলনে গুম-সংক্রান্ত তদন্ত কমিশনের সদস্য মিজ নাবিলা ইদ্রিস বলেন, 'আয়নাঘর একটি কথ্য ভাষা। এটা মূলত গোপন বন্দিশালা। এখন পর্যন্ত ঢাকা ও এর আশপাশে এমন আটটি গোপন বন্দিশালা আমরা পেয়েছি।'

কমিশনের সদস্য সাজ্জাদ হোসেন বলেন, 'আমরা শুনেছি, দেশের বিভিন্ন স্থানে অনেক বাহিনীর সেফ হাউস আছে, সেগুলোও আমরা খুঁজছি।'

কমিশনের প্রধান বিচারপতি মইনুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, কমিশন ইতিমধ্যে ডিজিএফআই, র‍্যাব সদর দপ্তর, উত্তরায় র‍্যাব-১, নারায়ণগঞ্জে র‍্যাব-১১, মোহাম্মদপুরে র‍্যাব-২, আগারগাঁওয়ে র‍্যাব-২-এর ক্রাইম প্রিভেনশন সেন্টার ও মিন্টো রোডে ডিবি কার্যালয় পরিদর্শন করেছে।

র‍্যাবের বন্দিশালার চিত্র

সংবাদ সম্মেলনে র‍্যাব পরিচালিত একটি গোপন বন্দিশালার চিত্র তুলে ধরেন কমিশনের সদস্য নূর খান। তিনি বলেন, 'একটা মানুষ গুম থাকা অবস্থায় কীভাবে রোজনামচা লেখে বা তার সংকেত লিখে যায়, কীভাবে দিন গণনা করে, এর প্রমাণ আমরা পেয়েছি। এর বাইরেও কারও কারও নাম আমরা পেয়ে গেছি। আমরা শুনেছি, আয়নাঘর, যেটা দ্বারা আমরা জয়েন্ট ইন্টারোগেশন সেলকে বুঝতাম, এর চেয়েও নিকৃষ্টতম সেল আমাদের কাছাকাছি জায়গাতেই ছিল। আমরা সেগুলো পরিদর্শন করেছি।'

ওই গোপন বন্দিশালা র‍্যাবের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হতো বলে জানিয়ে নূর খান বলেন, বন্দিশালাটি দেখলে বোঝা যায়, কত নিষ্ঠুরভাবে সেখানে মানুষকে রাখা হতো। এমনও ঘটনা আছে, সাড়ে তিন ফুট বাই চার ফুট কক্ষের মধ্যেই বন্দীর প্রস্রাব-পায়খানার জায়গা। ওই ঘরগুলো ছিল বদ্ধ। কোনো আলো-বাতাস প্রবেশের সুযোগ ছিল না। শুধু ছোট একটা ছিদ্র ছিল, যেটা সব সময় লাগিয়ে রাখা হতো। কখনো কখনো বন্দীকে দেখার জন্য সেটা খোলা হতো। ড্রেনেজ সিস্টেম ছিল, ওখানেই বন্দীকে প্রস্রাব-পায়খানা, গোসল করতে হতো।

গুম করার যেসব কারণ পেয়েছে কমিশন

মানুষকে এভাবে গুমের কারণ কী ছিল—সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে কমিশনের সভাপতি বিচারপতি মইনুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, 'কিছু ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি, গুমের শিকার ব্যক্তিরা তখনকার সরকারের সমালোচক ছিল, হয়তো ফেসবুকে কিছু লিখেছে। কিন্তু কারা তাদের তুলে নিয়েছে, সেটি কেউ কেউ শনাক্তই করতে পারেনি। আবার এমন কাউকে কাউকে আমরা পেয়েছি, যাদের কোনো রাজনৈতিক মতাদর্শ ছিল না। কিছু আছে বিভিন্ন মিডিয়াতে সরকারের সমালোচনা করেছে।'

সাবেক সেনা কর্মকর্তা হাসিনুর রহমানকে ভারতবিরোধী হওয়ায় গুম করা হয়েছে বলে তিনি অভিযোগ করেছেন। এ বিষয়ে এক সাংবাদিক প্রশ্ন করলে কমিশনের সভাপতি বলেন, হাসিনুরকে ময়মনসিংহ সেনানিবাস থেকে একবার গুম করা হলো, আরেকবার গুম করা হলো অবসরের পর। কী কারণে সেটা করা হলো, বোঝা মুশকিল। তবে ভারতবিরোধী হওয়ার কারণেই হোক, রাজনৈতিক কারণেই হোক বা যে কারণেই হোক, গুম হওয়াটা মানবাধিকারের লঙ্ঘন।

> জোরপূর্বক গুমের ঘটনায় জড়িত প্রকৃত অপরাধীদের বিচারের মুখোমুখি করে যথাযথ শাস্তি দেওয়ার ওপর জোর দেন কমিশনের সভাপতি বিচারপতি মইনুল ইসলাম চৌধুরী। তিনি বলেন, এটি ভবিষ্যৎ সম্ভাব্য অপরাধীদের জন্য উদাহরণ হয়ে থাকবে।

গুমের কোনো ঘটনার সঙ্গে পার্শ্ববর্তী দেশের কোনো সম্পৃক্ততা পাওয়া গেছে কি না—এমন প্রশ্নের জবাবে কমিশনের সভাপতি বলেন, 'বিষয়গুলো আমরা খতিয়ে দেখছি।'

কেন গুম করা হতো—এ বিষয়ে নাবিলা ইদ্রিস বলেন, 'এখন পর্যন্ত চারটি ক্যাটাগরি আমরা পেয়েছি। এর মধ্যে রাজনৈতিক কারণে একটি বড় অংশকে গুম করা হয়। জঙ্গি সন্দেহে বড় একটি অংশকে গুম করা হয়। এ ছাড়া ব্যবসায়িক ও পারিবারিক কারণেও মানুষ গুম হয়েছেন, এমন প্রমাণও আমাদের কাছে এসেছে। এর বাইরে বেশ কিছু অভিযোগ এসেছে, যেগুলোর কারণ এখনো আমরা জানতে পারিনি।'

অভিযুক্ত হবেন আলামত ধ্বংসকারীরাও

কমিশনের প্রধান মইনুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, 'আলামত ধ্বংসের কিছু চেষ্টা আমরা দেখেছি। আমরা পরিদর্শনে গিয়েও সেটি দেখেছি। আমরা চিঠি দিয়ে এগুলো বন্ধ করতে বলেছি।'

এ প্রসঙ্গে কমিশনের সদস্য সাজ্জাদ হোসেন বলেন, অনেকগুলো গোপন বন্দিশালা ধ্বংস করা হয়েছে। এগুলো গত ৫ আগস্টের পরে এবং কিছু হয়তো তার আগেই করা হয়েছে। তিনি বলেন, 'যখন এ বিষয়ে বর্তমানে যাঁরা আছেন, তাঁদের প্রশ্ন করলাম, তাঁরা সঠিক জবাব দিতে পারেননি। তাঁরা বলেছেন, আমরা পরে এসেছি, এটা দেখিনি। এটা হয়তো আগে হয়েছে।'

আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর উদ্দেশে নাবিলা ইদ্রিস বলেন, 'আপনারা আলামত (গুমের) ধ্বংস করা থেকে বিরত থাকুন। এটি করে কোনো লাভ নেই। কারণ, ভুক্তভোগীদের যাঁরা বেঁচে আছেন, তাঁদের জবানবন্দি ইতিমধ্যে গ্রহণ করা হয়ে গেছে। জবানবন্দি অনুযায়ী আমরা জায়গাগুলো খুঁজে বের করব।' তিনি বলেন, 'এগুলো (গুমের আলামত) ধ্বংস করলে যেটা হবে, বর্তমান কমান্ডিং অফিসারেরা অতীতে কমান্ডিং অফিসারদের অপরাধে সম্পৃক্ত হয়ে যাবেন। কিন্তু আপনি তো ৫ আগস্টের আগে ওই জায়গাটায় ছিলেন না। তাহলে আলামত ধ্বংস করে ওই অপরাধে জড়িয়ে যাওয়ার কী দরকার?'

২২ ঘটনা তদন্ত করবে পুলিশ

এক প্রশ্নের জবাবে বিচারপতি মইনুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, 'এখনো অনেকেই নিখোঁজ আছেন। কে নিয়ে গেছে, সেটা আমরা জানতে পারছি না। কারণ, কেউ যদি সরকারি বাহিনী বা সংস্থাগুলোর বাইরের কারও দ্বারা নিখোঁজ হন, সেটা তো আমাদের আওতায় আসবে না। আমরা এমন ২২টি ঘটনা পেয়েছি। যেগুলো আমাদের কার্যপরিধির আওতায় পড়ে না। এগুলো আমরা পুলিশ সদর দপ্তরে পাঠিয়ে দেব। তখন পুলিশ সেগুলোর ওপর অনুসন্ধান শুরু করবে।'

দলীয় স্বার্থে বাহিনীগুলোর ব্যবহার

বিচারপতি মইনুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীগুলোকে জাতীয় স্বার্থ কিংবা জনস্বার্থের পরিবর্তে অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তি, গোষ্ঠী, দলীয় ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়েছে। ফলে আয়নাঘরের সৃষ্টি। তবে র‍্যাব-১-এ এটাকে বলে টাস্কফোর্স ফর ইন্টারোগেশন, ডিজিএফআইয়ে জয়েন্ট ইন্টারোগেশন সেল। বিভিন্ন বাহিনীর অধীন বিভিন্ন জায়গায় আরও কিছু সিক্রেট ডিটেনশন সেন্টার আছে।

কমিশনের সভাপতি বলেন, আইন অনুযায়ী কোনো আসামিকে ধরার পর বা গ্রেপ্তারের পর ২৪ ঘণ্টা হেফাজতে রাখতে পারবে। কিন্তু ব্যারিস্টার আরমান, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) আযমী আট বছর গোপন বন্দিশালায় ছিলেন। একটি স্বাধীন দেশে এটা কল্পনা করা যায়? এ ঘটনাগুলো মানবাধিকারের চরম ভয়ংকর লঙ্ঘন, বেআইনি ও অসাংবিধানিক কাজ।

জোরপূর্বক গুমের ঘটনায় জড়িত প্রকৃত অপরাধীদের বিচারের মুখোমুখি করে যথাযথ শাস্তি দেওয়ার ওপর জোর দেন কমিশনের সভাপতি বিচারপতি মইনুল ইসলাম চৌধুরী। তিনি বলেন, এটি ভবিষ্যৎ সম্ভাব্য অপরাধীদের জন্য উদাহরণ হয়ে থাকবে। যাঁদের বিরুদ্ধে গুমের অভিযোগ, তাঁদের ডাকার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যে সাতজনকে সমন দেওয়া হয়েছে। পর্যায়ক্রমে অভিযুক্ত সবাইকে ডাকা হবে। এর মধ্যে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য ও ডিজিএফআইয়ের সদস্যরা আছেন।

কমিশনের সভাপতি জানিয়েছেন, ৩১ অক্টোবর ছিল কমিশনে অভিযোগ দেওয়ার শেষ দিন। তবে যৌক্তিক কারণ দেখিয়ে এখনো কেউ এলে কমিশন তাঁদের কথা শুনবে।

প্রথম দিনের পাঠক কুইজ

মারজান হোসেন | তানজিম আকরাম | মো. নুরুল আমিন

'প্রথম আলো খোলা জানালার মতো'

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

প্রথম আলোর ২৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে 'জিততে হলে পড়তে হবে' স্লোগানে চতুর্থবারের মতো অনলাইন পাঠক কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। আয়োজনের প্রথম দিন গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭টা থেকে ৭টা ১০ মিনিট পর্যন্ত প্রথম দিনের কুইজ অনুষ্ঠিত হয়। এতে ১৫ জন বিজয়ী হয়েছেন। এই আয়োজন চলবে ১৪ নভেম্বর পর্যন্ত টানা ১০ দিন ঠিক একই সময়ে।

প্রথম দিন দ্রুততম সময়ে সর্বোচ্চসংখ্যক সঠিক উত্তর দিয়ে বিজয়ী হন ঝালকাঠির মারজান হোসেন; কুমিল্লার মো. ইসতিয়াক হাসান, মো. নুরুল আমিন ও জাহিদ হাসান; সাতক্ষীরার মাছুম বিল্লাহ; ঢাকার তানজিম আকরাম, তানবিম আকরাম, আশিক সূত্রধর শান্ত, আয়শা আক্তার ও এ কে এম ফেরদৌস মাহমুদ; গাজীপুরের মৌসুমী আক্তার; হবিগঞ্জের মো. মিজানুর রহমান; নাটোরের আবু বকর সিদ্দিক ও সাজ্জাদ হোসেন সজল এবং পঞ্চগড়ের আসিফ মো. ফারহান মাহিন।

বিজয়ী তানজিম আকরাম বলেন, 'কুইজে জিততে পেরে আমি অনেক আনন্দিত। *প্রথম আলো* আমার কাছে একটা খোলা জানালার মতো। এখানে তাকালেই আমি বিশ্ব দেখি।'

আয়োজকেরা জানান, প্রতিদিন সবচেয়ে কম সময়ে সবচেয়ে বেশিসংখ্যক প্রশ্নের সঠিক উত্তরদাতা ১৫ জন বিজয়ীর নাম ঘোষণা করা হবে। এই ১৫ বিজয়ীর প্রত্যেকে পাবেন ২ হাজার টাকা করে মোট ৩০ হাজার টাকার গিফট চেক। ১০ দিনে মোট ১৫০ জন বিজয়ী পাবেন মোট ৩ লাখ টাকার গিফট চেক।

উল্লেখ্য, পাঠক কুইজের প্রশ্ন ছিল কুইজের দিন ও আগের দিনের *প্রথম আলোর* ছাপা পত্রিকা ও অনলাইনে প্রকাশিত সংবাদ, নিবন্ধ ও ফিচার থেকে। ২০টি প্রশ্নের সঠিক উত্তর বাছাই করার জন্য অংশগ্রহণকারীরা সময় পেয়েছেন ১০ মিনিট। কুইজে অংশগ্রহণ করতে ১৪ নভেম্বর পর্যন্ত নিবন্ধন করা যাবে prothomalo.com/quiz ওয়েবসাইটে।

শোক

মো. বেলাল উদ্দিন সরকার

জামালপুরের মেলান্দহের হাজরা বাড়ির বাসিন্দা মো. বেলাল উদ্দিন সরকার (৮৫) ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। গত সোমবার নিজ বাড়িতে বার্ধক্যের কারণে তিনি শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি স্ত্রী, চার ছেলেসহ অনেক গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। বেলাল উদ্দিন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব মো. শফিউল আলমের বাবা। **বিজ্ঞপ্তি**

বীর মুক্তিযোদ্ধা আবদুস সোবহান

নেত্রকোনার পূর্বধলা উপজেলার সোনাইকান্দা গ্রামের বাসিন্দা বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. আবদুস সোবহান (৮৪) ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। গতকাল মঙ্গলবার ঢাকার একটি হাসপাতালে তিনি শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন। আবদুস সোবহান রাজধানীর ইব্রাহিম কার্ডিয়াক হসপিটাল অ্যান্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউটের সহযোগী অধ্যাপক জুবায়ের আহমেদের বাবা। **বিশেষ প্রতিবেদক,** *ঢাকা*

বদিউল আলম

নোয়াখালী পৌর ব্যবসায়ী সমিতির সাবেক সভাপতি বদিউল আলম (৭৩) ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। যুক্তরাষ্ট্রের স্থানীয় সময় গত রোববার সকালে নিউইয়র্কে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি স্ত্রী, এক ছেলে, পাঁচ মেয়েসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। তিনি নোয়াখালীর বিশিষ্ট সাংবাদিক প্রয়াত এ কে জালাল আহমেদের কনিষ্ঠ মেয়ের স্বামী। **বিজ্ঞপ্তি**

হোসনে আরা হোসেন

কবি হোসনে আরা হোসেন (৭৫) ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। রাজধানীর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে তিনি শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন। কয়েক বছর ধরে হৃদ্‌রোগসহ নানা রোগে ভুগছিলেন তিনি। তিনি স্বামী, দুই ছেলে ও এক মেয়ে রেখে গেছেন। হোসনে আরা বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমের জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক সুমন মাহমুদের মা। **নিজস্ব প্রতিবেদক,** *ঢাকা*

“ এখন যে পদ্ধতিতে নির্বাচন হয়, তাতে যাঁদের অর্থ, পেশিশক্তি, প্রভাব-প্রতিপত্তি আছে, তাঁরা বেশি নির্বাচিত হন।

নজরুল ইসলাম, অধ্যাপক, এশীয় প্রবৃদ্ধি গবেষণা ইনস্টিটিউট

সংসদকে অন্তর্ভুক্তিমূলক করার পূর্বশর্ত আনুপাতিক নির্বাচন

বিশেষ সাক্ষাৎকার

নজরুল ইসলাম

এশীয় প্রবৃদ্ধি গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক **নজরুল ইসলাম** অর্থনীতিবিদ ও গবেষক। সম্প্রতি রাষ্ট্র সংস্কার ও সংবিধান সংশোধন নিয়ে তিনি *প্রথম আলোর* সঙ্গে কথা বলেছেন। তার সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **রিয়াদুল করিম**

প্রথম আলো : এখন সংবিধান ও নির্বাচনী ব্যবস্থার পরিবর্তন, রাষ্ট্র সংস্কার—এগুলো নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। সংস্কারের জন্য কিছু কমিশনও গঠিত হয়েছে। আপনি রাষ্ট্র সংস্কারে ১১টি প্রস্তাবের কথা বলেছেন। সেগুলো কী?

নজরুল ইসলাম : এখন যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা হচ্ছে তা ইতিবাচক। তবে এসব আলোচনার মধ্যে তিন ধরনের দুর্বলতা দেখা যায়। বিভিন্নজন রাষ্ট্র সংস্কারের প্রস্তাব উত্থাপন করছেন। কিন্তু সেগুলোর পক্ষে-বিপক্ষে বিস্তারিত যুক্তি দিচ্ছেন না। দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন প্রস্তাবের মধ্যে যে আন্তসম্পর্ক আছে, অর্থাৎ একটা করলে আরেকটা করার প্রয়োজন হয় না। আবার একটা করতে হলে পূর্বশর্ত হিসেবে আরেকটা করতে হবে। এগুলো আলোচনায় আসে না। তৃতীয়ত, সংবিধান সংশোধনের কথা হচ্ছে। কোনো রাষ্ট্র সংস্কারের জন্য কী সংশোধনের প্রয়োজন, এ জিনিসগুলো পরিষ্কার করে বলা হচ্ছে না।

আমার প্রস্তাবের উদ্দেশ্য এই দুর্বলতাগুলো কাটিয়ে আলোচনাটাকে আরও অর্থবহ করা। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে আমি ১১টি প্রস্তাব দিয়েছি। আমি যে ১১টি প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করেছি তা হলো, প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার মধ্যে ভারসাম্য, প্রধানমন্ত্রী-রাষ্ট্রপতির মেয়াদ সুনির্দিষ্ট করা, সরকারের মেয়াদ হ্রাস, সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ বাতিল, তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তন, স্থানীয় সরকার শক্তিশালীকরণ, প্রাদেশিক সরকারব্যবস্থা প্রবর্তন, দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদ গঠন, বিচারব্যবস্থার স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ, নির্বাচন কমিশন ও অন্যান্য সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান শক্তিশালীকরণ এবং আনুপাতিক নির্বাচন।

প্রথম আলো : প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন। এটি কীভাবে হতে পারে?

নজরুল ইসলাম : এটা করার কয়েকটি উপায় আছে। একটি হলো, রাষ্ট্রপতিকে সরাসরি জনগণের মাধ্যমে নির্বাচিত করার বিধান করা। কিন্তু তখন সংসদীয় পদ্ধতির সরকার থাকে না। এটা রাষ্ট্রপতিশাসিত বা সংকর পদ্ধতি হয়। দেশে যেমন জিয়াউর রহমান, এরশাদের আমলে ছিল। তখন যদিও প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, কিন্তু কে প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, তা মানুষের মনেও নেই। কারণ, তখন সরকার আসলে রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকারে পর্যবসিত হয়েছিল।

সংসদীয় ব্যবস্থা বজায় রেখেও রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষা করা যায়। এখন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন সংসদের সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে। যেহেতু প্রধানমন্ত্রী এবং সরকার সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে হয়, তাই রাষ্ট্রপতিও সেভাবে নির্বাচিত হন। এ জায়গায় পরিবর্তন আনা যায়।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হতে সংসদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থন লাগবে, এমন বিধান করা যায়। এটা হলে কোনো দল যদি সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে সরকার গঠন করেও দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকলে তার প্রস্তাবিত রাষ্ট্রপতি প্রার্থীর জন্য বিরোধী দলের সমর্থন লাগবে। এটা হলে এমন লোকের নাম প্রস্তাব করতে বাধ্য হবে, যাঁর বৃহত্তর গ্রহণযোগ্যতা আছে। এতে ‘দলকানা’ কেউ রাষ্ট্রপতি হবেন না।

তবে সরকারি দল দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পেলে একটা অচলাবস্থা সৃষ্টি হতে পারে। সরকারি দল জিম্মি হয়ে যেতে পারে। এটা নিরসনের উপায়ও আছে। জার্মানি, ইতালিতে এটার চর্চা আছে। তখন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের বিষয়টি শুধু সংসদে সীমাবদ্ধ রাখা হয় না। জাতীয় সংসদের সদস্যদের সঙ্গে স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধিরাও রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ভোট দেবেন। সেখানে যে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বেশি ভোট পাবেন, তিনি রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হবেন।

প্রথম আলো : এখন যেভাবে সংবিধানে রাষ্ট্রপতিকে ক্ষমতা দেওয়া আছে, সেখানে পরিবর্তন না এনে শুধু নির্বাচনপদ্ধতি পরিবর্তন করে কি ক্ষমতার ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা হবে?

নজরুল ইসলাম : দুটোই লাগবে। রাষ্ট্রপতিকে যদি ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে নির্বাচিত করা হয়, তাহলে সম্পূর্ণ দলীয় ব্যক্তিকে নির্বাচিত করা কঠিন হবে। অধিকতর স্বাধীন একজন রাষ্ট্রপতি পাওয়া যাবে। এর বাইরে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতারও কিছু পরিবর্তন আনা যেতে পারে। কিন্তু রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে পরিবর্তন না আনা হলে লাভ হবে না। কারণ, রাষ্ট্রপতি নির্বাচন যদি সম্পূর্ণ সরকারি দলের ওপর নির্ভরশীল হয়, তাহলে সংবিধানে কাগজে-কলমে যা-ই লেখা থাক, কার্যত রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শেই কাজ করবেন।

এখানে পূর্বশর্ত হচ্ছে, সংসদ আরও বেশি অন্তর্ভুক্তিমূলক হতে হবে। আনুপাতিক নির্বাচনব্যবস্থা এটার জন্য পূর্বশর্ত। এটি হলে অনেক বেশি দল সংসদে যেতে পারবে এবং কোনো একটি দলের পক্ষে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়া সহজ হবে না।

প্রথম আলো : আনুপাতিক পদ্ধতি নিয়ে পক্ষে-বিপক্ষে আলোচনা হচ্ছে। এই পদ্ধতিতে সরকার গঠন নিয়ে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা তৈরির আশঙ্কা আছে কি না?

নজরুল ইসলাম : এটা আসলে যতটা নির্বাচনব্যবস্থার ওপর নির্ভর করে, তার চেয়ে বেশি নির্ভর করে রাজনৈতিক পরিস্থিতির ওপর। সরকার ঝুলন্ত হবে কি না বা জোট সরকার হবে কি না, এগুলো অনেক কিছুর ওপর নির্ভর করে। শুধু আনুপাতিক পদ্ধতি হলেই জোট সরকার হবে এমন নয়। আমাদের দেশেও অতীতে জোট সরকার করার নজির আছে। তবে আনুপাতিক ব্যবস্থায় বেশিসংখ্যক দলের সংসদে যাওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে। সে জন্য জোট সরকার করার প্রয়োজনীয়তা বেশি হতে পারে।

নজরুল ইসলাম

■ সংসদীয় ব্যবস্থা বজায় রেখেও রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষা করা যায়।

■ আনুপাতিক ব্যবস্থায় বেশিসংখ্যক দলের সংসদে যাওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে।

■ কোনো দল যখন দুই-তৃতীয়াংশের বেশি আসন পেয়ে যায়, তখন তারা যা খুশি তা-ই করতে পারে।

■ আমাদের দেশের সরকারগুলো সহজেই স্বৈরাচার হয়, তার কারণ, এখনো তাদের মনমানসিকতা, আচার-আচরণে সামন্তবাদী মনোভাব রয়ে গেছে।

প্রথম আলো : অনেকে বলছেন, ছোট দলগুলো নিজেদের স্বার্থে আনুপাতিক পদ্ধতির কথা বলছে। বড় দলগুলো নিজেদের স্বার্থে বিপক্ষে বলছে। আপনি কী মনে করেন?

নজরুল ইসলাম : সেটা ঠিক, যে যার যার স্বার্থের কথা বলবে। তবে দেখতে হবে, দেশের স্বার্থ কোনটিতে বেশি রক্ষিত হবে। ২০০৮ সালে আওয়ামী লীগ পেয়েছিল ৪৯ শতাংশ ভোট। কিন্তু আসন পেয়েছিল প্রায় ৭৭ শতাংশ। বর্তমান ব্যবস্থায় একটি দল ৪০ থেকে ৪৫ শতাংশ ভোট পেয়েও দুই-তৃতীয়াংশ বা তার বেশি আসন পেয়ে যাচ্ছে।

কোনো দল যখন দুই-তৃতীয়াংশের বেশি আসন পেয়ে যায়, তখন তারা যা খুশি তা-ই করতে পারে। সংবিধানকে যেভাবে খুশি পরিবর্তন করতে পারে। এমন পরিস্থিতিতে সে দল বা দলের নেতা স্বৈরাচারী হয়ে উঠতে পারেন। এ জন্য আনুপাতিক নির্বাচন প্রয়োজন। যে দল যত শতাংশ ভোট পাবে, তারা সেই অনুপাতে সংসদে আসন পাবে। এটাই ন্যায্য।

এখন যে পদ্ধতিতে নির্বাচন হয়, তাতে যাঁদের অর্থ, পেশিশক্তি, প্রভাব-প্রতিপত্তি আছে, তাঁরা বেশি নির্বাচিত হন। আনুপাতিক পদ্ধতিতে অনেক যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তির সংসদে আসার সুযোগ থাকে। এতে রাজনীতির মানটাই বদলে যাবে।

প্রথম আলো : কিন্তু আনুপাতিক পদ্ধতিতেও টাকা দিয়ে প্রার্থী হওয়ার প্রবণতা থাকতে পারে। কারণ, তাঁকে মাঠে গিয়ে ভোট করতে হবে না। দলীয় তালিকায় নাম থাকলেই হলো।

নজরুল ইসলাম : এখন কী হচ্ছে? বড় দলগুলো একটি মনোনয়ন বোর্ড করে। এখানে কয়েকজন সদস্য থাকেন। দলীয় প্রধান এই বোর্ড ঠিক করেন। প্রার্থী মনোনয়নের পুরো প্রক্রিয়াটা খুব অস্বচ্ছ। নমিনেশন বোর্ডের সদস্যরা ছাড়া দলের অন্যদের কোনো অংশগ্রহণ সেখানে থাকে না। চার বছর এলাকায় নেই, কোনো দলীয় প্রচারে নেই, কিন্তু ভোটের আগে অনেকে এসে কীভাবে কীভাবে যেন মনোনয়ন পেয়ে যান। সাধারণভাবে ধারণা করা হয়, তাঁরা দলকে বড় ডোনেশন দিয়ে থাকেন। বিনিময়ে নমিনেশন পান।

আনুপাতিক পদ্ধতিতে দলকে প্রার্থী তালিকা ঠিক করতে হবে। এটা দলের সভাপতি কিংবা চার-পাঁচজন করলেও হবে না। এটার জন্য দলের সম্মেলন লাগবে। সম্মেলনে সব ডেলিগেটের সমর্থন নিতে হবে স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায়। এখানে কয়েক হাজার ডেলিগেটকে টাকা দিয়ে ম্যানেজ করা কঠিন হবে। এখানে বলতে পারেন যে দলের নেতা বলে দেবেন, ‘অমুককে দাও’।

এ ক্ষেত্রে দেখা যাবে, প্রার্থী তালিকার দায়িত্ব নেওয়াটা কঠিন হবে। কারণ, নমিনেশন দেওয়ার পর জয়ী হয়ে আসাটা অনেকটা প্রার্থীর দায়িত্ব। আনুপাতিক পদ্ধতি হলে প্রার্থী তালিকার পক্ষে পুরো দলকে পেতে হবে। পুরো দলের সম্মতির ভিত্তিতে করতে হবে। প্রার্থী তালিকা খারাপ হলে দায় দলের ওপর আসবে। তালিকাসহ দল নির্বাচনে যাচ্ছে। তালিকা দেখে মানুষ ঠিক করবে, এই দলকে ভোট দেবে কি না।

প্রথম আলো : আনুপাতিক পদ্ধতি নিয়ে এখনো রাজনৈতিক ঐকমত্য তৈরি হয়নি। কোনো ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়া আগামী নির্বাচনে এটি চালু করা সম্ভব হবে বলে মনে করেন?

নজরুল ইসলাম : গণ-অভ্যুত্থানের পর প্রায় সব দলই এই পদ্ধতির পক্ষে—আমার কাছে এমনটাই মনে হচ্ছে। একমাত্র বিএনপি এটার পক্ষে না। বিএনপি রাজি হলে বলা যাবে এই প্রশ্নে জাতীয় ঐকমত্য হয়েছে।

প্রথম আলো : বিএনপির জন্য তো বিদ্যমান পদ্ধতিই লাভজনক। তাহলে তারা কেন রাজি হবে?

নজরুল ইসলাম : বিএনপি বলছে, তারা স্বৈরাচারের পুনরাবির্ভাব চায় না। এ কারণেই আনুপাতিক পদ্ধতির নির্বাচন প্রয়োজন। বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর কয়েকবার বলেছেন, বিএনপি জাতীয় সরকার গঠন করবে। এটার জন্যও আনুপাতিক নির্বাচন প্রয়োজন। জাতীয় সরকার গঠন করতে সংসদে অন্যান্য দলের উপস্থিতি লাগবে। অনেকে হয়তো মনে করছেন, আনুপাতিক নির্বাচন হলে বিএনপির আসন কমবে। কিন্তু আনুপাতিক নির্বাচনে তাদের আসন বাড়তেও পারে।

আমি বিএনপিকে দূরদৃষ্টি দিয়ে বিষয়টি দেখার অনুরোধ জানাব। তাহলে বিএনপি বুঝতে পারবে, দীর্ঘ মেয়াদে এটা তাদের জন্য ভালো হবে। কারণ, ভোটের অনুপাতের চেয়ে কম আসন তারা কখনো পাবে না। ২০০৮ সালে বিএনপি ৩৩ দশমিক ২ শতাংশ ভোট পেয়ে আসন পেয়েছিল মাত্র ১০ শতাংশ। আনুপাতিক পদ্ধতি গ্রহণ করলে এ ধরনের বিপর্যয় তাদের মোকাবিলা করতে হবে না।

প্রথম আলো : যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য বা ভারতের মতো দেশগুলো আনুপাতিক পদ্ধতিতে যায়নি। কিন্তু সেখানে তো স্বৈরাচারও মাথাচাড়া দেয়নি?

নজরুল ইসলাম : ঐতিহাসিক সূত্রে ব্রিটিশদের কাছ থেকে আমরা দেশের বর্তমান নির্বাচনব্যবস্থা পেয়েছি। একসময় যেসব দেশ ইংল্যান্ডের উপনিবেশ ছিল, সেই দেশগুলোতে এ রকম ব্যবস্থা চালু রয়েছে। ভারত, যুক্তরাষ্ট্রেও সেভাবে হয়েছে। কিন্তু এখন স্কটল্যান্ড, ওয়েলসের মতো দেশগুলো আনুপাতিক পদ্ধতি গ্রহণ করেছে। ইংল্যান্ডও ক্রমেই এ পদ্ধতির দিকে যাচ্ছে।

যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য বা ভারতের মতো দেশে স্বৈরাচারী প্রবণতা নেই—এটা যতটা না নির্বাচনব্যবস্থার জন্য, তার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো, সেই দেশগুলোর গণতন্ত্র অনেক উন্নত। আমাদের দেশের সরকারগুলো সহজেই স্বৈরাচার হয়, তার কারণ, এখনো তাদের মনমানসিকতা, আচার-আচরণে সামন্তবাদী মনোভাব রয়ে গেছে। এটা প্রতিরোধের জন্যই আনুপাতিক নির্বাচন প্রয়োজন।

প্রথম আলো : দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদের কথা অনেকে বলছেন। এটা কেন জরুরি?

নজরুল ইসলাম : আমার ব্যক্তিগত মত হচ্ছে, এটা বাংলাদেশের জন্য দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদের প্রয়োজন নেই। অনেকে যুক্তি দেন, এটা স্বৈরাচার প্রতিরোধে সহায়ক হবে এবং সমাজের সুধী অংশের রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশগ্রহণের পথ সুগম হবে। দুটি যুক্তিই খুব দুর্বল।

দ্বিকক্ষ করলেন, কিন্তু বর্তমান ব্যবস্থায় নির্বাচনে ৪০ শতাংশ ভোট পেয়েও কোনো দল দুই কক্ষেই ৭৬ শতাংশ আসন পাবে। তাহলে কী লাভ হলো?

আর সুধী হলেই শুধু হবে না, দেশ পরিচালনায় যোগ্যতা থাকতে হবে। আমরা চাই সরকার যেন মাথাভারী না হয়। দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদে স্বৈরাচার প্রতিরোধ হবে না। শুধু সুধীজনদের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য আরেকটা সংসদ বা কক্ষ করলে বিরাট ব্যয় বাড়বে।

প্রথম আলো : সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ বাতিলের দাবি দীর্ঘদিনের। অনেকে মনে করেন, আমাদের সমাজের বাস্তবতায় এটা বাদ দিলে কি সংসদ সদস্য কেনাবেচার ঝুঁকি বেড়ে যেতে পারে?

নজরুল ইসলাম : ব্যক্তিগতভাবে আমি সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ বিলুপ্ত করার পক্ষে নই। এটা তুলে দিলে বাণিজ্য হবে। আমরা জানি, আমাদের সংসদ সদস্যরা কী করেন। বেশির ভাগ দেখা যাবে টাকাপয়সা, সুযোগ-সুবিধার কারণে একেক দিন একেক পক্ষে যাবেন। একটি অরাজক অবস্থার সৃষ্টি হবে। এখনকার পরিস্থিতি এটা বাদ দেওয়ার উপযোগী নয়। দলগুলো আগে সংহত হওয়া দরকার। রাজনৈতিক সংস্কৃতির পরিবর্তন হওয়া দরকার।

প্রথম আলো : নির্বাচন পদ্ধতি যা-ই হোক, ভালো নির্বাচনের জন্য স্বাধীন নির্বাচন কমিশন প্রয়োজন। এই স্বাধীনতা কীভাবে নিশ্চিত করা যায়?

নজরুল ইসলাম : এটা রাষ্ট্রপতির স্বাধীনতার সঙ্গে জড়িত। এখনকার আইন অনুযায়ী নির্বাচন কমিশন গঠনের জন্য সার্চ কমিটি নাম প্রস্তাব করে। রাষ্ট্রপতি সেখান থেকে বাছাই করেন। রাষ্ট্রপতিকে যদি স্বাধীন করা যায়, তাহলে তিনি স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে গ্রহণযোগ্য একটি নির্বাচন কমিশন গঠন করতে পারবেন।

আরেকটি উপায় হলো, সাংবিধানিক সংস্থা হিসেবে সংসদের দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থনে নির্বাচন কমিশন গঠন করা যেতে পারে। সংসদে দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থন পাওয়া না গেলে স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধিরাসহ সবাই মিলে ভোট দেবেন। সেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে কমিশন গঠন করা যেতে পারে।

৮ কোটি টাকার মালামাল জব্দ | সিলেট সীমান্ত এলাকা থেকে প্রায় আট কোটি টাকার ভারতীয় চোরাই মালামাল উদ্ধার করেছে টাস্ক ফোর্স। প্রতিনিধি, সিলেট

সংক্ষেপে

শ্রীপুর

নির্মাণাধীন শেড থেকে পড়ে শ্রমিকের মৃত্যু

গাজীপুরের শ্রীপুরের একটি কারখানার নির্মাণাধীন শেড থেকে পড়ে রিফাত হোসেন (২৫) নামের এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার দুপুর ১২টার দিকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। এর আগে সকাল ১০টায় দুর্ঘটনা ঘটে। রিফাত হোসেন ময়মনসিংহের মুক্তাগাছা উপজেলার গোয়ারী বাজার গ্রামের সোহরাব আলীর ছেলে। তিনি শ্রীপুরের নয়নপুর এলাকার আরএকে সিরামিক কারখানায় স্টিল স্ট্রাকচার শ্রমিক হিসেবে কাজ করছিলেন। শ্রীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জয়নাল আবেদীন মণ্ডল বলেন, ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছিল। এ বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

প্রতিনিধি, *শ্রীপুর, গাজীপুর*

সাভার

২ লাখ টাকা জরিমানা

সাভারের হেমায়েতপুরে একটি খাদ্যপণ্য প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানে অভিযান চালিয়েছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর। এ সময় প্রতিষ্ঠানটির বিএসটিআই অনুমোদন না থাকাসহ বিভিন্ন অপরাধে দুই লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। এ ছাড়া বিএসটিআইয়ের লাইসেন্সসহ অন্যান্য আইনি প্রক্রিয়া নিশ্চিত করার আগপর্যন্ত প্রতিষ্ঠানটির সব কার্যক্রম সাময়িকভাবে বন্ধের আদেশ দেওয়া হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে সাভারের হেমায়েতপুরে ফরচুন ফুড ইন্ডাস্ট্রিজ নামের প্রতিষ্ঠানে এই অভিযানে নেতৃত্ব দেন অধিদপ্তরের ঢাকা জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মো. আবদুল জব্বার মণ্ডল।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *সাভার*

রাজধানীতে জুলাই বিপ্লব নিয়ে প্রদর্শনী

গণ-অভ্যুত্থান

প্রদর্শনী চলবে ৯ নভেম্বর সন্ধ্যা পর্যন্ত। স্টামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সিদ্ধেশ্বরী শাখায় সবার জন্য উন্মুক্ত থাকবে প্রদর্শনীটি।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

জুলাই বিপ্লবের তিন মাস পূর্তিতে গণ-অভ্যুত্থানের সময়ের ছবি নিয়ে প্রদর্শনী শুরু হয়েছে রাজধানীর স্টামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সিদ্ধেশ্বরী ক্যাম্পাসে। গতকাল মঙ্গলবার 'ফিরে দেখা জুলাই বিপ্লব' শিরোনামের এ প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছে ৯৫টি ছবি ও ১৪টি ভাস্কর্য।

স্টামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপত্য বিভাগের শিক্ষার্থীদের আয়োজনে শুরু হওয়া প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মুখ্য সংগঠক আবদুল হান্নান মাসুদ ও মুখপাত্র উমামা ফাতেমা।

স্টামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্য মো. ইউনূস মিয়া বলেন, 'গণ-অভ্যুত্থানের পর এখন পরিবর্তিত পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে দেশ। আন্দোলনে শহীদদের কাছে আমাদের অনেক দায়। সুন্দর বাংলাদেশ গড়তে না পারলে তাঁদের সঙ্গে বেইমানি করা হবে।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপত্য বিভাগের চেয়ারম্যান সোনিয়া আফরিন বলেন, স্টামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ফটোগ্রাফির শিক্ষার্থীরা আন্দোলনের প্রথম দিক থেকেই ছবি তুলতে বের হন। কোর্স শেষ হয়ে যাওয়ার পরও প্রাণের তাগিদে এ প্রদর্শনীর আয়োজন করেছেন। অন্যান্য বিভাগের শিক্ষার্থীরাও অংশ নিয়েছেন এতে। তিনি বলেন, এই ছবিগুলো প্রমাণ করে, দেশ কেমন সময়ের মধ্য দিয়ে গেছে।

প্রদর্শনী ঘুরে দেখছেন অতিথিরা। গতকাল স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটির সিদ্ধেশ্বরী ক্যাম্পাসে। ছবি : প্রথম আলো

সেই সময় মুছে গেলে সব অর্জন বিফল হবে।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মুখ্য সংগঠক আবদুল হান্নান মাসুদ বলেন, শহীদদের স্মৃতি ধরে রাখতে হবে নিজেদের কাজের মধ্য দিয়ে। এখনো অনেক কাজ বাকি উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'যে উদ্দেশ্যে আন্দোলন হয়েছে, সেই স্বপ্নগুলো থেকে আমরা দূরে সরে যাচ্ছি।'

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মুখপাত্র উমামা ফাতেমা বলেন, 'আরও অনেক মানুষের গল্প আমরা জানি না। আন্দোলনে তাদেরও হারিয়েছে অনেক কিছু। তাদের কথাও তুলে আনতে হবে সরকারিভাবে।'

প্রদর্শনীতে স্টামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের তোলা ছবি ছাড়াও আছে বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত ছবি। শিক্ষার্থীরা কাঠ, লোহা, মাটিসহ বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করে বানিয়েছেন ছোট ছোট ভাস্কর্য। ৫ নভেম্বর থেকে শুরু হওয়া এ প্রদর্শনী চলবে ৯ নভেম্বর সন্ধ্যা পর্যন্ত। স্টামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সিদ্ধেশ্বরী শাখায় সবার জন্য উন্মুক্ত আছে 'ফিরে দেখা জুলাই বিপ্লব' প্রদর্শনী।

'পাঠকদের ভালোবাসা বেড়েছে'

প্রথম আলোর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী

প্রথম আলো ডেস্ক

পথচলার শুরু থেকেই বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতা করছে প্রথম আলো। এ জন্য দীর্ঘ ২৬ বছরেও *প্রথম আলোর* প্রতি পাঠকদের ভালোবাসা ও বিশ্বাস বিন্দুমাত্র কমেনি, বরং প্রতিনিয়ত বেড়ে চলেছে। তবে শুধু বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশনই নয়, সমাজ পরিবর্তনের জন্যও কাজ করে *প্রথম আলো*। *প্রথম আলোর* এই পথচলা সুদীর্ঘ হবে।

কুমিল্লায় *প্রথম আলোর* ২৬তম বর্ষপূর্তি উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে অতিথিরা এসব কথা বলেন। গতকাল বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান অনুষদের সেমিনার কক্ষে এই আয়োজন করে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধুসভা। একইভাবে খুলনা, কুড়িগ্রাম, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় ও ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটিতে নানা আয়োজনে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়েছে।

কুমিল্লায় সমবেত কণ্ঠে জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা করা হয়। পরে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনে নিহত ব্যক্তিদের স্মরণে এক নীরবতা পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষক মাহমুদুল হাসান, ইংরেজি বিভাগের শিক্ষক তারিন বিনতে এনাম, শিক্ষার্থী সুলতানা রাজিয়াসহ অনেকে।

চাঁপাইনবাবগঞ্জে *প্রথম আলোর* প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে নৃত্য পরিবেশন করে আলোর পাঠশালার শিক্ষার্থীরা। গতকাল বিকেলে। ছবি : প্রথম আলো

খুলনা প্রেসক্লাবের হুমায়ুন কবীর বালু মিলনায়তনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন খুলনা বন্ধুসভার সভাপতি তুহিন রায়। অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন প্রবীণ শিক্ষাবিদ অধ্যাপক আনোয়ারুল কাদির, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবিএ ডিসিপ্লিনের সহযোগী অধ্যাপক মো. মোর্ত্তুজা আহমেদ, খুলনা প্রেসক্লাবের সভাপতি মো. এনামুল হক ও নর্থ ওয়েস্টার্ন ইউনিভার্সিটির শিক্ষক শেখ মাহরুফুর রহমান।

কুড়িগ্রামে অনুষ্ঠানের শুরুতে শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন *প্রথম আলোর* প্রতিনিধি সফি খান। আরও বক্তব্য দেন বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক তুহিন ওয়াদুদ, মজিদা আদর্শ ডিগ্রি কলেজের পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি হাসিবুর রহমান, কুড়িগ্রাম প্রেসক্লাবের সভাপতি রাজু মোস্তাফিজ প্রমুখ। চাঁপাইনবাবগঞ্জের নবাবগঞ্জ সরকারি কলেজ শহীদ মিনারে বন্ধুসভার সভাপতি আরাফাত মিলেনিয়ামের সভাপতিত্বে বক্তব্য দেন কলেজের অধ্যক্ষ সৈয়দ মোজাহারুল ইসলাম।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধুসভা। ময়মনসিংহে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ে (জাককানইবি) সুধী সমাবেশের আয়োজন করে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধুসভা। এ ছাড়া বিভিন্ন আয়োজনের মধ্য দিয়ে *প্রথম আলো* এবং বন্ধুসভার ২৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপন করেছেন ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটি বন্ধুসভার সদস্যরা।

[প্রতিবেদন তৈরিতে তথ্য দিয়েছেন **নিজস্ব প্রতিবেদক**, *চাঁপাইনবাবগঞ্জ*, **প্রতিনিধি**, *খুলনা*, **সংবাদদাতা**, *কুমিল্লা ও কুড়িগ্রাম*]

কারওয়ান বাজারে উচ্ছেদের পর আবার অভিযান

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

রাজধানীর কারওয়ান বাজারে রাস্তা ও ফুটপাত থেকে গত সোমবার রাতে হকারদের উচ্ছেদ করার পর গতকাল মঙ্গলবার সকালে কয়েকজন হকার সবজি ও পণ্য নিয়ে আবার ফুটপাতে বসেছিলেন। সকালে যৌথ বাহিনী কারওয়ান বাজারে টহল দেওয়ার সময় তাঁদের অনেকেই মালপত্র নিয়ে সরে যান। পরে আবার কয়েকজন এসে বসে পড়েন।

প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ বলেছে, সোমবার রাত আটটার দিকে সেনাবাহিনী, পুলিশ ও র‍্যাব কারওয়ান বাজারের রাস্তার দুই ধারে ও ফুটপাতে বসা হকারদের উচ্ছেদ করে। রাত ১১টা পর্যন্ত চলা উচ্ছেদ অভিযানে শত শত হকারকে উচ্ছেদ করা হয়।

তবে গতকাল সকাল নয়টার দিকে হকাররা ফুটপাতে সবজি ও পণ্য সাজিয়ে বসেন। সকাল ১০টার পর যৌথ বাহিনী দখলমুক্ত রাস্তা ও ফুটপাত দেখতে কারওয়ান বাজারে পরিদর্শনে আসে। এ সময় তাদের দেখে অনেক হকারই সরে পড়েন। কয়েকজন আবার ফুটপাতে বসে যান। তাঁদের সরে যেতে ১০ মিনিট সময় বেঁধে দেওয়া হয়।

গতকাল সকালে পথচারীরা বলেন, প্রতিদিন হকাররা রাস্তার দুই ধারে পণ্য সাজিয়ে বসেন। রিকশা-ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা, বিভিন্ন পিকআপ ও বিভিন্ন গাড়ি রাস্তায় রাখা হয়। ফলে এখানে দিনরাত যানজট লেগে থাকে।

তেজগাঁও থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. মোবারক হোসেন *প্রথম আলোকে* বলেন, এখন থেকে প্রতিদিনই মনিটরিং করা হবে। আর যেন কোনো হকার রাস্তা ও ফুটপাত দখল করে বসতে না পারেন।

দুঃখিত ও ক্ষমা প্রার্থনা শুনতে চান জার্মান রাষ্ট্রদূত

ইউএনবি

রক্তাক্ত ও প্রতিশোধমূলক অতীতের ছায়া দূর করা ও মানসিকতা পরিবর্তনের জন্য সমঝোতা প্রচেষ্টার ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত জার্মান রাষ্ট্রদূত আখিম ট্রোস্টার।

জার্মান রাষ্ট্রদূত বলেন, 'সমঝোতা অর্জনের জন্য সংঘটিত অপরাধ ও ভুলগুলোর জন্য "দুঃখিত" ও "ক্ষমা প্রার্থনা" শব্দ দুটি আমাদের শোনা দরকার। আমার ভুল হতে পারে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমি এটা এখানে শুনিনি।'

সোমবার সন্ধ্যায় ঢাকায় জার্মান দূতাবাসে 'জার্মান ঐক্য দিবস' উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে জার্মান রাষ্ট্রদূত এসব কথা বলেন।

জার্মান রাষ্ট্রদূত আরও বলেন, তদন্ত ও সত্য স্বীকার করা ছাড়া সমঝোতা সম্ভব নয়।

ছুরিকাহত তরুণের মৃত্যু | মুন্সিগঞ্জের মিরকাদিম পৌর এলাকায় ছুরিকাঘাতে আহত শুভ ব্যাপারী (২৩) নামের এক তরুণ মারা গেছেন। প্রতিনিধি, মুন্সিগঞ্জ

সংক্ষেপে

ঢাকা

মহাখালী উড়ালসড়ক ব্যবহারে নির্দেশনা

ঢাকার মহাখালী উড়ালসড়ক ব্যবহারে গতকাল মঙ্গলবার রাত ৯টা থেকে আগামী ১৪ দিনের জন্য বিশেষ নির্দেশনা দিয়েছে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) গুলশান ট্রাফিক বিভাগ। গতকাল গুলশান ট্রাফিক পুলিশের ফেসবুক পেজে এক পোস্টে এই নির্দেশনা দেওয়া হয়। সেখানে বলা হয়েছে, মহাখালী উড়ালসড়কের এক্সপানশন জয়েন্টগুলোর (এক পিলার থেকে আরেক পিলার পর্যন্ত যে স্ল্যাব থাকে সেটির জোড়া) প্রতিস্থাপন কাজ চলমান রয়েছে। এ কারণে আগামী ১৪ দিন যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হবে। নির্দেশনায় বলা হয়েছে, 'আজ (গতকাল) মঙ্গলবার থেকে আগামী সোমবার (১১ নভেম্বর) পর্যন্ত প্রতিদিন রাত নয়টা থেকে পরের দিন সকাল আটটা পর্যন্ত জাহাঙ্গীর গেট থেকে কাকলী অভিমুখী যানবাহনসমূহ শুধু উড়ালসড়কের নিচ দিয়ে চলাচল করতে পারবে। পরদিন ১২ থেকে ১৮ নভেম্বর পর্যন্ত প্রতিদিন রাত নয়টা থেকে পরের দিন সকাল আটটা পর্যন্ত কাকলী থেকে জাহাঙ্গীর গেট অভিমুখী যানবাহন শুধু উড়ালসড়কের নিচ দিয়ে চলাচল করতে পারবে।'
নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

আদালত

সাংবাদিক নেতা মোল্লা জালাল কারাগারে

এক নারীকে অপহরণ ও ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগে করা মামলায় গ্রেপ্তার বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের (বিএফইউজে) সাবেক সভাপতি মোল্লা জালালকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (সিএমএম) আদালত গত সোমবার এ আদেশ দেন। ঢাকা মহানগর পুলিশের অপরাধ ও তথ্য বিভাগের উপপরিদর্শক (এসআই) আবুল কালাম আজাদ প্রথম আলোকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। পুলিশের এই কর্মকর্তা বলেন, এক নারী ১ নভেম্বর সাংবাদিক নেতা মোল্লা জালালের বিরুদ্ধে ধর্ষণচেষ্টা ও অপহরণের অভিযোগে শাহবাগ থানায় একটি মামলা করেন। সেই মামলায় সোমবার দুপুরে রাজধানীর সেগুনবাগিচা এলাকা থেকে সাংবাদিক মোল্লা জালাল গ্রেপ্তার হন। পরে তাঁকে আদালতে হাজির করে কারাগারে আটক রাখার আবেদন করা হয়। অন্যদিকে মোল্লা জালালের পক্ষে জামিন আবেদন করা হয়। আদালত উভয় পক্ষের শুনানি নিয়ে মোল্লা জালালের জামিন আবেদন নাকচ করে তাঁকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন। মামলায় ওই নারী দাবি করেন, অজ্ঞাত স্থানে আটকে রেখে তাঁকে মারধর এবং ধর্ষণের চেষ্টা করা হয়। তবে সাংবাদিক নেতা মোল্লা জালালের পক্ষ থেকে লিখিতভাবে আদালতকে বলা হয়েছে, তিনি নিরপরাধ। হয়রানির উদ্দেশ্যে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে।
নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

পিলখানা হত্যাকাণ্ড নিয়ে করা আবেদন নিষ্পত্তির নির্দেশ

স্বাধীন কমিশন গঠন

আবেদনটি ১০ দিনের মধ্যে নিষ্পত্তি করে আদালতে প্রতিবেদন দিতে স্বরাষ্ট্রসচিবের প্রতি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

রাজধানীর পিলখানায় তৎকালীন বিডিআর (বর্তমানে বিজিবি) সদর দপ্তরে ২০০৯ সালের ২৫ ও ২৬ ফেব্রুয়ারি হত্যাকাণ্ড ও নিষ্ঠুর কর্মকাণ্ড ঘিরে প্রকৃত সত্য বের করতে জাতীয় স্বাধীন কমিশন গঠনের নির্দেশনা চেয়ে করা আবেদন নিষ্পত্তি করতে নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট।

আবেদনটি ১০ দিনের মধ্যে নিষ্পত্তি করে আদালতে প্রতিবেদন দিতে স্বরাষ্ট্রসচিবের প্রতি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এক রিটের প্রাথমিক শুনানি নিয়ে বিচারপতি ফারাহ মাহবুব ও বিচারপতি দেবাশীষ রায় চৌধুরীর সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ গতকাল মঙ্গলবার রুলসহ এই আদেশ দেন।

তৎকালীন বিডিআর (বর্তমানে বিজিবি) সদর দপ্তরে ২০০৯ সালের ২৫ ও ২৬ ফেব্রুয়ারির 'গণহত্যা' তদন্তে জাতীয় স্বাধীন কমিশন গঠনের নির্দেশনা চেয়ে গত মাসে রিটটি করেন সুপ্রিম কোর্টের দুই আইনজীবী। পরবর্তী সময়ে প্রকৃত সত্য বের করতে জাতীয় স্বাধীন তদন্ত কমিশন গঠন করতে এবং 'শহীদ সেনা দিবস' ঘোষণায় পদক্ষেপ নিতে অনুরোধ জানিয়ে ৩ নভেম্বর স্বরাষ্ট্রসচিব (জননিরাপত্তা বিভাগ) বরাবরে আবেদন দেন রিট আবেদনকারীরা।

হাছান মাহমুদের বক্তব্য নিয়ে মির্জা ফখরুল

ভূতের মুখে রামনাম

বিশেষ প্রতিনিধি, *ঢাকা*

ক্ষমতাচ্যুত শেখ হাসিনার সরকারের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাছান মাহমুদ গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার নিয়ে যে বক্তব্য দিয়েছেন, সেটাকে 'ভূতের মুখে রামনাম' বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তিনি প্রথম আলোকে বলেছেন, তাদের (আওয়ামী লীগ) মুখে গণতন্ত্রের কথা মানুষ বিশ্বাস করে না।

লন্ডনভিত্তিক টেলিভিশন 'চ্যানেল এস' হাছান মাহমুদের এক সাক্ষাৎকার প্রচার করেছে গত রোববার। তাতে তিনি বলেছেন, বিএনপিকে নির্বাচনে আনতে না পারা আওয়ামী লীগের বড় রাজনৈতিক ভুল ছিল। এ ছাড়া তিনি বলেন, গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে বিএনপির সঙ্গে কাজ করতে তাঁর দল (আওয়ামী লীগ) আগ্রহী।

মার্চ-এপ্রিলে নির্বাচনের দাবিতে কর্মসূচি শুরুর চিন্তা বিএনপির

বিশেষ প্রতিনিধি, *ঢাকা*

'যৌক্তিক' সময়ের মধ্যে নির্বাচন দাবি করে আসা বিএনপির নীতিনির্ধারকেরা এ বিষয়ে আর বেশি দিন ধৈর্য না ধরার চিন্তাভাবনা শুরু করেছেন। তাঁরা আগামী দু-তিন মাসের মধ্যে অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের রোডম্যাপ চাইবেন। সেটি না হলে মার্চ-এপ্রিলের দিকে নির্বাচনের দাবিতে কর্মসূচি শুরুর চিন্তা করছেন দলটির নীতিনির্ধারণী নেতারা। গত সোমবার রাতে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সভায় এ বিষয়ে আলোচনা হয়। তবে কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি।

তবে স্থায়ী কমিটির সভার পরদিন গতকাল মঙ্গলবার ঢাকায় এক আলোচনা অনুষ্ঠানে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস বলেন, রাষ্ট্রকাঠামো সংস্কারে কত দিন লাগবে, তা অন্তর্বর্তী সরকারকে স্পষ্ট করতে হবে। কোনো ছলচাতুরী করা যাবে না। জনগণ এই সরকারকে দীর্ঘদিন মানবে না। তিনি বলেন, 'নির্বাচন নিয়ে সরকার কোনো কথা বলছে না। আমরা নির্বাচনের কথা বললেই আপনারা বলেন ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য আমরা উদ্‌গ্রীব হয়ে পড়েছি। এখন আমরা যদি বলি, আপনারা নির্বাচনের কথা না বলে ক্ষমতায় থাকার জন্য পাগল হয়ে গেছেন।'

সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীল সূত্র জানিয়েছে, বিএনপির স্থায়ী কমিটির সভায় একাধিক সদস্য নির্বাচন নিয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের কোনো কোনো উপদেষ্টার বক্তব্য এবং তৎপরতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। কারও কারও কার্যক্রম নিয়ে সংশয়ের কথাও জানান কেউ কেউ।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক স্থায়ী কমিটির একজন সদস্য *প্রথম আলো*কে বলেন, অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টাদের বক্তব্য, রাষ্ট্র সংস্কার নিয়ে দীর্ঘসূত্রতাসহ সরকারের নানা কর্মকাণ্ডে নির্বাচন নিয়ে অনাগ্রহ স্পষ্ট হচ্ছে। সরকারের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে সন্দেহ ঘনীভূত হচ্ছে।

লভ্যাংশ দেবে না সেন্ট্রাল ফার্মা

গত জুনে সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য বিনিয়োগকারীদের লভ্যাংশ না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সেন্ট্রাল ফার্মা। নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

ইআরএফ বেস্ট রিপোর্টিং অ্যাওয়ার্ড

প্রথম আলোর ৪ জনসহ ১৯ সাংবাদিক পেলেন পুরস্কার

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

অতিথিদের সঙ্গে পুরস্কার বিজয়ী ১৯ সাংবাদিক। গতকাল রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে। প্রথম আলো

প্রথম আলোর চারজনসহ বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকা ও টেলিভিশনের ১৯ জন সাংবাদিক 'ইআরএফ-নগদ বেস্ট রিপোর্টিং অ্যাওয়ার্ড ২০২৩' পুরস্কার পেয়েছেন।

এবার *প্রথম আলো* থেকে পুরস্কার জিতেছেন বিশেষ প্রতিনিধি ফখরুল ইসলাম, বিশেষ প্রতিবেদক জাহাঙ্গীর শাহ, ডেপুটি হেড অব রিপোর্টিং (অনলাইন) রাজীব আহমেদ ও জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক আরিফুর রহমান।

অর্থনীতিবিষয়ক সাংবাদিকদের সংগঠন ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরাম (ইআরএফ) সেরা প্রতিবেদনের জন্য এই পুরস্কার দিয়েছে। এতে পৃষ্ঠপোষকতা করে মোবাইলে আর্থিক সেবাদাতা (এমএফএস) প্রতিষ্ঠান নগদ। গতকাল মঙ্গলবার রাজধানীর একটি হোটেলে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের হাতে ক্রেস্ট ও সম্মাননার চেক তুলে দেন অন্তর্বর্তী সরকারের অর্থ ও বাণিজ্য উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আহসান এইচ মনসুর।

এ বছর মোট ১৭টি ক্যাটাগরি বা শ্রেণিতে পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে প্রিন্ট ও অনলাইন মিডিয়ার ১৫ জন এবং টেলিভিশনের ৪ জন প্রতিবেদক পুরস্কার পেয়েছেন। পুরস্কার পাওয়া অন্য সাংবাদিকেরা হলেন দৈনিক *সমকাল*-এর বিশেষ প্রতিনিধি ওবায়দুল্লাহ রনি; *দ্য ডেইলি স্টার*-এর জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক আহসান হাবীব; *ফিন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেস*-এর বিশেষ প্রতিনিধি দৌলত আক্তার মালা; *দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড*-এর ডেপুটি এডিটর সাজ্জাদুর রহমান, বিশেষ প্রতিনিধি জেবুন নেসা ও নিজস্ব প্রতিবেদক সালাহ উদ্দিন আহমেদ; ইউএনবির বিশেষ প্রতিনিধি সদরুল হাসান; শেয়ারবিজের নির্বাহী সম্পাদক ইসমাইল আলী; ঢাকা পোস্টের জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক মো. শফিকুল ইসলাম; *আমাদের সময়*-এর জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জিয়াদুল ইসলাম ও দৈনিক *কালবেলা*-এর বার্তা সম্পাদক রাজু আহমেদ, নিউজ টোয়েন্টিফোরের বিশেষ প্রতিনিধি বাবু কামরুজ্জামান, একাত্তর টিভির বিশেষ প্রতিনিধি সুশান্ত সিনহা, চ্যানেল টোয়েন্টিফোরের জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক ইকবাল আহসান ও যমুনা টিভির জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক তৌহিদ হোসেন পাপন।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি অর্থ ও বাণিজ্য উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেন, 'অন্যান্য সময়ের সরকার বদলের মতো বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্বে আসেনি। যেসব চ্যালেঞ্জ আমরা এখন মোকাবিলা করছি, সেগুলোর সমাধান করা যাবে না এমন নয়। আমরা মানুষের ভালোর জন্য একটা পদচিহ্ন রেখে যাওয়ার চেষ্টা করছি, যাতে পরবর্তী সরকার এ সংস্কারকাজকে আরও এগিয়ে নিতে পারে।'

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আহসান এইচ মনসুর জানান, আর্থিক খাতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি আনতে তাঁরা কাজ করছেন। এমএফএস প্রতিষ্ঠান নগদের উদাহরণ টেনে তিনি বলেন, 'নগদে একটি ইতিবাচক পরিবর্তন হয়েছে, যা দরকার ছিল। প্রতিষ্ঠানটিতে সুশাসনের যে ঘাটতি ছিল, সেটি কাটাতে আমরা কাজ করছি।'

ইআরএফের সভাপতি রেফায়েত উল্লাহ মীরধার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন নগদের চেয়ারম্যান খান আহমেদ সাঈদ মুরশিদ ও প্রশাসক মুহম্মদ বদিউজ্জামান দিদার, ইআরএফের সাধারণ সম্পাদক আবুল কাশেম প্রমুখ।

সূচকের বড় উত্থান

শেয়ারবাজার

এনবিআর গত সোমবার মূলধনি মুনাফার কর কমিয়েছে। তাতে সূচক ২ শতাংশের বেশি বাড়ে এবং লেনদেন ৮০০ কোটি টাকা ছাড়ায়।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

মূলধনি মুনাফার কর কমানোর খবরে গতকাল মঙ্গলবার শেয়ারবাজারে বড় উত্থান হয়েছে। প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) প্রধান সূচক ডিএসইএক্স এদিন ১১৩ পয়েন্ট বা প্রায় সোয়া ২ শতাংশ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫ হাজার ৩৭৩ পয়েন্টে। গত প্রায় এক মাসের মধ্যে এটিই ডিএসইএক্সের সর্বোচ্চ অবস্থান। এর আগে সর্বশেষ গত ১৪ অক্টোবর ডিএসইএক্স সূচকটি ৫ হাজার ৩৭৩ পয়েন্টের সর্বোচ্চ অবস্থানে ছিল।

সূচকের পাশাপাশি লেনদেনেও বড় উত্থান হয়েছে এদিন। ঢাকার বাজারে গতকাল দিন শেষে লেনদেন বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮৪০ কোটি টাকায়। তাতে আগের দিনের চেয়ে লেনদেন ২৭৫ কোটি টাকা বা ৪৯ শতাংশ বেড়েছে। শুধু তা-ই নয়, গত দুই মাসের ব্যবধানে গতকাল ঢাকার বাজারের লেনদেন আবারও সর্বোচ্চ পর্যায়ে উঠেছে। এর আগে সর্বশেষ গত ২ সেপ্টেম্বর ডিএসইতে ১ হাজার ৬৬ কোটি টাকার সর্বোচ্চ লেনদেন হয়েছিল।

বাজারসংশ্লিষ্টরা বলছেন, ব্যক্তিশ্রেণির বড় বিনিয়োগকারীদের ক্ষেত্রে মূলধনি মুনাফার ওপর প্রযোজ্য করহার কমিয়ে ১৫ শতাংশে নামিয়ে এনেছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বা এনবিআর। চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেট প্রস্তাবকালে ৫০ লাখ টাকার বেশি মূলধনি মুনাফার ক্ষেত্রে করারোপ করা হয়। এ ক্ষেত্রে কর প্রস্তাব করা হয় সংশ্লিষ্ট করদাতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সর্বোচ্চ করহার। অর্থাৎ কোনো করদাতা যদি ৩৫ শতাংশ হারে করের আওতায় পড়েন তাহলে ওই করদাতা শেয়ারবাজার থেকে ৫০ লাখ টাকার বেশি মূলধনি মুনাফা করলে সেই মুনাফার ওপর একই হারে কর দিতে হবে। যেসব করদাতা উচ্চ সম্পদশালী, তাঁদের ওই সম্পদের ওপর সারচার্জ দিতে হয়। সে ক্ষেত্রে সম্পদশালী করদাতার ক্ষেত্রে মূলধনি মুনাফার ওপর করহার পড়ে ৪০ শতাংশের বেশি।

এমন পরিস্থিতিতে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ ও ডিএসই ব্রোকারস অ্যাসোসিয়েশনের (ডিবিএ) পক্ষ থেকে মূলধনি মুনাফার কর কমানোর দাবি করা হয়। গত সপ্তাহে এনবিআরের চেয়ারম্যান আবদুর রহমান খানের সঙ্গে এক বৈঠকে ডিএসইর পরিচালনা পর্ষদের পক্ষ থেকে এ দাবি জানানো হয়। ডিএসই ও ডিবিএর এই দাবির পক্ষে অবস্থান ছিল পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের (বিএসইসি)। শেয়ারবাজারের উন্নয়নে সংস্থাটির পক্ষ থেকে স্বল্পমেয়াদি যেসব পদক্ষেপের কথা ঘোষণা করা হয়, তার মধ্যে মূলধনি মুনাফার কর কমানোর বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত ছিল। গত বুধবার অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ বিএসইসি কার্যালয় পরিদর্শনে গেলে সেখানে এ দাবির বিষয়টি তুলে ধরা হয়। তারই ধারাবাহিকতায় গতকাল মঙ্গলবার এনবিআরের পক্ষ থেকে মূলধনি মুনাফায় কর কমানোর আদেশ জারি করা হয়।

মূলধনি মুনাফার কর কমানোর তাৎক্ষণিক প্রভাবে সোমবার দুপুরের পর সূচক ও লেনদেন ঘুরে দাঁড়িয়েছিল। তাতে ওই দিন লেনদেন পৌঁছেছিল প্রায় পৌনে ৬০০ কোটি টাকায়। গতকালও দিনের শুরু থেকে সেই রেশই ছিল। লেনদেনের শুরু থেকেই বেশির ভাগ কোম্পানির শেয়ারের দাম বাড়তে শুরু করে। সেই সঙ্গে লেনদেনেও ছিল ভালো গতি। ঢাকার বাজারে গতকাল লেনদেন হওয়া ৩৯৯ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৩০৪টি বা ৭৬ শতাংশেরই দাম বেড়েছে। দাম কমেছে ৬৫টি বা ১৬ শতাংশের আর অপরিবর্তিত ছিল ৩০টির বা ৮ শতাংশের।

বাজারসংশ্লিষ্টরা বলছেন, শেয়ারবাজারের উন্নয়নে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি বেশ কিছু পদক্ষেপের কথা ঘোষণা করেছে বিএসইসি। সেসব পদক্ষেপের বাস্তবায়ন শুরু হওয়ায় বিনিয়োগকারীদের মধ্যে আস্থা ফিরতে শুরু করেছে। যার বহিঃপ্রকাশ বাজারে দেখা যাচ্ছে। তাঁরা বলছেন, বাজারকে দীর্ঘ মেয়াদে টেকসই করতে হলে ঘোষিত পদক্ষেপগুলোর যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে। বিনিয়োগকারীরা যাতে নিয়ন্ত্রক সংস্থার কথার ওপর আস্থা রাখতে পারেন এবং কোনোভাবে প্রতারিত না হন, সেটি নিশ্চিত হলে তাঁরা আবারও বাজারমুখী হবেন।

জানতে চাইলে ডিএসইর পরিচালক শাকিল রিজভী বলেন, মূলধনি মুনাফার কর কমানোর খবরে গতকাল বড় উত্থান হয়েছে। বিনিয়োগকারীদের হতাশা কাটতে শুরু করেছে।

নিলামে উঠল এস আলমের জমি

জনতা ব্যাংক

১ হাজার ৮৫০ কোটি টাকার খেলাপি ঋণ আদায়ের জন্য ব্যাংকটি এস আলম গ্রুপের ১ হাজার ৮৬০ শতাংশ জমি নিলামে তুলেছে।

- জনতা ব্যাংকে গ্রুপটির ঋণের পরিমাণ ১০ হাজার ১০০ কোটি টাকা, যার পুরোটাই খেলাপি।
- নিলাম হবে ২০ নভেম্বর। বাকি ঋণ আদায়েও গ্রুপের অন্য বন্ধকি সম্পত্তি নিলামে উঠবে।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

জনতা ব্যাংক খেলাপি ঋণ আদায়ে বিতর্কিত ব্যবসায়ী গোষ্ঠী এস আলম গ্রুপের ১ হাজার ৮৬০ শতাংশ জমি নিলামে তুলেছে। ১ হাজার ৮৫০ কোটি টাকার খেলাপি ঋণ আদায়ের জন্য ডাকা হয়েছে নিলাম। গ্রুপটির সহযোগী প্রতিষ্ঠান গ্লোবাল ট্রেডিং করপোরেশন লিমিটেডের কাছে এই টাকা অনাদায়ি হয়ে পড়েছে। নিলাম অনুষ্ঠিত হবে ২০ নভেম্বর। জনতা ব্যাংকের চট্টগ্রামের সাধারণ বীমা ভবন করপোরেট শাখা থেকে এই ঋণ নেওয়া হয়। সে শাখাতেই নিলাম ডাকা হয়েছে।

জনতা ব্যাংক সূত্রে জানা গেছে, ২০০৪ সাল থেকে এস আলম গ্রুপ জনতা ব্যাংকের গ্রাহক। ব্যাংকটির চট্টগ্রামের সাধারণ বীমা ভবন করপোরেট শাখার দেওয়া ঋণের ৮০ শতাংশের বেশি নিয়েছে গ্রুপটি। এই শাখায় এস আলম গ্রুপের ঋণের পরিমাণ ১০ হাজার ১০০ কোটি টাকা, যার পুরোটাই খেলাপি। ঋণের বিপরীতে ব্যাংকটিতে বন্ধক রয়েছে ২ হাজার ৭৪৯ কোটি টাকার জমি ও স্থাপনা। আপাতত গ্লোবাল ট্রেডিং করপোরেশনের ঋণ আদায়ে নিলাম ডাকা হলেও ধীরে ধীরে বাকি ঋণের জন্য অন্য বন্ধকি সম্পত্তি নিলামে তোলা হবে।

জানতে চাইলে জনতা ব্যাংকের ভারপ্রাপ্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) মো. গোলাম মর্তুজা বলেন, 'গত জুনে গ্রুপটির ঋণ খেলাপি হয়ে পড়ে। এরপর পুনঃ তফসিল করা হলেও নিয়ন্ত্রক সংস্থার অনাপত্তি মেলেনি। ফলে ঋণ নিয়মিত হয়নি। সে জন্য টাকা আদায়ে নিলাম ডাকা হয়েছে।'

ব্যাংক সূত্র জানায়, এস আলম গ্রুপের এ ঋণের বিপরীতে চট্টগ্রাম ও গাজীপুরে ১ হাজার ৮৬০ শতাংশ জমি বন্ধক রাখা হয়েছে। চট্টগ্রামের জমিগুলোর অবস্থান পটিয়া, কর্ণফুলী, কোতোয়ালি, চান্দগাঁও ও বাকলিয়া উপজেলায়। এসব জমির বাজারমূল্য ৩৫০ কোটি টাকার মতো।

সাধারণত নিলামের মাধ্যমে জমি বিক্রি করে টাকা আদায় করা সম্ভব হয় না। এ ক্ষেত্রে আইন অনুযায়ী মামলা দায়ের হবে। এরপর গ্রাহকের অন্য সম্পদ বিক্রি করে টাকা আদায়ের সুযোগ রয়েছে।

এস আলম গ্রুপের ওয়েবসাইট অনুযায়ী, ২০১২ সালে প্রতিষ্ঠিত গ্লোবাল ট্রেডিং করপোরেশন শিল্পের কাঁচামাল, বাণিজ্যিক পণ্য এবং নির্মাণসামগ্রীর ব্যবসায়ে জড়িত।

বিতর্কিত ব্যবসায়ী গোষ্ঠী এস আলম গ্রুপের চেয়ারম্যান সাইফুল আলম সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অতি ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত। আওয়ামী লীগের আমলে তিনি একাধারে ইসলামী ব্যাংক, সোশ্যাল ইসলামী ও বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংকসহ কয়েকটি ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ নেন। এরপর এসব ব্যাংক থেকে নামে-বেনামে প্রায় দুই লাখ কোটি টাকা বের করে নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। এসব ব্যাংকের গ্রাহকেরা এখন তাঁদের টাকা ফেরত পেতে হিমশিম খাচ্ছেন। আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর এসব ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদকে এস আলম গ্রুপের কবল থেকে মুক্ত করে বাংলাদেশ ব্যাংক।

খেলাপি ঋণ ও নিলামের বিষয়ে এস আলম গ্রুপের বক্তব্য জানার জন্য সাইফুল আলম ও গ্রুপের নির্বাহী পরিচালক সুব্রত চৌধুরীকে ফোন করা হলেও তাঁদের কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি।

মরিয়ম নওয়াজ হাসপাতালে

পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মরিয়ম নওয়াজ অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। এএফপি, লাহোর

সংক্ষেপে

ভারত

উত্তর প্রদেশের মাদ্রাসা আইন সাংবিধানিক

উত্তর প্রদেশের মাদ্রাসা আইন অসাংবিধানিক নয়। এলাহাবাদ হাইকোর্টের দেওয়া রায় খারিজ করে গতকাল মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্ট জানিয়ে দিলেন, ২০০৪ সালে তৎকালীন রাজ্য সরকারের তৈরি মাদ্রাসা আইন বৈধ ও সাংবিধানিক। এই রায়ের ফলে উত্তর প্রদেশের সাড়ে ১৬ হাজার স্বীকৃত মাদ্রাসার ১৭ লাখ পড়ুয়ার ভবিষ্যৎ ঘিরে গড়ে ওঠা অনিশ্চয়তা কেটে গেল। মাদ্রাসাগুলো চালু রাখতেও আর কোনো বাধা থাকল না। প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়, বিচারপতি জে বি পর্দিওয়ালা ও বিচারপতি মনোজ মিশ্রর এজলাস মঙ্গলবার ওই রায় দেওয়ার পাশাপাশি জানিয়েছেন, মাদ্রাসাগুলো দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত পরীক্ষার সনদ দিতে পারবে। তবে তারা ফাজিল ও কামিল, অর্থাৎ স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রির সনদ দিতে পারবে না, যেহেতু তা ইউনিভার্সিটি গ্র্যান্ট কমিশনের (ইউজিসি) বিধিনিয়মের পরিপন্থী।

প্রতিনিধি, *নয়াদিল্লি*

ফিলিস্তিন

সাময়িক যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব, প্রত্যাখ্যান হামাসের

ফিলিস্তিনের গাজায় সাময়িক যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে হামাস। গত সোমবার এ জন্য হামাসকে দায়ী করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন। একই সময় ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে আরও ত্রাণসহায়তা প্রবেশের সুযোগ দিতে ইসরায়েলকে চাপ দিয়েছেন তিনি। এর আগে গত শুক্রবার হামাসের একজন কর্মকর্তা বার্তা সংস্থা এএফপিকে বলেছিলেন, মিসর ও কাতার থেকে সাময়িক যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব পেয়েছিল হামাস। তবে ১৩ মাস ধরে চলা এ যুদ্ধ বন্ধে টেকসই যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব না থাকায় হামাস ওই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। এক বিবৃতিতে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলেছে, মিসরের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বদর আবেদলাত্তির সঙ্গে ফোনালাপে ব্লিঙ্কেন বলেছেন, যুদ্ধবিরতিতে পৌঁছাতে এবং গাজার মানুষকে এই সংঘাত থেকে রেহাই দিতে সীমিতসংখ্যক জিম্মিকে মুক্তি দিতেও হামাস আরও একবার অস্বীকৃতি জানিয়েছে।

এএফপি, *ওয়াশিংটন*

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন

ফল জানার অপেক্ষায় বিশ্ব

অস্থিতিশীল বিশ্বে এবারের যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অন্যান্যবারের তুলনায় অনেকটাই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

দ্য গার্ডিয়ান

ব্রাজিল থেকে আয়ারল্যান্ড ও জার্মানি থেকে ক্যারিবীয় দ্বীপপুঞ্জ অবধি সারা বিশ্বের চোখ যুক্তরাষ্ট্রের হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের মার্কিন নির্বাচনের ফলাফলের দিকে। গতকাল স্থানীয় সময় মঙ্গলবার যুক্তরাষ্ট্রের ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। এ বছরের নির্বাচনী লড়াইয়ের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত জয়-পরাজয়ের পাল্লা কারও দিকে হেলে পড়তে দেখা যায়নি। অস্থিতিশীল বিশ্বে এবারের যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অন্যান্যবারের তুলনায় অনেকটাই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। নির্বাচনের পর ঘটনাবহুল রাতে ফলাফল জানতে বিশেষ আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে থাকবে সারা বিশ্ব।

জ্যামাইকার শহর ব্রাউনস টাউনে কমলা হ্যারিসের বাবা ডোনাল্ড জে হ্যারিসের জন্ম হয়েছিল। ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রেসিডেন্ট প্রার্থী কমলার ছোটবেলার অনেক স্মৃতি রয়েছে সেখানে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে কমলার জয় দেখার অপেক্ষায় থাকবেন তাঁর সমর্থকেরা। তাঁরা সেখানে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে রেখেছেন। ব্রাউনস টাউনের বাসিন্দা ৭৪ বছর বয়সী ডেলরয় রেডওয়ে বলেন, 'আমি নিশ্চয়ই শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় অপেক্ষা করব। আমি হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের আশা করছি। আমি আশা করছি, কমলা জিতবেন। কারণ, তিনি একজন ডিনামাইট। আমি প্রার্থনা করি, গণতন্ত্রের স্বার্থে কমলা যেন জয়ী হন।'

সেইন্ট আন পারিস শহরের মেয়র মাইকেল বেলনাভিস কমলার জয় উদ্‌যাপনে অনুষ্ঠান আয়োজনের পরিকল্পনা করেছেন। তিনি বলেন, কমলা জিতলে গণতন্ত্র জীবিত আছে বা যুক্তরাষ্ট্র গণতন্ত্র ভালো আছে, সে ইঙ্গিত পাওয়া যাবে।

কমলা হ্যারিসের মায়ের দিকের বংশধরেরা ছিলেন দক্ষিণ ভারতের ছোট্ট একটি গ্রাম থুলাসেনথ্রাপুরামের বাসিন্দা। চেন্নাই থেকে প্রায় ৩০০ কিলোমিটার দূরে এ গ্রামের অবস্থান। এ গ্রামের বাসিন্দারাও প্রথাগত আগ্রহের চেয়ে বাড়তি আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষায় রয়েছেন।

এখানে অনেক আগে থেকেই কমলার জয়ের জন্য অপেক্ষায় রয়েছেন লোকজন। অনেক আগেই গ্রামটির একেবারে মাঝখানে কমলা হ্যারিসের বড়সড় একটি ব্যানার টাঙানো হয়। নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার আগে থেকেই এখানে প্রস্তুতি নিয়ে রাখা হয়েছে। নির্বাচনের আগমুহূর্তে এখানে তাঁর বিজয়ের জন্য প্রার্থনাও করা হয়। কমলা হ্যারিস যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর সড়কে আতশবাজি ফুটিয়ে, পোস্টার লাগিয়ে ও ক্যালেন্ডারে তাঁর ছবি ছেপে উদ্‌যাপন করেছিলেন গ্রামের বাসিন্দারা। এবারের উৎসাহ-উদ্দীপনা সে কথাই মনে করিয়ে দিচ্ছে।

বার্লিনে ২০০৮ সালে বারাক ওবামার নির্বাচনী প্রচারের সময় ডেমোক্র্যাট-বান্ধব বড় সমাবেশ দেখা গিয়েছিল। এবারও নিউকোলিন শহরে ডোনাও ১১৫ নামের একটি জ্যাজ ক্লাব বড় ধরনের সমাবেশ করছে।

প্যারিসের হ্যারিস বারে ১৯২৪ সাল থেকে মার্কিন নির্বাচনের ব্যালট রাখার প্রচলন রয়েছে। এর আগে ১৯৭৬, ২০০৪ ও ২০১৬ সালের নির্বাচনের ফল কেবল এখানকার ফলের চেয়ে ভিন্ন হয়েছে। মার্কিন নাগরিক হিসেবে প্রমাণ দিয়ে যে কেউ এখানকার শতবর্ষী কাঠের ব্যালট বাক্সে ভোট দিতে পারেন। এবারের নির্বাচনের ফল দাঁড়িয়েছে কমলার পক্ষে ৩০২ ভোট আর ট্রাম্পের পক্ষে ২৬৫ ভোট।

ব্রাজিলের সাও পাওলোতেও যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ফলাফল জানার অপেক্ষা করবেন লোকজন। সেখানকার একটি পাবে নির্বাচনী ফলাফল উপলক্ষে বড় ধরনের আয়োজন করা হয়েছে।

অন্যদিকে, আয়ারল্যান্ডের ডুনবেগে ডোনাল্ড ট্রাম্পের গলফ হোটেল মঙ্গলবার রাতে বন্ধ থাকবে। হোয়াইট হাউসে যাওয়ার দৌড়ে ট্রাম্পের বিজয় হলে তা উদ্‌যাপনে কোনো অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা করা হয়নি সেখানে।

ইউনিভার্সিটি কলেজ ডাবলিনে নির্বাচনী ফলাফল জানতে দুটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। তবে আয়ারল্যান্ডে আগামী মাসে সাধারণ নির্বাচন উপলক্ষে ট্রাম্পের জয় নিয়ে আতঙ্ক ছড়িয়েছে। অনেকের আশঙ্কা, ট্রাম্প জয়ী হলে আয়ারল্যান্ডে মার্কিন প্রযুক্তি ও ফার্মাসিউটিক্যাল প্রতিষ্ঠানগুলোর উপস্থিতি কমবে। তাই সেখানে উৎসাহ অনেকটাই কম।

ভোট দিচ্ছেন মার্কিন ভোটাররা। গতকাল যুক্তরাষ্ট্রের আটলান্টার একটি ভোটকেন্দ্রে। ছবি : এএফপি

> জ্যামাইকার শহর ব্রাউনস টাউনে কমলার জয় উদ্‌যাপনে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষীরা।

> ট্রাম্পের বিজয় হলে তা উদ্‌যাপনে কোনো অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা করা হয়নি আয়ারল্যান্ডে ডোনাল্ড ট্রাম্পের গলফ হোটেলে।

শেষ মুহূর্তে কমলা ও ট্রাম্প যেভাবে কাটালেন

দ্য ফরচুন

কমলা হ্যারিস

ডোনাল্ড ট্রাম্প

মঙ্গলবার ভোট গ্রহণ শুরুর আগে সর্বশেষ প্রচারে ট্রাম্প ছিলেন মিশিগানে আর কমলা ছিলেন ওয়াশিংটনে। ট্রাম্প তাঁর নির্বাচনী ঐতিহ্য মেনে গ্র্যান্ড র‍্যাপিডসে তাঁর সর্বশেষ প্রচার চালান। এরপর তিনি চলে যান ফ্লোরিডায়। সেখানেই তাঁর ভোট দেওয়ার কথা। অবশ্য এর আগে তিনি আগাম ভোট দেওয়ার কথা বলেছিলেন; কিন্তু তাঁকে আগাম ভোট দিতে দেখা যায়নি। অন্যদিকে গত রোববার কমলা জানান, তিনি ডাকযোগে নিজ অঙ্গরাজ্য ক্যালিফোর্নিয়ায় আগাম ভোট দিয়েছেন।

মঙ্গলবার রাতে পাম বিচে নির্বাচনী প্রচার পর্যবেক্ষণশিবিরে বসে ফলাফল দেখার অপেক্ষায় থাকার কথা ট্রাম্পের। অন্যদিকে ভোট শুরুর আগের রাতে ওয়াশিংটনের হাওয়ার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্বাচনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত হন কমলা। এর বাইরে নির্বাচনের দিন তাঁর প্রচারশিবির আর কোনো আয়োজন রাখেনি। এর আগে গত সোমবার শেষ মুহূর্তের প্রচারণায় হ্যারিসের পক্ষে পেনসিলভানিয়ার সমাবেশে উপস্থিত হন পপস্টার লেডি গাগা।

ভোট শুরুর পর এক এক্স পোস্টে বর্তমান ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা লেখেন, 'আমেরিকা, এটা আপনাদের আওয়াজ তোলার মুহূর্ত।'

অন্যদিকে ভোট শুরুর আগে নিজের ট্রুথ সোশ্যাল প্ল্যাটফর্মে দেওয়া এক পোস্টে ট্রাম্প লেখেন, 'এটা বেরিয়ে আসার ও ভোট দেওয়ার সময়। আমরা একসঙ্গে আমেরিকাকে আবার মহান করতে পারব!'

এবারের নির্বাচনের ফল ঘিরে বড় ধরনের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে। ট্রাম্প আগে থেকেই নির্বাচনের স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা শুরু করেছেন। তিনি মিথ্যা দাবি করে বলেছেন, ডেমোক্র্যাটরা প্রতারণার আশ্রয় নিলেই কেবল তিনি হারতে পারেন। আশঙ্কা রয়েছে, ২০২০ সালের মতোই নির্বাচনের চূড়ান্ত ফল আসার আগেই বিজয় দাবি করে বসতে পারেন ট্রাম্প। এ ধরনের পরিস্থিতি ঘটলে মারাত্মক বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে পারে।

টুকরো খবর

বিদেশি হস্তক্ষেপ নিয়ে আগাম সতর্কতা

গার্ডিয়ান

যুক্তরাষ্ট্রের এবারের নির্বাচনে বিদেশি হস্তক্ষেপ নিয়ে আগাম সতর্ক করে দিয়েছে দেশটির নিরাপত্তা সংস্থাগুলো। সোমবার এক যৌথ বিবৃতিতে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এফবিআই, জাতীয় গোয়েন্দা পরিচালকের দপ্তর ওডিএনআই, সাইবার নিরাপত্তাবিষয়ক প্রতিষ্ঠান সিআইএসএ জানায়, বিদেশি প্রতিপক্ষের (বিশেষ করে রাশিয়ার) প্রভাব খাটানোর বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করছে তারা। নির্বাচন ঘিরে যুক্তরাষ্ট্রের অখণ্ডতার প্রতি মার্কিনদের আস্থা কমানো ও বিভাজন সৃষ্টির জন্য ইরান-রাশিয়ার মতো বিদেশিরা সক্রিয় রয়েছে বলেও এসব সংস্থার পক্ষে সতর্ক করা হয়েছে। নির্বাচনের দিন ও আগামী সপ্তাহগুলোয় অনলাইন মাধ্যমে প্রভাব খাটাতে পারে বিদেশিরা, এমনটাই পর্যবেক্ষণ এসব সংস্থার।

'ট্রাম্প হারলে স্কটল্যান্ডে গলফ খেলা উচিত'

গার্ডিয়ান

নির্বাচনে কমলা হ্যারিসের কাছে পরাজিত হলে রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্পের হার মেনে নেওয়া উচিত হবে। সেই সঙ্গে তাঁর (ট্রাম্প) তখন স্কটল্যান্ডে গলফ খেলতে আসা উচিত হবে।

এমনটাই মনে করছেন যুক্তরাজ্যের পার্লামেন্ট সদস্য (এমপি) ও রিফর্ম ইউকে দলের নেতা নাইজেল ফারাজ। ট্রাম্পের বন্ধু নাইজেল ফারাজ ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থীর (কমলা হ্যারিস) উদ্দেশে বলেছেন, এবারের নির্বাচন ঘিরে অশান্তির হুমকি 'কমানোর জন্য' ট্রাম্পকে ক্ষমা করা উচিত। নির্বাচনের ফলাফলের পর যুক্তরাষ্ট্রে কোনো অশান্তি ছড়াবে না বলেও আশা প্রকাশ করেন যুক্তরাজ্যের এই রাজনীতিক।

কী ভবিষ্যদ্বাণী করছেন দুই বিশেষজ্ঞ

ইউএসএ টুডে, *ওয়াশিংটন*

যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনসংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর ক্ষেত্রে আলোচিত অ্যালান লিচম্যান ও নেট সিলভার রীতিমতো বিরোধেই জড়িয়ে গেছেন। যুক্তরাষ্ট্রের এক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক লিচম্যান অতীতের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনগুলোতে ১০টি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, যার মধ্যে ৯টিই যথাযথভাবে দিতে পেরেছিলেন। এবারের নির্বাচন সামনে রেখে তিনি আভাস দিয়েছেন, ডেমোক্রেটিক প্রার্থী কমলা হ্যারিসই জয়ী হতে যাচ্ছেন।

তবে পরিসংখ্যানবিদ ও জরিপ বিশেষজ্ঞ সিলভার তা মনে করেন না। সম্প্রতি *নিউইয়র্ক টাইমস*-এ তিনি লিখেছেন, এ প্রতিদ্বন্দ্বিতা হাড্ডাহাড্ডি হচ্ছে। তবে তাঁর মন বলছে, সাবেক প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পই জিতে যাবেন।

১৯৮৪ সালের পর থেকে সাম্প্রতিক ১০টি প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ৯টি নিয়েই যথাযথ পূর্বাভাস দিয়েছিলেন লিচম্যান।

২০০৮ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ৫০টি অঙ্গরাজ্যের মধ্যে ৪৯টির পূর্বাভাস যথাযথভাবে দিয়েছিলেন সিলভার।

নির্বাচন ঘিরে ভুয়া তথ্যের কেন্দ্রে মাস্ক ও তাঁর 'এক্স'

রয়টার্স, *ওয়াশিংটন*

যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচন নিয়ে ধনকুবের ইলন মাস্কের করা মিথ্যা বা বিভ্রান্তিমূলক দাবি তাঁর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে এ বছর ২০০ কোটিবার দেখা হয়েছে। 'সেন্টার ফর কাউন্টারিং ডিজিটাল হেট' নামের অলাভজনক প্রতিষ্ঠানের প্রতিবেদনে এমন চিত্র উঠে এসেছে। বিশেষজ্ঞরা স্থানীয় সময় গত সোমবার বলেন, এই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ দোদুল্যমান রাজ্যগুলোয় ভুয়া তথ্য ছড়াতে মূল ভূমিকা পালন করেছে। এসব দোদুল্যমান রাজ্যই শেষ পর্যন্ত ডেমোক্র্যাট প্রার্থী কমলা হ্যারিস আর রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্পের জয়-পরাজয় ঠিক করে দেবে।

লাহোরের ধোঁয়াশা-সংকট অন্যান্য নগর কর্তৃপক্ষের জন্য সতর্কবার্তা। দ্রুত পদক্ষেপ না নিলে বিষাক্ত বায়ুতে লাখ লাখ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হবেন

পাকিস্তানের বায়ুদূষণ নিয়ে দ্য ডন-এর সম্পাদকীয় মন্তব্য

সম্পাদকীয়

বিদ্যুৎ উৎপাদন

গ্যাস-কয়লা আমদানির উদ্যোগ নিন

দেশের অর্থনীতি দীর্ঘমেয়াদি সংকটের বৃত্তে পড়েছে। সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে না পারার বড় কারণ ডলার-সংকট। প্রয়োজনীয় গ্যাস ও কয়লা আমদানি করতে না পারায় এবং বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোর বকেয়া পরিশোধ না হওয়ায় অনেক বিদ্যুৎকেন্দ্র বন্ধ রাখতে হচ্ছে। ফলে শীত মৌসুম শুরুর আগের এই সময়টাতে যখন বিদ্যুতের চাহিদা অপেক্ষাকৃত কম, তখনো লোডশেডিং করতে হচ্ছে।

বিগত সরকার আমদানিনির্ভর জ্বালানির যে ভুল নীতি নিয়েছিল, তার চূড়ান্ত খেসারত দিতে হচ্ছে দেশের সামষ্টিক অর্থনীতিকে। শিল্প উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে এবং ব্যবসা ও বিনিয়োগে স্থবিরতা দেখা দেওয়ায় প্রবৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের চাকা ধীর হয়ে পড়ছে। এ বাস্তবতায় যেকোনো মূল্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন স্বাভাবিক রাখা এবং শিল্প খাতে জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিত করা অন্তর্বর্তী সরকারের অগ্রাধিকার থাকতে হবে।

৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে বিদায় নেওয়া হাসিনা সরকার জ্বালানির প্রাথমিক উৎস নিশ্চিত না করেই একের পর এক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন করে গিয়েছিল। ফলে বিদ্যুৎ উৎপাদনের সক্ষমতা প্রায় ২৬ হাজার মেগাওয়াট হওয়া সত্ত্বেও এখনকার সর্বোচ্চ চাহিদার ১৩ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করাও সম্ভব হচ্ছে না। গত রোববার ঘণ্টায় সর্বোচ্চ ৭০০ মেগাওয়াট লোডশেডিং করতে হয়েছে।

এ পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার পেছনে একটা কারণ হলো, কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো সক্ষমতার মাত্র অর্ধেক বিদ্যুৎ করায় উৎপাদন অর্ধেকে নেমেছে। *প্রথম আলোর* প্রতিবেদন জানাচ্ছে, কয়লা থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনসক্ষমতা এখন ৭ হাজার মেগাওয়াটের বেশি। অথচ উৎপাদন হচ্ছে ৩ হাজার মেগাওয়াটের কম।

কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনে পরিবেশবাদীদের আপত্তি রয়েছে। তা সত্ত্বেও আগের সরকার সস্তায় বিদ্যুৎ উৎপাদনের যুক্তিতে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন করে। সেসব বিদ্যুৎকেন্দ্র একদিকে সময়মতো উৎপাদনে না আসায় খরচ বেড়েছে। আবার উৎপাদনে আসার পর বিদ্যুৎ বিভাগ নিয়মিত বিল পরিশোধ না করতে পারায় কেন্দ্রগুলো চাপে পড়েছে। অন্তর্বর্তী সরকার দেশের বিদ্যুৎকেন্দ্র ও ভারতের আদানির বকেয়া ধীরে ধীরে পরিশোধের উদ্যোগ নিয়েছে। তা সত্ত্বেও কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রার বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যাচ্ছে না। মূলত বকেয়া বিদ্যুৎ বিল, ডলারের সংকট ও দরপত্র জটিলতায় কয়লা সরবরাহ স্বাভাবিক রাখতে পারছে না বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো। এতে সাতটি কয়লাবিদ্যুৎকেন্দ্রের মধ্যে পুরোপুরি বন্ধ আছে দুটি। আর চারটিতে উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে।

বিদ্যুৎ উৎপাদনে গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো সাশ্রয়ী হলেও এখানকার পরিস্থিতিও একই। প্রতিদিন যেখানে ১২০ কোটি ঘনফুট গ্যাস দরকার, সেখানে সরবরাহ করা যাচ্ছে ৯২ কোটি ঘনফুট গ্যাস। গ্যাস সরবরাহ বাবদ বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোর বিপুল অঙ্কের বকেয়া পড়ে গেছে। অন্যদিকে চুক্তির শর্ত লঙ্ঘন করে তেলচালিত বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো অলস বসিয়ে রেখে ভাড়া নিচ্ছে। সামগ্রিকভাবে বলা চলে, বিদ্যুৎ খাত একটি দুষ্টচক্রে ঢুকে পড়েছে।

এটা সত্য যে বিদ্যুৎ খাতের কয়েক দশকের অব্যবস্থাপনা ও ভুল জ্বালানি নীতির কারণে সৃষ্ট সংকট রাতারাতি বদলে ফেলার কোনো টোটকা সমাধান নেই। বিগত সরকারের আমলে হওয়া বিদ্যুৎ ও জ্বালানির চুক্তিগুলো যাচাইয়ে একটি কমিটি করেছে অন্তর্বর্তী সরকার। বিদ্যুতের দায়মুক্তি আইন বাতিল করার সিদ্ধান্তও নিয়েছে। কিন্তু বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে যে নীতিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার দরকার, তার জন্য এখন পর্যন্ত কোনো দৃশ্যমান উদ্যোগ নেই। জাতীয় স্বার্থকে প্রাধান্যে রেখে জ্বালানি নীতি করা এখন সময়ের দাবি। তবে এ খাতের আশু সংকটের সমাধানও জরুরি কর্তব্য।

নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত দেশে বিদ্যুতের চাহিদা কম থাকে। মার্চ মাস থেকে বিদ্যুতের চাহিদা বেড়ে যায়। আসন্ন গ্রীষ্ম মৌসুমে চাহিদামাফিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য জ্বালানির প্রাথমিক উৎসের জোগান নিশ্চিতের পরিকল্পনা ও উদ্যোগ এখনই নেওয়া প্রয়োজন। গ্যাস, কয়লা আমদানির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতাগুলো দূর করতে হবে।

বরিশাল কলেজের মাঠ

বিকল্প জমি থাকতে ভবন নির্মাণ কেন

আমাদের শহরগুলো দিন দিন মাঠশূন্য হয়ে পড়ছে। কিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এখনো যে মাঠ আছে, সেসবই ভরসা এখন। অপরিকল্পিত নগরায়ণ ও জনসংখ্যার চাপের কাছে সেই গুটিকয় মাঠ যথেষ্ট নয়, তা মানতেই হবে। সেসব মাঠের ওপরও যখন আঘাত আসে, নাগরিক সমাজকে তখন সোচ্চার হতেই হয়। তেমনটি দেখা গেল সরকারি বরিশাল কলেজের মাঠ ঘিরে। স্থানীয় জনমত অগ্রাহ্য করে সেই মাঠে নির্মাণ করা হচ্ছে কলেজ ভবন, যা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

বরিশাল কলেজের এই মাঠ একটি জনপরিসর হিসেবেই গুরুত্বপূর্ণ নয়, এর একটি ঐতিহাসিক মূল্যও আছে। ওই অঞ্চলের শিক্ষানুরাগী, দানবীর ও ভারতবর্ষের মুক্তিসংগ্রামের অন্যতম সংগঠক অশ্বিনীকুমার দত্তের বাসভবনে গড়ে উঠেছে আজকের বরিশাল কলেজ। কলেজ উন্নয়নের নামে ১৯৯১ সালে কলেজ কর্তৃপক্ষ অশ্বিনীকুমারের মূল বাসভবনটি ভেঙে ফেলে। কলেজের একটি পুকুর কয়েকবার ভরাট করার চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু নগরবাসীর প্রতিবাদে পুকুরটি আর ভরাট করতে পারেনি কর্তৃপক্ষ। কিন্তু এখন কলেজের মাঠ রক্ষার আন্দোলনে নামতে হলো নগরবাসীকে।

সোমবার নগরের অশ্বিনীকুমার হল চত্বরে কলেজের মাঠ রক্ষায় একটি কর্মসূচিতে নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিরা বলেন, এই মাঠ মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্তের স্মৃতিবিজড়িত। তা ছাড়া একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ক্রীড়া, শিল্প-সংস্কৃতি চর্চার জন্য মাঠ প্রয়োজন। নাগরিক সমাজ দীর্ঘদিন ধরে মাঠ সংরক্ষণের দাবি জানালেও কলেজ কর্তৃপক্ষ তা অগ্রাহ্য করে সেখানে ভবন নির্মাণ করছে। এমনকি গত জুলাই মাসে কলেজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বৈঠকে কলেজের পূর্ব পাশে বিকল্প জমিতে ভবন নির্মাণের সিদ্ধান্ত হলে সেই সিদ্ধান্তও উপেক্ষা করা হচ্ছে। এ জন্য কলেজের একমাত্র খেলার মাঠ নষ্ট করার এই পরিকল্পনা থেকে কর্তৃপক্ষকে অবিলম্বে সরে আসার আহ্বান জানান তাঁরা।

এ বিষয়ে কলেজের অধ্যক্ষ মো. আলী হোসেন হাওলাদারের বক্তব্য, ‘অনেক কষ্ট করে এই ভবন নির্মাণের বরাদ্দ আনতে হয়েছে। সৌন্দর্য কেউ নষ্ট করতে চায় না। এত বড় ভবন করার মতো কলেজের জায়গা নেই। কলেজটিতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা কয়েক গুণ বেড়েছে। তাই এই স্থানে ভবন নির্মাণ না করার বিকল্প নেই।’

মাঠটি যাতে অক্ষত থাকে এবং কলেজ ভবনও যেন নির্মিত হতে পারে, এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছার সুযোগ আছে বলে দাবি নাগরিক সমাজের। এ ক্ষেত্রে কলেজ কর্তৃপক্ষকে কিছুটা ছাড় দিতে হবে। পূর্ব পাশের জমিটি কিছুটা ছোট হলেও সেখানে ভবন নির্মাণ করা সম্ভব। সে ক্ষেত্রে ভবনটি ওপরের দিকে একতলা বাড়াতে হবে। আমরা আশা করব, নাগরিক সমাজের দাবির ব্যাপারে কলেজ কর্তৃপক্ষের বোধোদয় হবে। এ ছাড়া তাদের এ-ও মনে রাখতে হবে, তারা আইন ভঙ্গ করছে। এখন তারা কী সিদ্ধান্ত নেয়, সেটিই দেখার বিষয়।

চিঠিপত্র

মশা থেকে সুরক্ষা

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (বাকৃবি) ক্যাম্পাসে মশার উপদ্রব দিন দিন বেড়ে চলেছে, যা শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও কর্মচারীদের জন্য বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ক্যাম্পাসের বিভিন্ন এলাকায় পানি জমে থাকার কারণে মশার বিস্তার বেড়েছে। বিশেষ করে বর্ষাকালে ও শীতের শুরুতে মশার প্রাদুর্ভাব বেশি দেখা যায়।

মশার কামড়ে ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া ও চিকুনগুনিয়ার মতো রোগ ছড়ানোর ঝুঁকি থাকায় স্বাস্থ্যঝুঁকিও বেড়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের বাসিন্দারা মশার প্রতিরোধে ব্যক্তিগত উদ্যোগে বেশ কিছু পদক্ষেপ নিলেও, সার্বিকভাবে এ সমস্যা সমাধানের জন্য কার্যকর ও সমন্বিত পদক্ষেপ প্রয়োজন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের উচিত নিয়মিত মশকনিধন কার্যক্রম চালানো এবং পানি জমে থাকার কারণগুলো দূরীকরণে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া। এ ছাড়া শিক্ষার্থীদের হল ও আবাসিক এলাকার চারপাশে পর্যাপ্ত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি।

শিক্ষার্থীরা সুরক্ষার জন্য মশারি, মশা তাড়ানোর কয়েল ও স্প্রে ব্যবহার করলেও স্থায়ী সমাধানের জন্য সমন্বিত উদ্যোগ প্রয়োজন।

এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের পাশাপাশি স্থানীয় প্রশাসনেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

ঈষিকা হক
শিক্ষার্থী, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

প্রথম আলোর ২৬ বছর

‘যা কিছু ভালো’ থেকে ‘জেগেছে বাংলাদেশ’

আনিসুল হক

প্রথম আলো ১৯৯৮ সালের ৪ নভেম্বর যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন থেকেই একটা স্লোগান ছিল প্রতিষ্ঠানটির প্রত্যেক কর্মীর অন্তরে এবং উচ্চারণে : ‘যা কিছু ভালো, তার সঙ্গে প্রথম আলো’।

কিছুদিনের মধ্যেই দেশের মানুষ এই বার্তাকে ভালোবেসে আপন করে নেন। স্কুলের শিক্ষার্থীরা *প্রথম আলোয়* এসে তাদের বিতর্ক কিংবা বিজ্ঞান উৎসবের সঙ্গে থাকতে *প্রথম আলোকে* অনুরোধ করে এবং স্মরণ করিয়ে দেয় এই স্লোগানের কথা, ‘আমরা ভালো কাজ করছি, আপনাদের থাকতেই হবে। আপনারাই তো বলেন, যা কিছু ভালো, তার সঙ্গে প্রথম আলো।’ দেশে বন্যা হয়েছে, *প্রথম আলো* অফিসে ত্রাণসামগ্রী নিয়ে এসেছেন সাধারণ মানুষ, ‘আপনারা এগুলো বিতরণ করার দায়িত্ব নিন,’ মানুষের এমন প্রত্যাশার কারণেই *প্রথম আলো* ট্রাস্ট গঠন করেছে, বন্ধুসভার মাধ্যমে বন্যায়, শীতে, সিডরে-আইলায় ত্রাণকাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

একেবারে শুরুর দিনগুলোয়, সেই ১৯৯৮ সালে *প্রথম আলোর* নিজস্ব প্রচারণার জন্য একটা বিজ্ঞাপনের অঙ্গীকার ছিল দলনিরপেক্ষতা। রমনা রেস্তোরাঁর একজন কর্মী দুটো কাগজ পড়তেন। এক কাগজে থাকত সরকারি দলের কথা, আরেকটায় বিরোধী দলের কথা। *প্রথম আলো* বলেছিল, *প্রথম আলো* কোনো দলের হবে না, হবে নিরপেক্ষ।

শুরুতে *প্রথম আলো* নিজেকে পরিচয় দিত ‘একুশ শতকের দৈনিক’ বলে। ঝকঝকে ছাপা, রঙিন পৃষ্ঠা, প্রতিদিন একটা করে ফিচার ক্রোড়পত্র, দলনিরপেক্ষতা, মননে ও চিন্তায় আধুনিকতা—একুশ শতকের দৈনিক হিসেবে *প্রথম আলোকে* পাঠক শুরু থেকেই গ্রহণ করে নিতে থাকেন।

প্রকাশের অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই *প্রথম আলো* হয়ে ওঠে বাংলাদেশের পাঠকদের প্রিয়তম পত্রিকা। তখন *প্রথম আলোর* ট্যাগলাইন ছিল : ‘সর্বাধিক প্রচারিত দৈনিক’।

প্রথম আলোর আরেকটা জনপ্রিয় স্লোগান ছিল ‘চোখ খুললেই প্রথম আলো, চোখ খুলে দেয় প্রথম আলো’।

২০০৮ সালে *প্রথম আলোর* এক দশক পূর্ণ হয়। সে বছর খুবই ঘটা করে *প্রথম আলো* প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপন করে। স্লোগান হিসেবে বেছে নেওয়া হয় ‘বদলে যাও, বদলে দাও।’ নিজেকে বদলানোর কথাই বলা হয় বিশেষভাবে। প্রত্যেকে যদি একটু করে ইতিবাচকভাবে বদলে যাই, তাহলে দেশ এবং জগৎ অনেকটাই সামনের দিকে এগিয়ে যাবে। সে বছর *প্রথম আলোর* কর্মসূচির মাধ্যমে বদলের শপথ নেন অনেক মানুষ।

‘বদলে যাও, বদলে দাও’, এই স্লোগান পরের বছরগুলোতেও অব্যাহতভাবে প্রচার করে গেছে *প্রথম আলো*। ২০০৯ সালের ৪ নভেম্বর রাজনীতি বিষয়ে বদলের আহ্বান জানিয়ে অধ্যাপক এমাজউদ্দীন আহমদ লিখেছিলেন, ‘পাল্টে দিন দেশের রাজনীতিকে।’ ২০১১ সালের ৪ নভেম্বরে দেশে মানবাধিকার পরিস্থিতির করুণ দশার প্রেক্ষাপটে আইরিন খান লিখলেন, ‘আর নীরব থাকা উচিত নয়।’ অধ্যাপক নূরুল ইসলাম লিখেছিলেন, ‘বাংলাদেশ বসন্তের অপেক্ষায়।’ যে অপেক্ষা হয়তো ২০২৪-এ এসে পূর্ণতা পেল। আর মুহাম্মদ ইউনূস সেই ২০১১ সালেই *প্রথম আলোর* প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর দিনে লিখেছিলেন, ‘তরুণেরাই এগিয়ে থাকবে।’

ওই সময় *প্রথম আলোর* একটা প্রতিপাদ্য ছিল : ‘আসুন, দেশকে মায়ের মতো ভালোবাসি’।

২০১২ সালে এসে আমরা দেখি, সারা পৃথিবীর ১৯৮টি দেশ থেকে *প্রথম আলো* পড়া হয় অনলাইনে। বিষয়টাকে বিবেচনায় রেখে *প্রথম আলো* স্লোগান নেয় : ‘বিশ্বজুড়ে বাংলা, বিশ্বজুড়ে প্রথম আলো।’

২০১৩ সালে *প্রথম আলো* আবারও আস্থা প্রকাশ করে তরুণদের ওপরে। বাংলাদেশের কর্মোদ্যোগী নারী-পুরুষ, কৃষক-শ্রমিক, সাধারণ মানুষ এবং বিশেষ করে ছাত্রদের ওপরে। আমরা বলি, ‘যত দিন তোমার হাতে দেশ, পথ হারাবে না বাংলাদেশ।’ এই ‘তুমি’টা ছিল বাংলাদেশের শিক্ষার্থী, তরুণ-যুবক, ছিল কৃষক এবং শ্রমিক। প্রবীণদের ওপরে নয়, ভরসা করতে হবে নতুনদের ওপরে, তা-ই ছিল *প্রথম আলোর* আবেদন।

তরুণেরাই আমাদের ভবিষ্যৎ। দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিতে পারবে কেবল তরুণ নেতৃত্ব। সে বিবেচনা থেকে ২০১৪ সালে *প্রথম আলো* স্লোগান নেয়, ‘কালকের পৃথিবীটা আমাদের হবে।’ ২০১৫-তে এসে *প্রথম আলো* বলল, ‘ধন্যবাদ, ৫৫ লাখ পাঠক’। কারণ, ওই সময় ন্যাশনাল মিডিয়া সার্ভে থেকে জানা গেল, রোজ ৫৫ লাখ মানুষ পড়েন *প্রথম আলো*।

২০১৬-তে *প্রথম আলোর* ১৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীকে উপলক্ষ করে তরুণদের ওপর আস্থা আরও স্পষ্ট করা হলো। বলা হলো, ‘এ দেশের বুকে আঠারো আসুক নেমে’। কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের ‘আঠারো বছর বয়স’ কবিতাটি ৪ নভেম্বর ২০১৬-তে *প্রথম আলোর* প্রথম পৃষ্ঠাজুড়ে প্রকাশ করা হয়। উচ্চারণ করা হয়, ‘এ বয়স জেনো ভীরু কাপুরুষ নয়, পথ চলতে এ বয়স যায় না থেমে...’

প্রথম আলোর ওপর শাসকগোষ্ঠীর নানামুখী আক্রমণ বাড়তেই থাকে। কিন্তু ভয় পেলে তো চলবে না। ২০১৭ সালে এসে *প্রথম আলো* পাঠকের সামনে তার সাহসী সাংবাদিকতার অঙ্গীকার আবারও হাজির করে, ‘সাহসের ১৯ বছর।’

২০১৮ সালে পত্রিকাটি তার প্রথম দিককার অঙ্গীকার পাঠকদের আবারও স্মরণ করিয়ে দেয়, ‘ভালোর সাথে আলোর পথে’।

২০১৯ সালে *প্রথম আলোর* ২১ বছর পূর্ণ হলো। তাই *প্রথম আলো* নিজেকেই যেন মনে করিয়ে দিল, ‘একুশ মানে মাথা নত না করা।’ এই বার্তার কারণ, *প্রথম আলোর* ওপরে শাসকদের চাপের সাঁড়াশি জোরদার হচ্ছিল প্রতিনিয়ত। কিন্তু *প্রথম আলোর* অঙ্গীকার ছিল, সাংবাদিকতার স্বাধীনতার প্রশ্নে মাথা নত করিনি, করব না!

২০২০ সালে পৃথিবীজুড়ে করোনা, অতিমারি, মৃত্যুভয়, আস্থার সংকট। *প্রথম আলো* আশ্বস্ত করতে চাইল মানুষকে, বলল, ‘আস্থা রাখি আলোয়’।

একের পর এক আক্রমণ আসতে লাগল *প্রথম আলোর* ওপরে। ১৭ মে ২০২১ গ্রেপ্তার করা হয় প্রতিবেদক রোজিনা ইসলামকে, তারপর তাঁকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় কারাগারে। শুধু সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেই নয়, দেশে-বিদেশে মানুষের অগ্রযাত্রার পথে বেশুমার বাধা। তবু মানুষ তো এগোবেই। মানুষের তো পরাজয় নেই। ২০২১ সালে *প্রথম আলো* বলল, ‘বাধা আসে, পেরিয়ে যাই।’ বাধার প্রাচীর পেরিয়ে মানুষের অগ্রযাত্রার উজ্জ্বল উদাহরণও তো পৃথিবীতে কম নেই। যেমন বিশাল বাংলার জনপদে জনপদে বাধা ডিঙিয়ে বিজয় ছিনিয়ে আনার অনেক খবরই *প্রথম আলো* প্রকাশ করে যাচ্ছিল যত্নের সঙ্গে।

২০২২ সালে *প্রথম আলো* তার দুই যুগের প্রতিশ্রুতি পাঠকদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাইল, ‘সত্যে তথ্যে ২৪’।

২০২৩ সালের নভেম্বরে দেশজুড়ে মানুষদের মধ্যে ছিল হতাশা। ভবিষ্যৎ নিয়ে ছিল শঙ্কা। কী বলবে *প্রথম আলো*? হতাশা ছড়ালে তো চলবে না। আশার কথা বলতে হবে। পরিবর্তনের কথা বলতে হবে। এবারও *প্রথম আলো* ভরসা রাখল এ দেশের তারুণ্যের ওপরে, সাধারণ মানুষদের ওপরে। নাজিম হিকমতের কবিতা থেকে সাহস নিল; দুঃসময় থেকে সুসময়ে মানুষ পৌঁছে দেবে মানুষকে। বলল, ‘হারবে না বাংলাদেশ’।

যখন *প্রথম আলো* নভেম্বর ২০২৩-এ এই কথা বলে, তখন অল্প কজনই ভাবতে পেরেছিলেন, শেষ পর্যন্ত জয়ী হবে মানুষই। জয়ী হবে মানুষের চাওয়া, মানুষের দাবি। হারবে না বাংলাদেশ। ২০২৪-এর জুলাই-আগস্টে এসে দেখা গেল, *প্রথম আলোর* এই বিশ্বাস সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে, বাংলাদেশ হারেনি। জনগণের সম্মিলিত শক্তির কাছে হেরে গেছে লৌহযবনিকার মতো নেমে আসা দুঃশাসন, স্বৈরাচার ও ফ্যাসিবাদ।

তাই তো ২০২৪-এ এসে *প্রথম আলোর* প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর স্লোগান ‘জেগেছে বাংলাদেশ’।

বাংলাদেশ জেগেছে। পরিবর্তনের ধারাটিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার সংগ্রাম চলছে। এখানেও ভরসা ছাত্র তরুণেরাই। যত দিন এ দেশের মানুষ এবং তারুণ্য জেগে থাকবে, পথ হারাবে না বাংলাদেশ, হারবে না বাংলাদেশ। বাংলাদেশের জয় হবেই।

প্রতিবছর এই একটা কথা *প্রথম আলোর* সব কর্মী বলে এসেছেন, অন্তর থেকে বিশ্বাসের সঙ্গে বলেছেন, তা হলো *প্রথম আলোর* একটাই লক্ষ্য, একটাই এজেন্ডা, আর তা হলো বাংলাদেশের জয়।

বাংলাদেশের শিক্ষার্থী আর তরুণেরা দেশে-বিদেশে সাফল্য আর বিজয় ছিনিয়ে আনছেন। জ্ঞান-বিজ্ঞান-গবেষণা থেকে শুরু করে ব্যবসায়িক উদ্যোগ—বাংলাদেশের তরুণদের সাফল্যের তালিকা দীর্ঘ। দেশের ছাত্রসমাজ চিন্তায় এবং আন্দোলনে দিচ্ছেন নতুন পথের দিশা। এই সবকিছুর লক্ষ্য কিন্তু বাংলাদেশেরই জয়।

যে প্রবাসী বন্ধু মধ্যপ্রাচ্যের মরুভূমিতে মগজগলা গরমে কাজ করে দেশে রেমিট্যান্স পাঠাচ্ছেন, যে নারী পোশাক কারখানার চোখধাঁধানো আলোর নিচে নিজের তারুণ্য নিবেদন করে দিয়ে ডলার আনছেন বিদেশ থেকে, তাঁরা সবাই বাংলাদেশের জয় চান। বাংলাদেশের কৃষকেরা দেশকে কৃষিতে স্বাবলম্বী করে চলেছেন অমানুষিক পরিশ্রম আর অসাধারণ উদ্ভাবনী দিয়ে। বাংলাদেশের কিশোরীরা আধাপেটা খেয়ে ফুটবল খেলে দেশকে এনে দিচ্ছে ফুটবলের চ্যাম্পিয়নশিপের কাপ। এ দেশের ১৮ কোটি মানুষ প্রত্যেকে বাংলাদেশের জয়ই চান, সে জন্যই কাজ করে চলেছেন।

কিন্তু স্বার্থান্বেষী নীতিনৈতিকতাহীন শাসকেরা দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের এই অমিত সম্ভাবনা আর সাধনাকে জলাঞ্জলি দিয়ে এসেছেন। সেই দুঃসময়ের অবসান ঘটাতে মানুষ জেগেছে। বাংলাদেশ জেগেছে। ব্যক্তিমানুষ আর সম্মিলিত মানুষের উদ্যোগকে দুর্নীতির স্রোতে ভেসে যেতে দেওয়া যাবে না আর। গণতন্ত্রহীনতা, মানবিক মর্যাদাহীনতা, সুশাসনের অভাবের দিনে বাংলাদেশ আর ফিরতে চায় না।

জেগেছে মানুষ, বৈষম্যহীনতার স্বপ্ন নিয়ে। রক্তের দামে মানুষ এনেছে মুক্তির সকাল, সামনে নিশ্চিত আলোকিত ভবিষ্যৎ। এই জাগরণ অব্যাহত রাখতে হবে। মানুষকে জেগে থাকতে হবে। বাংলাদেশকে জেগে থাকতে হবে। জনতার সংগ্রামের সুফল বাংলাদেশের প্রতিটি ঘরে পৌঁছানোর জন্য টেকসই সংস্কার আনতেই হবে।

জেগেছে বাংলাদেশ, জেগে থাকবে বাংলাদেশ।

■ **আনিসুল হক** *প্রথম আলোর* ব্যবস্থাপনা সম্পাদক ও সাহিত্যিক

নারী নির্যাতন

ধর্ষণ, ক্ষমতার রাজনীতি ও বোকামির মূল্য

গওহার নঈম ওয়ারা

কোম্পানীগঞ্জের চর এলাহী আর নোয়াখালীর সুবর্ণচরে মধ্যবাগ্যা গ্রামে ঘটনার মধ্যে আছে শুধু সময়ের ফারাক। ২০১৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের রাতে নোয়াখালীর সুবর্ণচরের মধ্যবাগ্যা এলাকায় স্বামী-সন্তানদের বেঁধে রেখে এক নারীকে মারধর ও দলবদ্ধ ধর্ষণ করা হয়। তখন বলা হয়েছিল, ওই নারী ‘বেয়াদবি’ করেছিলেন। ভোটকেন্দ্রে থাকা ব্যক্তিদের পছন্দের প্রতীকে ভোট দেননি তিনি। এ তো অনেক বড় অপমান! গরিব এক সামান্য নারীর এই অসামান্য সাহস আসে কোথা থেকে? এসবের ‘উচিত সাজা’ হিসেবে ওই হামলা ও ধর্ষণের ঘটনা ঘটে।

ভোটের রাত বলেই হোক বা অন্য কোনো অজানা কারণেই হোক, ঘটনাটি তখন দেশে-বিদেশে ব্যাপক আলোচিত হয়। নির্যাতিতার স্বামী থানা-পুলিশ, কোর্ট-কাছারি করতে নানা বাধার সম্মুখীন হলে সেটাও প্রচার পায়। অনেক বাঁক পেরিয়ে শেষ পর্যন্ত মামলা রুজু হয়। ঘটনার খোসা ছাড়াতে গিয়ে দেখা যায়, ভোটকেন্দ্রের পাহারায় থাকা সুবর্ণচর উপজেলা আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক ও ইউপি সদস্য রুহুল আমিন তাঁর দলবল নিয়ে ধর্ষণের উদ্দেশ্যেই হামলা করেছিলেন নারীর বাড়িতে।

ক্ষমতায় তখন কর্তৃত্ববাদী সরকার। তাদের সেই প্রতারণামূলক আপ্তবাক্য, ‘অপরাধী যে-ই হোক, কাউকে কোনো ছাড় দেওয়া হবে না, আইন তার নিজের গতিতে চলবে’ প্রচার হতে থাকল টক শো আর মিডিয়া শোতে।

বলা বাহুল্য, তাঁরা এখন চেয়ারে নেই। চেয়ার দখলের দৌড়ে যাঁরা এগিয়ে আছেন, এখন তাঁদের প্রতাপ দেখানোর সময় বৈকি! মহারাষ্ট্র থেকে বাংলা লুট করতে আসা বর্গিরা অবাধে ধর্ষণ করেছে। হানাদার পাকিস্তানিরা আর তাদের দোসররাও দখলদারত্বকে পাকাপোক্ত করার অস্ত্র হিসেবে ধর্ষণকে এগিয়ে রেখেছিল। তারা চলে গেলেও মুক্ত বাংলায় ধর্ষণ আর নারীর অসম্মান কি এক দিনের জন্যও বন্ধ ছিল?

মুক্ত বাংলাদেশের প্রথম শহীদ দিবসের কথা অনেকেরই মনে থাকবে। সেদিন ঢাকার শহীদ মিনারে মধ্যরাতে পরিকল্পিতভাবে বাতি নিভিয়ে যা হয়েছিল, তার বিচার কোনো দিন হয়নি। আরও পরে বাংলা নববর্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় নারীদের অসম্মান করাকে তদানীন্তন পুলিশপ্রধান প্রকাশ্যে আশকারা দিয়ে বলেছিলেন, ‘তরুণেরা একটু দুষ্টামি করেছে।’

এখন প্রতাপ প্রতিষ্ঠায় মরিয়ারা একই পথে হাঁটছেন। সুবর্ণচরের ঘটনার ছয় বছর পর গত ২০ অক্টোবর দিবাগত রাতে কোম্পানীগঞ্জের চর এলাহীতে প্রায় একই কায়দায় মা ও মেয়েকে ঘর থেকে তুলে নিয়ে দলবদ্ধ ধর্ষণের ঘটনা ঘটিয়েছে ক্ষমতার দিকে তাকিয়ে থাকা দলের সদস্যরা।

> **মাঠ ফাঁকা বলেই অপরাধ, নির্যাতন করেও যে কেউ তখত-ই-তাউসে পৌঁছে যাবে বলে মনে করলে তাঁরা নিতান্তই বোকার মুলা খাচ্ছেন**

আবদুল মতিন ওরফে তোতা চেয়ারম্যানের সঙ্গে বিএনপির সম্পৃক্ততার কথা কারও অজানা নয়। বিএনপির চর এলাহী শাখার সাবেক সভাপতির ছেলে ইব্রাহিমসহ ছয়জনের নাম এসেছে এই ধর্ষণ ঘটনার আসামি হিসেবে। আসামি ইব্রাহিমের বড় ভাই মো. ইসমাইল ইউনিয়ন যুবদলের সাবেক সভাপতি। জানা যাচ্ছে, আসামিরা যুবদলের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত। হতে পারে ইব্রাহিম ছেলে ভালো! বিপক্ষের লোকেরা ষড়যন্ত্র করে ভালো ছেলেটাকে ফাঁসিয়ে দিয়েছে! আলামত কিন্তু এখন পর্যন্ত এই ষড়যন্ত্রতত্ত্বে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি।

ধর্ষণের ঘটনা কাউকে জানালে হত্যা করা হবে—এমন হুমকি দিয়ে গেলেও ভুক্তভোগীরা ঘটনার পরদিন সকালে বিষয়টি স্থানীয় সমাজপতিদের জানান এবং বিচার চান। তাঁরা বিচারের নামে টালবাহানা করতে থাকেন। পরে ২৫ অক্টোবর বিকেলে স্থানীয় চর বালুয়া পুলিশ ক্যাম্পে গিয়ে পুলিশের কাছে মৌখিক অভিযোগ করলে পুলিশ তাঁদের কোম্পানীগঞ্জ থানায় পাঠায়।

২৬ অক্টোবর রাতে এ ঘটনায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা নেওয়া হয়েছে। পুলিশ চারজন অভিযুক্তকে আটক করেছে। বলা বাহুল্য, মূল আসামিকে পুলিশ খুঁজে পাচ্ছে না, তবে চেষ্টা জারি আছে। অভিযুক্ত ধর্ষণকারীদের পক্ষ থেকেও ক্ষতিগ্রস্তদের হুমকিধমকি জোরদার হয়েছে।

মাঠ ফাঁকা বলেই অপরাধ, নির্যাতন করেও যে কেউ তখত-ই-তাউসে পৌঁছে যাবে বলে মনে করলে তাঁরা নিতান্তই বোকার মুলা খাচ্ছেন। এই মুলা মুখে নিয়েই ’৭২-এর ২১ ফেব্রুয়ারির রাতে ঢাকার শহীদ মিনারে ছাত্রলীগ যে তাণ্ডব দেখিয়েছিল, তার ফল হাতে হাতে পেয়েছিল পরবর্তী ডাকসুসহ দেশের সব ছাত্র সংসদ নির্বাচনে।

মানুষ অনেক কিছু ভুলতে পারে কিন্তু অপমান, অসম্মান, সম্ভ্রমহানি ভুলতে পারে না, ভোলেনি।

■ **গওহার নঈম ওয়ারা** লেখক ও গবেষক
wahragawher@gmail.com

ভূরাজনীতি

মিয়ানমারে চীনবিরোধী মনোভাব কেন বাড়ছে

জুং রিং

মিয়ানমার ও চীনের মধ্যে সীমান্ত আছে ২ হাজার ২২৭ কিলোমিটার। এই দুই দেশের সম্পর্ককে আনুষ্ঠানিকভাবে বলা হয় ‘পাউক-ফাও’ বা ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্ক। কিন্তু বাস্তবে মিয়ানমারের সামরিক জান্তার প্রতি চীনের সমর্থন এবং প্রাকৃতিক সম্পদের শোষণের কারণে মিয়ানমারে চীনবিরোধী মনোভাব রয়েছে প্রবলভাবে। স্বাধীন গবেষক নিন ফিউ পরিচালিত একটি অনলাইন জরিপে দেখা গেছে, ‘মিয়ানমারের জনগণের মধ্যে চীনের প্রতি প্রতিকূল মনোভাব ব্যাপকভাবে বাড়ছে। তাঁদের অনেকে বিশ্বাস করেন, খণ্ডিত মিয়ানমারে চীন তাদের স্বার্থ অক্ষুণ্ন রাখতে যতটা প্রয়োজন, তার চেয়ে বেশি স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে আগ্রহী নয়।’

মিয়ানমারে মতপ্রকাশের স্বাধীনতার অভাব রয়েছে। জরিপে দেখা গেছে, জনগণ ব্যাপকভাবে বিশ্বাস করেন যে চীন সরকার তাদের নিজস্ব অর্থনৈতিক ও ভূরাজনৈতিক স্বার্থকে টিকিয়ে রাখতে এ অভাবের সুযোগ নিচ্ছে। মিয়ানমারের নাগরিকদের প্রতিরোধের কারণে যেসব প্রকল্প থেমে আছে, সেগুলো আবার শুরু করার জন্য চীন সামরিক জান্তাকে সমর্থন করে যাচ্ছে। উত্তরদাতাদের সিংহভাগ (৯৩ দশমিক ৪ শতাংশ) বলেছেন, মিয়ানমারে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, মানবাধিকার এবং গণতন্ত্রকে ক্ষুণ্ন করার জন্য সহায়ক ভূমিকা পালন করছে চীন। *দ্য ইরাবতীর* সম্পাদক কিয়াউ জওয়া মোর মতে, জনগণের মধ্যে এ ধারণা ব্যাপকভাবে চালু আছে যে চীন ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডে ভীষণ লোভী ও শোষক।

মিয়ানমারে চীনের রাষ্ট্রদূত চেন হাই এ বছরের শুরুর দিকে জান্তা সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী থান সুয়ের সঙ্গে নেপিদোতে দেখা করেছিলেন। সাক্ষাতে তিনি চীনা নাগরিকদের লক্ষ্য করে অনলাইন প্রচারণা বন্ধ করা আর দুই দেশের মধ্যে ‘পারস্পরিকভাবে লাভজনক’ সহযোগিতার ওপর জোর দেন। সেই সঙ্গে সীমান্তে ‘শান্তি ও স্থিতিশীলতা’ রক্ষার বিষয়টিও আলোচিত হয়। বাস্তবে চীন-মিয়ানমার সম্পর্ক বন্ধুত্বের নয়। এ সম্পর্ক আসলে এক অস্বস্তিকর সহাবস্থান।

আর দুই দেশের সম্পর্ক কেমন করে ‘পারস্পরিকভাবে লাভজনক’, তা-ও বলা কঠিন। এখন পর্যন্ত এ সম্পর্ক তো একটি পক্ষের জন্যই লাভজনক বলে মনে হচ্ছে।

দুটি স্পষ্ট উপায়ে সামরিক জান্তার প্রতি সমর্থন অব্যাহত রেখেছে চীন। প্রথমত, সামরিক সাহায্য। অনেকেই মনে করেন, চীনের দেওয়া বিমানশক্তি না থাকলে জান্তা অনেক আগেই পরাজিত হয়ে যেত। বিষয়টি বুঝেই চীন সম্প্রতি আরও ছয়টি যুদ্ধবিমান সরবরাহ করেছে। শান, রাখাইন, কাচিন ও কায়াহ রাজ্য এবং সাগাইং অঞ্চলে বেসামরিক জনগণের ওপর জান্তার বিমান হামলা বাড়াতে ঠিক সময়ে পৌঁছেছিল বিমানগুলো।

মিয়ানমারের সামরিক প্রধান মিন অং হ্লাইং ও চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াং ই

দ্বিতীয়ত, জান্তার বিরুদ্ধে লড়াই বন্ধ করার জন্য জাতিগত প্রতিরোধ শক্তিগুলোর ওপর চাপ সৃষ্টি করছে চীন। প্রতিরোধ জোটের সদস্য, তাং ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মির সাধারণ সম্পাদক ভোনে কিয়াও।

২০২৪ সালের মার্চ মাসে তিনি বলেছেন যে জান্তার সঙ্গে যুদ্ধবিরতি হয়েছে তাঁদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে। এ যুদ্ধবিরতি হয়েছে আসলে চীনের চাপে। চীন একই সঙ্গে জাতিগত প্রতিরোধ গোষ্ঠীগুলোকে জাতীয় ঐক্য সরকারের (এনইউজি) সঙ্গে রাজনৈতিক ও সামরিক মিত্রতা না করতে বাধ্য করেছে।

চীনের চাপ ব্রাদারহুড অ্যালায়েন্সের বাইরেও প্রসারিত। তারা কাচিন ইনডিপেনডেন্স আর্মিকে জান্তার সঙ্গে লড়াই বন্ধ করার এবং প্রতিরোধগোষ্ঠীকে অর্থনৈতিকভাবে চাপ দেওয়ার জন্য তাদের সীমান্ত চেকপয়েন্টগুলো বন্ধ করার আহ্বান জানিয়েছে।

সংক্ষেপে মিয়ানমারের বর্তমান ঘটনাবলিতে চীনের ভূমিকাকে মিয়ানমারের জনগণের হাত থেকে সামরিক জান্তাকে রক্ষা করার প্রচেষ্টা হিসেবে দেখা হয়। আর এর উদ্দেশ্য একটাই—বেইজিংয়ের নিজের স্বার্থ রক্ষা করা। ভালো দায়িত্বশীল প্রতিবেশী হওয়ার কোনো ইচ্ছা সেখানে নেই।

■ **জুং রিং** সমাজকর্মী এবং মিয়ানমারভিত্তিক স্বাধীন রাজনৈতিক বিশ্লেষক

দ্য ইরাবতী থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে অনূদিত

প্রথম আলো
রেজি. নং ডিএ ১৮৮০

সম্পাদক ও প্রকাশক : মতিউর রহমান
মিডিয়াস্টার লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক কর্তৃক গুলশান টাওয়ার (ষষ্ঠ তলা), প্লট ৩১, রোড ৫৩, গুলশান নর্থ বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১২১২ থেকে প্রকাশিত

নির্বাহী সম্পাদক : সাজ্জাদ শরিফ
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক : আনিসুল হক

ট্রান্সক্রাফট লিমিটেড, ২২৯ তেজগাঁও শিল্প এলাকা ঢাকা ১২০৮, ১২-১৩ কালুরঘাট ভারী শিল্প এলাকা চট্টগ্রাম ৪২০৮ এবং ফুলদীঘি, বগুড়া ৫৮০০ থেকে মুদ্রিত

প্রধান কার্যালয় : প্রথম আলো ভবন
১৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫।
ফোন : ৫৫০১৩৪৩০-৩৩, ০৯৬১৩১১৩৩৬৬

বার্তা বিভাগ ফ্যাক্স : ৫৫০১২২০০, ৫৫০১২২১১
ই-মেইল : news@prothomalo.com
সম্পাদকীয় ই-মেইল : editorial@prothomalo.com

বিজ্ঞাপন : ৫৫০১২২১২
ই-মেইল : ad@prothomalo.com

মানবদেহে ফুসফুস

মানবদেহের শ্বাসতন্ত্রের প্রধান অঙ্গ হলো 'ফুসফুস'। মানবদেহের ডান ফুসফুস তিন খণ্ডে ও বাঁ ফুসফুস দুই খণ্ডে বিভক্ত।

৯ম শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষা : শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি

ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান | নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

মুহাম্মদ শামীম, *শিক্ষক*
বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা

শিখন অভিজ্ঞতা ৭

 # এক কথায় উত্তর

প্রশ্ন : 'বঙ্গ' শব্দের অর্থ কী?
উত্তর : 'জলাভূমি' বা 'কার্পাস তুলা'
প্রশ্ন : কোনটি পুণ্ড্র জনপথের কেন্দ্র ছিল?
উত্তর : পুণ্ড্রনগর
প্রশ্ন : বাংলার দক্ষিণ-পূর্বাংশের জনপদের নাম কী?
উত্তর : সমতট
প্রশ্ন : বৈদিক সাহিত্যের রচয়িতা কে?
উত্তর : আর্য ভাষার মানুষ
প্রশ্ন : 'মাৎস্যন্যায়' শব্দটি কে প্রথম ব্যবহার করেন?
উত্তর : কৌটিল্য
প্রশ্ন : অর্থশাস্ত্র গ্রন্থের রচয়িতা কে?
উত্তর : কৌটিল্য
প্রশ্ন : কৈবর্তরা কোন সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন?
উত্তর : মৎস্যজীবী সম্প্রদায়
প্রশ্ন : কৈবর্তদের নেতা কে ছিলেন?
উত্তর : দিব্যোক
প্রশ্ন : কোথায় পাল রাজবংশের উত্থান হয়েছিল?
উত্তর : বরেন্দ্র
প্রশ্ন : সেন রাজাদের আদি নিবাস কোথায় ছিল?
উত্তর : দাক্ষিণাত্যের কর্ণাট
প্রশ্ন : ১৩৫২ সালে কে সোনারগাঁ আক্রমণ করেন?
উত্তর : ইলিয়াস শাহ
প্রশ্ন : পারস্যের বিখ্যাত কবি হাফিজের সঙ্গে কার পত্রালাপ ছিল বলে জানা যায়?
উত্তর : সুলতান আজম শাহ
প্রশ্ন : কারা বারোভূঁইয়াদের নেতা ছিলেন?
উত্তর : সোনারগাঁর জমিদার ঈসা খান এবং তাঁর পুত্র মুসা খান।
প্রশ্ন : কে প্রথম ঢাকায় সুবা বাংলার রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন?
উত্তর : মোগল সুবাদার ইসলাম খান
প্রশ্ন : মুর্শিদ কুলি খান কত সালে বাংলার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন?
উত্তর : ১৭০০ সালে
প্রশ্ন : কোন যুদ্ধের মাধ্যমে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলার ক্ষমতায় আসীন হয়?
উত্তর : পলাশির যুদ্ধে
প্রশ্ন : কার নেতৃত্বে ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ পরিচালিত হয়?
উত্তর : ফকির মজনু শাহ
প্রশ্ন : কত সালে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়?
উত্তর : ১৮১৭ সালে
প্রশ্ন : ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানে কতটি আসন লাভ করে?
উত্তর : ১৬৭টি আসন

ডিজিটাল প্রযুক্তি
নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

প্রকাশ কুমার দাস, *সহকারী অধ্যাপক*
মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

শিখন অভিজ্ঞতা ৩, সেশন ৫

 # বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১২. আইপি অ্যাড্রেসকে কী দিয়ে সংরক্ষণ করা হয়?
ক. নির্দিষ্ট ডোমেইন নেম খ. প্রটোকল
গ. ওয়েব হোস্টিং ঘ. ওয়েব সংরক্ষণ

১৩. ডোমেইন নেম-এর দুটি অংশ থাকে, একটি সেকেন্ড লেভেল ডোমেইন এবং অপরটির নাম কী?
ক. ফাস্ট লেভেল ডোমেইন
খ. টপ লেভেল ডোমেইন
গ. মিড লেভেল ডোমেইন
ঘ. ফাইনাল লেভেল ডোমেইন

১৪. youtube.com-এর youtube কী?
ক. মিড লেভেল ডোমেইন
খ. টপ লেভেল ডোমেইন
গ. সেকেন্ড লেভেল ডোমেইন
ঘ. ফাস্ট লেভেল ডোমেইন

১৫. youtube.com-এর .com কী?
ক. সেকেন্ড লেভেল ডোমেইন
খ. মিড লেভেল ডোমেইন
গ. ফাস্ট লেভেল ডোমেইন
ঘ. টপ লেভেল ডোমেইন

১৬. .net, .org, info, .gov, .edu ইত্যাদিকে কী বলে?
ক. টপ লেভেল ডোমেইন
খ. সেকেন্ড লেভেল ডোমেইন
গ. ফাস্ট লেভেল ডোমেইন
ঘ. মিড লেভেল ডোমেইন

১৭. বাংলাদেশের টপ লেভেল ডোমেইন কোনটি?
ক. .bd খ. .ba
গ. .bg ঘ. .bh

১৮. www.moedu.gov.bd ওয়েবসাইটের সেকেন্ড লেভেল ডোমেইন কোনটি?
ক. www খ. .gov
গ. .bd ঘ. .moedu

১৯. www.moedu.gov.bd ওয়েবসাইটের টপ লেভেল ডোমেইন কোনটি?
ক. .moedu খ. .bd
গ. www ঘ. .gov

২০. www.du.ac.bd ওয়েবসাইটের কান্ট্রি কোড টপ লেভেল ডোমেইন কোনটি?
ক. .bd খ. .ac
গ. .ac.bd ঘ. .du

সঠিক উত্তর
সেশন ৫ : ১২. ক ১৩. খ ১৪. গ ১৫. ঘ ১৬. ক ১৭. ক ১৮. খ ১৯. খ ২০. গ

অষ্টম শ্রেণি : বার্ষিক পরীক্ষার প্রস্তুতি

গণিত | নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

রমজান মাহমুদ, *সিনিয়র শিক্ষক*
গবর্নমেন্ট সায়েন্স হাইস্কুল, ঢাকা

ক্ষুদ্র সঞ্চয়ে ভবিষ্যৎ গড়ি

 # এক কথায় উত্তর

প্রশ্ন : ৪০০০ টাকার ৪ বছরের মুনাফা ১২০০ টাকা হলে, বার্ষিক মুনাফার হার কত?
উত্তর : ৭.৫%।
প্রশ্ন : বার্ষিক ৭% সরল মুনাফায় ১৪০০ টাকার ৩ বছরের সরল মুনাফা কত?
উত্তর : ২৯৪ টাকা।
প্রশ্ন : ১০% সরল মুনাফায় ৫০০০ টাকা ব্যাংকে জমা রাখলে দ্বিতীয় বছরান্তে মুনাফা-আসল কত টাকা হবে?
উত্তর : ৬০৫০ টাকা।
প্রশ্ন : একটি জামা ১৫% ক্ষতিতে ৮৫০ টাকায় বিক্রয় করা হলে, এর ক্রয়মূল্য কত?
উত্তর : ১০০০ টাকা।
প্রশ্ন : ২৫% হার সরল মুনাফায় কোনো মূলধন কত বছরে মুনাফা-আসলে দ্বিগুণ হবে?
উত্তর : ৪ বছরে।
প্রশ্ন : একটি জিনিস ৫০০ টাকায় বিক্রয় করে ৮৫ টাকা লাভ হলো। ক্রয়মূল্য কত টাকা ছিল?
উত্তর : ৪১৫ টাকা।

প্রশ্ন : সরল মুনাফা নির্ণয়ের সূত্রটি কী?
উত্তর : আসল × মুনাফার হার × সময়।
প্রশ্ন : ৫০ টাকার ১৫০% = কত টাকা?
উত্তর : ৭৫ টাকা।
প্রশ্ন : কোনো আসল ১০ বছরে মুনাফা-আসলে দ্বিগুণ হলে, মুনাফার হার কত?
উত্তর : ১০%।
প্রশ্ন : একটি পেনসিল ১১ টাকায় বিক্রয় করলে ১০% লাভ হলে, এটির ক্রয়মূল্য কত টাকা?
উত্তর : ১০ টাকা।
প্রশ্ন : একটি দ্রব্যের বিক্রয়মূল্য ৫৫০ টাকা এবং ক্রয়মূল্য ৫০০ টাকা হলে, শতকরা লাভ কত?
উত্তর : ১০%।
প্রশ্ন : ১০০ টাকার ১ বছরের মুনাফাকে কী বলে?
উত্তর : মুনাফার হার।
প্রশ্ন : শুধু প্রারম্ভিক মূলধনের ওপর যে মুনাফা দেওয়া হয়, তাকে কী বলে?
উত্তর : সরল মুনাফা।
প্রশ্ন : ১২% মুনাফার হার ১০০ টাকার ১ মাসের মুনাফা কত?
উত্তর : ১ টাকা।
প্রশ্ন : প্রতি সময়কাল শেষে মূলধনের সঙ্গে মুনাফা যোগ করে নতুন মূলধন হিসাব করে সর্বশেষ যে মুনাফা পাওয়া যায়, তাকে কী বলে?
উত্তর : চক্রবৃদ্ধি মুনাফা।
প্রশ্ন : বার্ষিক শতকরা মুনাফার হার ৪ টাকা হলে ১২৫০ টাকার ৩ বছরের মুনাফা কত হবে?
উত্তর : ১৫০ টাকা।
প্রশ্ন : বিক্রয়মূল্য-ক্রয়মূল্য = কী?
উত্তর : লাভ।
প্রশ্ন : কোনো জিনিসের ক্রয়মূল্যের চেয়ে বিক্রয়মূল্য কম হলে কী হবে!
উত্তর : ক্ষতি হবে।
প্রশ্ন : ১০০০ টাকার ২০% = কত?
উত্তর : ২০০ টাকা।
প্রশ্ন : একটি কলম ৫০ টাকায় ক্রয় করে ৪৬ টাকায় বিক্রয় করলে শতকরা কত ক্ষতি হবে?
উত্তর : ৮%।

ক্যাডেট কলেজে ভর্তি পরীক্ষার তথ্য

২০২৫ সালের ভর্তি পরীক্ষার দরকারি তথ্য

■ **আবেদন করার সময় :**
৫ নভেম্বর ২০২৪ সকাল ৮টা থেকে ১৫ ডিসেম্বর ২০২৪ বিকেল ৫টা পর্যন্ত।
■ **লিখিত পরীক্ষার তারিখ :**
৪ জানুয়ারি ২০২৫ শনিবার, সকাল ১০টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত।

২০২৫ সালে দেশের ছেলেদের ৯টি ও মেয়েদের ৩টি মোট ১২ টি ক্যাডেট কলেজে ৭ম শ্রেণিতে ক্যাডেট হিসেব ছাত্রছাত্রী ভর্তির জন্য নিচের যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের ৫ নভেম্বর ২০২৪ থেকে অনলাইনে আবেদন গ্রহণের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

■ ক্যাডেট কলেজগুলো প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অ্যাডজুটেন্ট জেনারেল শাখার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে পরিচালিত আবাসিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। লেখাপড়ার পাশাপাশি সহশিক্ষা কার্যক্রম এবং অতিরিক্ত শিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে ক্যাডেটদের সুনাগরিক ও চৌকস ব্যক্তিত্ব হিসেবে গড়ে তুলতে সাহায্য করে।

ক্যাডেট কলেজগুলোতে ভর্তি নেওয়া হয় ৭ম শ্রেণিতে, ফলে ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নগুলো আসে ষষ্ঠ শ্রেণির বই থেকে।

■ **ভর্তি পরীক্ষার সিলেবাস**
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) ষষ্ঠ শ্রেণির সিলেবাসের আলোকে ভর্তি পরীক্ষা হবে।

■ **ভর্তি পরীক্ষার বিষয়**
মোট নম্বর ৩০০। গণিতে ১০০, ইংরেজিতে ১০০, বাংলায় ৬০ ও সাধারণ জ্ঞানে ৪০ নম্বর।

■ **আবেদনকারীর যোগ্যতা**
জাতীয়তা : ছাত্রছাত্রীকে বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে।
শিক্ষাগত যোগ্যতা : ছাত্রছাত্রীকে ষষ্ঠ শ্রেণি অথবা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।
বয়স : ১ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে সর্বোচ্চ ১৩ বছর ৬ মাস হতে হবে।
শারীরিক যোগ্যতা : প্রার্থীকে নিচের শারীরিক যোগ্যতাসম্পন্ন হতে হবে।

উচ্চতা : ন্যূনতম ৪ ফুট ৮ ইঞ্চি (বালক ও বালিকা উভয় ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)।
সুস্থতা : প্রার্থীকে অবশ্যই শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ হতে হবে।

■ **আবেদন করার সময়সূচি**
৫ নভেম্বর ২০২৪ সকাল ৮টা থেকে ১৫ ডিসেম্বর ২০২৪ বিকেল ৫টা পর্যন্ত www.cadetcollege.army.mil.bd অথবা https://www.cadetcollegeadmission.army.mil.bd ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন করতে হবে।

■ **ফরম পূরণের জন্য যেসব কাগজপত্র লাগবে**
৫ম শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষার সত্যায়িত সনদ (ইংরেজি মাধ্যমের প্রার্থীদের জন্য আবশ্যিক নয়।
জন্মনিবন্ধন/জন্মসনদের সত্যায়িত ফটোকপি।
অধ্যয়নরত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কর্তৃক ষষ্ঠ অথবা সমমানের বাংলা/ইংরেজি মাধ্যম /মাদ্রাসা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার সনদ।
পিতা/অভিভাবক ও মাতার মাসিক আয়ের সপক্ষে কর্তৃপক্ষের প্রত্যয়নপত্র।
প্রার্থীর পিতা ও মাতা উভয়ের জাতীয় পরিচয়পত্রের সত্যায়িত ফটোকপি।

■ **ভর্তির বিষয়ে আরও বিস্তারিত তথ্য পেতে ওয়েবসাইট দেখুন :**
www.cadetcollege.army.mil.bd

এসএসসি পরীক্ষা-২০২৫ : পূর্ণাঙ্গ সিলেবাস

বাংলা ২য় পত্র
বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

মোস্তাফিজুর রহমান, *শিক্ষক*
বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা

ব্যাকরণ : পরিচ্ছেদ ১২

১২. 'চন্দ্রমুখ' কোন কর্মধারয় সমাসের উদাহরণ?
ক. উপমান খ. উপমিত
গ. রূপক ঘ. মধ্যপদলোপী

১৩. 'চন্দ্রমুখ' শব্দের ব্যাসবাক্য কোনটি?
ক. চন্দ্রের ন্যায় মুখ খ. চন্দ্র রূপ মুখ
গ. মুখ চন্দ্রের ন্যায় ঘ. মুখ ও চন্দ্র

১৪. যে বহুব্রীহি সমাসে সমস্যমান পদের পূর্বপদের বিভক্তির কোনো পরিবর্তন হয় না, তাকে কী বলে?
ক. অলুক বহুব্রীহি খ. প্রত্যয়ান্ত বহুব্রীহি
গ. সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি
ঘ. নিপাতনে সিদ্ধ বহুব্রীহি

১৫. দ্বিগু সমাসনিষ্পন্ন পদটি কোন পদ হয়?
ক. বিশেষ্য খ. বিশেষণ
গ. সর্বনাম ঘ. কৃদন্ত

১৬. অর্থসংগতিবিশিষ্ট একাধিক পদের এক পদে পরিণত হওয়ার নাম কী?
ক. সমাস খ. কারক
গ. বাচ্য ঘ. বচন

১৭. যে বহুব্রীহি সমাসে পূর্বপদ সংখ্যাবাচক, তাকে কোন বহুব্রীহি সমাস বলে?
ক. সমানাধিকরণ খ. সংখ্যাবাচক
গ. অলুক বহুব্রীহি ঘ. ব্যতিহার

১৮. 'চতুর্ভুজ' শব্দটি কোন সমাসের উদাহরণ?
ক. ব্যধিকরণ বহুব্রীহি
খ. সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি
গ. ব্যতিহার বহুব্রীহি
ঘ. মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি

১৯. কোন সমাসে পূর্বপদ ও পরপদ উভয় পদের অর্থের সমান প্রাধান্য থাকে?
ক. দ্বন্দ্ব সমাস খ. কর্মধারয় সমাস
গ. তৎপুরুষ ঘ. বহুব্রীহি

২০. কোন সমাসে পরপদের অর্থ প্রাধান্য থাকে?
ক. দ্বন্দ্ব সমাস খ. কর্মধারয় সমাস
গ. তৎপুরুষ ঘ. বহুব্রীহি

২১. কোন সমাসে সমস্যমান পদের বিভক্তি ও সন্নিহিত অনুসর্গ লোপ পায়?
ক. দ্বন্দ্ব সমাস খ. কর্মধারয় সমাস
গ. তৎপুরুষ ঘ. বহুব্রীহি

২২. কোন সমাসে পূর্বপদ বা পরপদ কোনোটির অর্থ না বুঝিয়ে অন্য কিছু বোঝায়, তাকে কী বলে?
ক. দ্বন্দ্ব সমাস খ. কর্মধারয় সমাস
গ. তৎপুরুষ ঘ. বহুব্রীহি

সঠিক উত্তর
পরিচ্ছেদ ১২ : ১২. খ ১৩. গ ১৪. ক ১৫. ক ১৬. ক ১৭. খ ১৮. খ ১৯. ক ২০. খ ২১. গ ২২. ঘ

জীববিজ্ঞান
বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

মোহাম্মদ আক্তার উজ জামান, *প্রভাষক*
সরকারি রূপনগর মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

অধ্যায় ৬

১৫. পাতার ওপরের ও নিচের কিউটিনের আবরণকে কী বলে?
ক. লেন্টিসেল খ. ক্যালোজ
গ. কিউটিকল ঘ. প্রোটিন

১৬. উদ্ভিদের গৌণ বৃদ্ধি হলে কাণ্ডের বাকল ফেটে কী সৃষ্টি হয়?
ক. কিউটিকল খ. লেন্টিসেল
গ. বর্ষবলয় ঘ. কাইটিন

১৭. জীবনীশক্তির মূল কী?
ক. রক্ত খ. স্নায়ু
গ. পেশি ঘ. হাড়

১৮. রক্তরসের প্রধান উপাদান কী?
ক. অক্সিজেন খ. পানি
গ. লৌহ ঘ. ক্যালসিয়াম

১৯. কোনটিতে নিউক্লিয়াস অনুপস্থিত?
ক. শ্বেত রক্তকণিকা
খ. লোহিত রক্তকণিকা
গ. অণুচক্রিকা ঘ. স্নায়ুকোষ

২০. শ্বেত রক্তকণিকার গড় আয়ু কত দিন?
ক. ১-৭ দিন খ. ১-১৫ দিন
গ. ১-১৭ দিন ঘ. ১-২৫ দিন

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ২১ ও ২২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।
দীপ্তর হাত কেটে গিয়ে লাল বর্ণের তরল বেরিয়ে আসায় সে ভয় পেয়ে গেল। তার বড় ভাই তাকে বুঝিয়ে বলল, সামান্য কেটে গিয়েছে, এতে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। একধরনের কণিকা একটু পরই এর নিঃসরণ বন্ধ করে দেবে।

২১. কোন কণিকা রক্ত নিঃসরণ বন্ধ হতে সাহায্য করবে?
ক. লোহিত কণিকা খ. শ্বেতকণিকা
গ. অণুচক্রিকা ঘ. হিমোগ্লোবিন

২২. তরলটি লাল হওয়ার কারণ—
i. একটি কণিকায় হিমোগ্লোবিনের উপস্থিতি
ii. লোহিত কণিকার সংখ্যাধিক্য
iii. থ্রম্বোপ্লাস্টিনের নিঃসরণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

২৩. সর্বজনীন রক্তদাতা গ্রুপ কোনটি?
ক. A খ. B
গ. AB ঘ. O

২৪. মুক্তির রক্তে কোনো অ্যান্টিজেন নেই, কিন্তু a, b অ্যান্টিবডি আছে। সে—
i. রক্ত নিতে পারবে AB গ্রুপ থেকে
ii. রক্ত নিতে পারবে O গ্রুপ থেকে
iii. রক্ত দিতে পারবে সব গ্রুপকে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ২৫ ও ২৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।
বিপ্লব গাড়ি দুর্ঘটনায় মারাত্মক আহত হয়। প্রচুর রক্তক্ষরণরত অবস্থায় তাকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। খুব তাড়াতাড়ি তাকে বিশেষ প্রক্রিয়ায় রক্ত দেওয়া হয়। তার রক্তের গ্রুপ জানা ছিল না।

২৫. বিপ্লবকে কোন প্রক্রিয়ায় রক্ত দেওয়া হয়?
ক. রক্ত দান খ. রক্ত সংবহন
গ. রক্ত প্রতিস্থাপন ঘ. রক্ত সঞ্চালন

২৬. উক্ত অবস্থায় তাকে কোন গ্রুপের রক্ত দেওয়া নিরাপদ?
ক. A^+ খ. B-
গ. AB^+ ঘ. O^-

২৭. হৃৎপিণ্ডের প্রসারণকে কী বলে?
ক. সিস্টোল খ. ডায়াস্টোল
গ. এক্সপানশান ঘ. কনট্রাকশন

২৮. CO_2 সমৃদ্ধ রক্ত কোথায় পরিশোধিত হয়?
ক. হৃৎপিণ্ডে খ. যকৃতে
গ. ফুসফুসে ঘ. বৃক্কে

২৯. ধমনির প্রাচীর কত স্তরবিশিষ্ট?
ক. ১ স্তর খ. ২ স্তর
গ. ৩ স্তর ঘ. ৪ স্তর

৩০. প্রসবকালীন উচ্চ রক্তচাপজনিত সমস্যাকে কী বলে?
ক. অ্যানিমিয়া খ. লিউকেমিয়া
গ. একলামশিয়া ঘ. অস্টিওম্যালেশিয়া

৩১. মানুষের রক্তে কত ভাগ LDL থাকে?
ক. ৪৫% খ. ৬০%
গ. ৬৫% ঘ. ৭০%

৩২. পিত্তথলির পাথর মূলত কোনটির জমাট রূপ?
ক. খাদ্যকণা খ. খাদ্যের অজৈব অংশ
গ. কোলেস্টেরল ঘ. অপাচ্য খাদ্য

৩৩. কোলেস্টেরল তৈরি করে—
i. পিত্ত ii. ভিটামিন
iii. শর্করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সঠিক উত্তর
অধ্যায় ৬ : ১৫. গ ১৬. খ ১৭. ক ১৮. খ ১৯. খ ২০. খ ২১. গ ২২. ক ২৩. ঘ ২৪. গ ২৫. ঘ ২৬. ঘ ২৭. খ ২৮. গ ২৯. গ ৩০. গ ৩১. ঘ ৩২. গ ৩৩. ক

বাকি অংশ ছাপা হবে আগামীকাল

আগামীকাল থাকবে

পৌরনীতি ও নাগরিকতা
বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

মিজানুর রহমান, *শিক্ষক*
ধানমন্ডি সরকারি বালক উচ্চবিদ্যালয়, ঢাকা

অধ্যায় ৪

৪৮. কোন ধরনের সরকারব্যবস্থা স্থানীয় নেতৃত্ব বিকাশে সহায়ক?
ক. এককেন্দ্রিক খ. যুক্তরাষ্ট্রীয়
গ. সংসদীয় ঘ. রাষ্ট্রপতিশাসিত

৪৯. যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারব্যবস্থায় জনগণ—
i. একটি সরকারের প্রতি আনুগত্য দেখায়
ii. দুই প্রকার আইন ও আদেশ মেনে চলে
iii. রাজনৈতিকভাবে অধিকার সচেতন হয়ে ওঠে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৫০. যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের গুণাবলি হচ্ছে—
i. আঞ্চলিক সমস্যা সমাধানের উপযোগী
ii. কেন্দ্রের স্বেচ্ছাচারিতা বৃদ্ধি পায়
iii. জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৫১. সংসদীয় সরকারের আরেক নাম কী?
ক. যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার
খ. মন্ত্রিপরিষদশাসিত সরকার
গ. একনায়কতান্ত্রিক সরকার
ঘ. রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকার

৫২. বাংলাদেশে কোন ধরনের সরকার বিদ্যমান?
ক. যুক্তরাষ্ট্রীয় খ. সংসদীয়
গ. রাষ্ট্রপতিশাসিত ঘ. একনায়কতন্ত্র

৫৩. সংসদীয় সরকারের প্রধান কে?
ক. রাষ্ট্রপতি খ. প্রধানমন্ত্রী
গ. স্পিকার ঘ. বিচারপতি

৫৪. শাসন বিভাগের স্থায়িত্ব ও কার্যকারিতা কিসের ওপর নির্ভরশীল?
ক. বিচার বিভাগ খ. সচিবালয়
গ. আইন বিভাগ ঘ. সুপ্রিম কোর্ট

৫৫. কোন সরকার জনমত দ্বারা পরিচালিত?
ক. রাষ্ট্রপতিশাসিত খ. সংসদীয়
গ. সমাজতান্ত্রিক ঘ. একনায়কতান্ত্রিক

৫৬. সংসদীয় সরকারব্যবস্থায় প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী কে?
ক. রাষ্ট্রপতি
খ. প্রধানমন্ত্রী
গ. প্রধান বিচারপতি
ঘ. স্পিকার

সঠিক উত্তর
অধ্যায় ৪ : ৪৮. খ ৪৯. গ ৫০. খ ৫১. খ ৫২. খ ৫৩. খ ৫৪. গ ৫৫. খ ৫৬. খ

বাকি অংশ ছাপা হবে আগামীকাল

নোটিশ বোর্ড

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট
৭টি ভাষা শিক্ষা প্রোগ্রাম

■ সিলেট শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটে জানুয়ারি-জুন শিক্ষাবর্ষ ২০২৫-এ সাতটি ভাষা শিক্ষা প্রোগ্রামে ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।
সাতটি ভাষা শিক্ষা প্রোগ্রাম : আরবি, ইংরেজি, কোরিয়ান, চায়নিজ, ফরাসি, জার্মান ও জাপানিজ।
১. সার্টিফিকেট প্রোগ্রাম : ছয় মাস (১ সিমেস্টার)
২. ডিপ্লোমা প্রোগ্রাম : এক বছর (২ সিমেস্টার)
আবেদন জমার শেষ তারিখ : ৩ ডিসেম্বর।
সংযুক্তি : দুই কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি
ভর্তি পরীক্ষার তারিখ : ৬ ডিসেম্বর ২০২৪
ফলাফল প্রকাশ : ৮ ডিসেম্বর ২০২৪
ভর্তি ও অন্যান্য ফি জমা : ১০ ডিসেম্বর ২০২৪ থেকে ৯ জানুয়ারি ২০২৫
ক্লাস শুরুর সম্ভাব্য তারিখ : ১৭ জানুয়ারি ২০২৫।
প্রোগ্রাম ফি : শাবিপ্রবি বর্তমান শিক্ষার্থী, স্থায়ী শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী : ৪ হাজার ৯০০ টাকা, সাধারণ শিক্ষার্থী (প্রতি সিমেস্টার) : ৯ হাজার ৯০০ টাকা।
সার্টিফিকেট প্রোগ্রামে ভর্তির যোগ্যতা : এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
ডিপ্লোমা প্রোগ্রামে ভর্তির যোগ্যতা : ওপরের বর্ণিত যেকোনো ভাষায় সার্টিফিকেট প্রোগ্রাম বা সমমান প্রোগ্রাম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা সংশ্লিষ্ট ভাষায় সরাসরি ডিপ্লোমা প্রোগ্রামে ভর্তির যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।
শাবিপ্রবি শিক্ষার্থী/স্নাতক ডিগ্রিধারীরা সরাসরি ইংরেজি ভাষায় ডিপ্লোমা প্রোগ্রামের জন্য আবেদন করতে পারবেন। কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরবি বিষয়ে স্নাতক কিংবা স্নাতকোত্তর অর্থাৎ ফাজিল/কামিল/আল কোরান/আল হাদিস/ইসলামিক স্টাডিজ/আরবি সাহিত্য বিষয়ে ডিগ্রিধারীরা ভর্তি হতে পারবেন।
বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট : https://www.sust.edu/institutes/iml

অ্যাডভান্স স্টাডিজ ও অ্যাডভান্স এমবিএ প্রোগ্রামে ভর্তির সময় বৃদ্ধি

■ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে মাস্টার্স অব অ্যাডভান্স স্টাডিজ ও অ্যাডভান্স এমবিএ প্রোগ্রামে ভর্তির জন্য অনলাইনে আবেদনের তারিখ ২১ নভেম্বর পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে।
বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট : https:nu.ac.bd

ফ্ল্যাট বিক্রয়

✸ মোহাম্মদপুর বসিলায় নিরিবিলি পরিবেশে ১১২০-২২০০ বফু দক্ষিণমুখী রেডি/ নির্মাণাধীন ফ্ল্যাট বিক্রয় চলছে। ০১৮১০-০৩২৫১৫, ০১৮১০-০৩২৫১০। মো.বু-৬০৪৩০০

✸ রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয় মালিবাগ মেইন রোডের সন্নিকটে পশ্চিম হাজীপাড়ায় ৩ বেড, ৩ বাথ, ড্রইং-ডাইনিংসহ ১২৫৫-১২৭৫ বর্গফুট। মোবাইল: ০১৭০৩-৪৬২৭২৮, ০১৭০৩-৪৬২৮১২। সি-৬০৪৩৪০

✸ বসুন্ধরায় এফ, জি ও কে ব্লকে ১৩৮০-২১৭০ বর্গফুটের ৩ ও ৪ বেডের নির্মাণাধীন ও রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয়। মোবা: ০১৭১৩-৫০২৫৯৩, ০১৭১৩-৫০২৪৭৬। মো.বু-৬০৪৩০১

✸ ধানমন্ডি, মোহাম্মদপুর, মালিবাগ, খিলগাঁও, খিলক্ষেত, বসুন্ধরায় ৩/৪ বেডের প্রায় রেডি/ নির্মাণাধীন ফ্ল্যাট বিক্রয়। মোবা: ০১৭৫৫-৫১১০২৬, ০১৭৫৫-৫১১০১৯। মো.বু-৬০৪২৯৬

✸ আগারগাঁও (শের-ই বাংলানগর) জনতা হাউজিংয়ে ১৩২৫ বর্গফুটের দক্ষিণমুখি নির্মাণাধীন ফ্ল্যাট। ম্যাজিক ব্রিকস হোল্ডিংস লি.। মোবাইল: ০১৭০৪-১৭০০৭৬, ০১৭০৪-১৭০০৭৮। মো.বু-৬০৪২৯৭

✸ বসুন্ধরা এল ব্লকে একই বিল্ডিংয়ে ৩টি ১৫২০ বর্গফুটের প্রায় রেডি ফ্ল্যাট। ম্যাজিক ব্রিকস হোল্ডিংস লি.। মোবা: ০১৭০৪-১৭০০৭৭, ০১৭০৪-১৭০০৭৬। মো.বু-৬০৪২৯৮

পাত্রী চাই

✸ ব্যারিস্টার লিংকনস ইন লন্ডন বর্তমানে প্র্যাকটিসরত এভুলম্যান্ট পিতা সিনিয়র আইনজীবী (৫´-৮´´-৩০) সুদর্শন পাত্রের পাত্রী চাই। মোবা: ০১৭১৪-২৭০৪৩৯ alammoudud@gmail.com ডি-৬০৪৩১৮

✸ ব্যবসায়ী কাম শিল্পপতির একমাত্র পুত্র নামাজী, সুদর্শন, বয়স: ৪৩-৫´-৮´´, বিবিএ/আইটি (আমেরিকা), পেশা: পারিবারিক প্রতিষ্ঠানের ডিএমডি'র জন্য নামাজী, সুন্দরী, বয়স: ২৮-৩৩, উচ্চতা: ৫´-৩´´ উর্ধ্বে পাত্রী আবশ্যক। ০১৭১১-২৯৮৩৯৬। বিকেএন-৬০৪৩৪৬

✸ বিশিষ্ট শিল্পপতি ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের পুত্র ও/এ লেভেল ইউএসএ হতে গ্র্যাজুয়েশন (২৬-৫´-৮´´) নিজ কোম্পানির ডিরেক্টর পাত্রের পাত্রী চাই। ০১৬৩১৯১৫৩৪২, ০১৬১৮৮৭১০৪৭। ডি-৬০৪৩১৫

✸ মেজর বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, পোস্টিং ঢাকা, শিক্ষিত ছোট পরিবার, ঢাকায় সেটেল্ড (৩০-৫´-৮´´) পাত্রের জন্য পাত্রী। ০১৭০৬৩১৯৩৩১। ডি-৬০৪৩১৩

✸ আমেরিকান গ্রিনকার্ড হোল্ডার সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার ইনটেল কর্পোরেশন, বিএসসি বুয়েট, এমএস আমেরিকা (৩৪-৫´-৮´´) সুদর্শন পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। ০১৭৯১৬৪৮৫৬৭। ডি-৬০৪৩১৪

✸ অস্ট্রেলিয়ার সিটিজেন, ব্যাচেলর অফ কমার্স একাউন্টিং সিপিএ ফিনান্স অফিসার অস্ট্রেলিয়া (৩৬-৫´-১১´´) সুদর্শন পাত্র (আর্জেন্ট) পাত্রী চাই। পাত্র বর্তমানে দেশে # ০১৭১৫৫৮৩৮৫০। যাবু-৬০৪২৯৫

✸ অস্ট্রেলিয়ার সিটিজেন প্রাপ্ত, সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ার (৩৪-৫´-১১´´), বাবা উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, ঢাকায় সেটেল্ড, সুদর্শন পাত্রের পাত্রী চাই। ০১৮৯৬২২৪৫৬৭। ডি-৬০৪৩৫১

✸ পাত্র অস্ট্রেলিয়ার সিটিজেন, মাস্টার্স অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অস্ট্রেলিয়া, ঢাকায় স্থায়ী (৩৮-৫´-১০´´) সুদর্শন পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। যোগাযোগ: ০১৭৬৭০০১২৫৫। ডি-৬০৪৩৫২

✸ বিএসসি এমএসসি বুয়েট পিএইচডি আমেরিকা সিনিয়র সাইন্টিফিক অফিসার পারমাণবিক শক্তি কমিশন ঢাকায় সেটেল্ড (৩৫-৫´-৯´´) পাত্রের আর্জেন্ট যোগাযোগ: ০১৯৩৯৫০০৭০৯। ডি-৬০৪৩৪৯

✸ বিএসসি ইঞ্জিনিয়ার (২৮), চাকরিজীবী, ঢাকা স্থায়ী, বিবাহ বিচ্ছেদ, এক সন্তান। শিক্ষিত পরিবারের পাত্রী প্রয়োজন। যোগাযোগ: ০১৯৭২-০৩৯২৬৭। ডি-৬০৪৩৫৮

জমি বিক্রয়

✸ ১৬টা সেমি পাকা রুমসহ ৭ শতাংশ জমি বিক্রয় হবে। চান্দনা চৌরাস্তা গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন। গ্রেট ওয়াল সিটির পাশে। মোবা: ০১৭১৫০২৯২৩৫, ০১৭৪৫৫২৫৫০৬। ডি-৬০৪২১২

ফ্ল্যাট বিক্রয়

✸ মোহাম্মাদীয়া হাউজিং লি., নবোদয়, বাইতুল আমান হাউজিং লি. ও আদাবরে কর্নার ও দক্ষিণমুখী (৮৯০-১৮২০ ব.ফু.)-এর ফ্ল্যাট বিক্রয়। মোবাইল: ০১৮১০-০৩২৫১৩, ০১৮১০-০৩২৫১২। মো.বু-৬০৪২৯৯

✸ গুলশান-২-এর ৪৪৪৫ বর্গফুটের রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয় করা হবে। +৮৮০১৩০২৫৩৫৫২২। ডি-৬০৪৩০২

✸ ধানমন্ডি ৮/এ সাতমসজিদ রোডের পশ্চিমে নাভানার ১৯৯১ বফু পার্কিংসহ ৯ তলায় সামনে কর্নার সাইডে ইন্টেরিয়রকৃত তিতাস গ্যাসসহ ব্যবহৃত ফ্ল্যাট। ০১৭১৪৮৫৫১১০, ০১৮১৫৭৫০৭২১। সি-৬০৪৩২৭

✸ পরিবার নিয়ে ছুটি ভোগ সুবিধার্থে আধুনিক পরিবেশে ১৩ তলা মার্কেট গাজীপুর প্রধান সড়কে নির্মিত হচ্ছে। এখানে ১টি লিভিং রুম, শপিং দোকান ও গ্যারেজ। প্যাকেজ মূল্য ১ কোটি টাকা। মোবাইল: ০১৮৬৬-৫৫২৬৫০, ০১৮৩০-০৬৬৪৪৮। সি-৬০৪৩৪১

✸ ইউনিটি ডেভেলপমেন্ট লি.-এর নির্মাণাধীন স্কয়ার হাসপাতালের পেছনে ১৬৫০ ব.ফু., ঢাকা কলেজের বিপরীতে ১১৮৫-১২২০ ব.ফু. ও মালিবাগ ডিআইটি রোডে ১৩৫০-১৪৯০ ব.ফু. নির্মাণাধীন ফ্ল্যাট ও ২৬৫০ ব.ফু. বাণিজ্যিক স্পেস বিক্রয় হবে। ০১৭১৪৭৯৫৩১৪। সি-৬০৪৩২০

✸ মোহাম্মদপুরে তিন বেডরুমের রেডি ফ্ল্যাট তিতাস গ্যাস সংযোগসহ সুলভ মূল্যে বিক্রয়। যোগাযোগ: ০১৭০৮৮৩৩৯২৭। ডি-৬০৪৩৩১

✸ আফতাবনগরে সিঙ্গেল ইউনিটের নির্মাণাধীন ফ্ল্যাট বিক্রয়। যোগাযোগ: ০১৭৭৭৭৩৪৭১৬। ডি-৬০৪৩৩২

✸ জরুরিভিত্তিতে ৪নং সেক্টরের ৭নং রোডে ৯ম/১০ম তলায় ২৩০০ বর্গফুটের ফ্ল্যাট বিক্রি হবে। ০১৭৮৬৪৭৪৯১৯, ০১৯৭৭৪৭৪৯১৯। ডি-৬০৪৩৫৪

✸ উত্তরা ৪নং সেক্টরের পূর্ব পাশে দক্ষিণখান কসাইবাড়ী রেলগেটের একটু পূর্বেই ২য়তলায় ১০২৫/ ২২০০/২০০/১৭৫/১৪০ বর্গফুটের কমার্শিয়াল স্পেস ও ৯মতলায় ১৬০০/১৭০০ বর্গফুটের ফ্ল্যাট বিক্রি হবে। ০১৭৮৬৪৭৪৯১৯। ডি-৬০৪৩৫৫

✸ জলসিঁড়িতে (৪০´-১০০´ রাস্তা) নির্মাণাধীন প্রকল্পে সেক্টর-১৩, ১৭তে ২৭৫০ ও ২৮০০ বর্গফুট-এর ফ্ল্যাট বিক্রয় চলছে। মোবাইল: ০১৩২৯৭১১৫৪০। সি-৬০৪৩৫৯

প্লট বিক্রয়

✸ বসুন্ধরা ঢাকা, রাজউক প্ল্যান পাস করা, আই-ব্লক ৮ কাঠা # এল-ব্লক ৫ কাঠা কর্নার # এম-ব্লক ৮ কাঠা # এন এক্স ১০ কাঠা কর্নার। মোবা: ০১৭২৭৫২৫৫৮৫। সি-৬০৪৩২৫

✸ বসুন্ধরা আ/এ ব্লক-পি, ৫ কাঠার দক্ষিণমুখী প্লট (৮২০০+) জরুরী বিক্রয়। (বি.দ্র.) প্লটটি এখনো রেজিস্ট্রি হয়নি আপাতত ফাইল ট্রান্সফার হবে। প্রতি কাঠা ৬৫ লক্ষ একদাম। ০১৭১৩-৪৭৮৫৬৮। সি-৬০৪৩২৬

✸ পূর্বাচলে বসবাস উপযোগী চাকরিজীবী কোটায় পাওয়া ৩ কাঠার প্লট জরুরি ভিত্তিতে বিক্রয়। যোগাযোগ: ০১৭১১-৩৫০১০৯, ০১৯৮৮-৯৭০৩৩৫। সি-৬০৪৩৪২

✸ বসুন্ধরা আ/এ, এম-ব্লকে ৬০´ রোডে ৩ ও ৬ কাঠা, এন-ব্লকে ৪, ৫ দক্ষিণমুখী, এল-ব্লকে ৩+৩=৬ কাঠা ৪০´, ২৫´ রোডের কর্নার। মোবা: ০১৭১১-৯৯৩৮৩০। সি-৬০৪৩৩৯

বিবিধ বিক্রয়

✸ **বাড়ি:** গুলশান-২ এ, ৫ কাঠা জমির উপর ৬ তলা দক্ষিণমুখী কমার্শিয়াল বিল্ডিং বিক্রয় করা হবে। যোগাযোগ: ০১৭১২০২১০৭২। সি-৬০৪৩২৪

✸ **অফিস স্পেস:** পূর্বাচল সংলগ্ন ইউএস বাংলা প্রকল্পে অ্যাভিনিউ রোডে জমির মালিকানাসহ সহজ কিস্তিতে (১৬৫০ ব.ফু) অফিস স্পেস ও প্রগতি সরণিতে লিফট-১১ (১৫৫০ ব.ফু) রেডি অফিস বিক্রয়। ০১৯৩৭৭৭০০২১, ০১৯১২১০০৪৪৮। ডি-৬০৪৩০৯

✸ **বিক্রয়:** ১০টি ডক্টর চেম্বার (সাজানো) বিক্রয় হবে, প্রতিটি ৫০০ স্কয়ারফিট, স্কয়ার হাসপাতালের সাথের বিল্ডিং পান্থপথ, ব্যাংক লোনে সহযোগিতা। যোগাযোগ: ০১৭০৮৭৭৭৯৫৭, ০১৭২১২১০৬৪৯। ডি-৬০৪৩৩৩

পাত্র-পাত্রী চাই

✸ দীর্ঘ ১৫ বছর পাত্র-পাত্রী ম্যাচমেকিং-এর ক্ষেত্রে আস্থা, নিষ্ঠা, সততার মাধ্যমে অভিজাত উচ্চশিক্ষিত প্রতিষ্ঠিত এবং পারিবারিক ধর্মীয় মূল্যবোধ বজায় রেখে কাজ করছে "ম্যারেজ সল্যুশন বিডি" "দৃষ্টিভঙ্গি বদলান/জীবন বদলে যাবে" # মোবাইল: ০১৬১৮-৮৭০৬৮৫/০১৭৪৫-৫৭৩৩৪৯। ডি-৬০৪৩১৯

✸ আপনি কি মনের মতো পাত্র-পাত্রী খুঁজছেন? যেমন বুয়েট, ঢা.বি., নর্থ সাউথ ও ব্র্যাকসহ বিদেশি উচ্চতর ডিগ্রিসম্পন্ন পাত্র/পাত্রীর জন্য আসুন লগনে, গুলশান-১। ০১৭১৫২৫৯৭৮৭, ০১৭১০০৮৪০০৯। ডি-৬০৪৩৩৪

প্লট বিক্রয়

✸ পূর্বাচল ২৭নং সেক্টরের সাথে বালিভরাট চলমান, কাঠাপ্রতি মূল্য সর্বনিম্ন ২.৭৫ লক্ষ টাকা। মোবাইল: ০১৮৪৪-২৪৩৮৬৮। টিবু-৬০৪৩২৯

✸ ১২০´ মাদানী অ্যাভিনিউ আর্মি জলসিঁড়ির সাথে বালু ভরাটকৃত প্লট। কাঠাপ্রতি ১৫ থেকে ৪০ লক্ষ টাকা। ০১৭০৮-৪৩৩৯২৭। ডি-৬০৪৩৩৫

✸ আর্মি হাউজিং জলসিঁড়ি গাঁ ঘেঁষেই ১০০% রেডি প্লট, এখনই বাড়ি করে বসবাস করুন। কাঠা ৫ লক্ষ। ০১৮৯৪৮৪১৭২৪। সি-৬০৪৩৫৬

✸ ঢাকা-মাওয়া ৪০০´ ফিট এক্সপ্রেসওয়ে-সংলগ্ন, বাউন্ডারিকৃত রেডি প্লট কম মূল্যে বিক্রয় চলছে। মোবাইল: ০১৮৯৪৮৪১৭৫৫। সি-৬০৪৩৫৭

গাড়ি বিক্রয়

✸ ওয়ার্ল্ড কনসার্ন সংস্থার নাভানা মডেলের ১টি গাড়ি মাইক্রোবাস টয়োটা এম. ক্রপ, ১৯৯৪ সিসি: ১৫০০, আসন: ০৭ বিক্রি হবে, আগ্রহী ক্রেতাগণকে নিম্নোক্ত ঠিকানায় ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের নাম ঠিকানা, মোবাইল নংসহ ৩০ শে নভেম্বর ২০২৪ ইং এর মধ্যে দরপত্র জমা দেয়ার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে। যোগাযোগ: মোবাইল নং- ০১৭৩১-৪৩৩৬৬১, ঠিকানা: ওয়ার্ল্ড কনসার্ন, ১২/৮, ইকবাল রোড, ব্লক-এ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭। মো.বু-৬০৪৩০৮

পাত্র চাই

✸ অভিজাত এলাকায় বসবাসরত আমেরিকার সিটিজেন মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার সুন্দরী (৫´-৬´´+২৭) পাত্রীর পাত্র চাই। অভিভাবকগণ যোগাযোগ করুন। ০১৭৩২-২১৩০৫১। ডি-৬০৪৩১৭

✸ বিশিষ্ট শিল্পপতি ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের কন্যা লন্ডন হতে গ্র্যাজুয়েশন (২৭-৫´-৬´´) পাত্রীর পাত্র চাই। ০১৭৮০৪১৪৮৯৭, ০১৯৭০৫০৪৫০৪। ডি-৬০৪৩১৬

✸ এমবিবিএস ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ইন্টার্নিরত) ছোট পরিবার ঢাকায় সেটেল্ড (২৪-৫´-৩´´) সুন্দরী নামাজি পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র। ০১৭৩২২৩১৩০৭। ডি-৬০৪৩১১

✸ সপরিবারে আমেরিকান সিটিজেন, গ্র্যাজুয়েশন নিউইয়র্ক (২৪-৫´-৩´´) ফর্সা সুন্দরী পাত্রীর জন্য ঢাকায় সেটেল্ড শিক্ষিত পরিবারের শিক্ষিত সুদর্শন পাত্র চাই (পাত্রী বর্তমানে ঢাকায়)। মোবা: ০১৭০৬৩১৯৩৩২। ডি-৬০৪৩১২

✸ সপরিবারে অস্ট্রেলিয়ার সিটিজেন বিধবা ১ সন্তানের জননী (৫´-৪´´+৩৪) সুন্দরী নামাজি পাত্রীর জন্য সৎযোগ্য পাত্র চাই। সরাসরি: ০১৩৩০১৭৩৪০৬। এসবি-৬০৪২০৯

✸ অভিজাত এলাকায় সেটেল্ড বিশিষ্ট ব্যবসায়ীর কন্যা। কানাডায় গ্র্যাজুয়েট কানাডায় সিটিজেন (৩০-৫´-৩´´) উচ্চশিক্ষিত সম্ভ্রান্ত পরিবারের পাত্রী উপযুক্ত পাত্র। ০১৮৯৬২২৪৫৬৫। ডি-৬০৪৩৫৩

পাত্র চাই

✸ ব্যবসায়ী পিতার একমাত্র কন্যা ও/এ লেভেল, এমএসসি (ইকোনমিকস) বহুজাতিক সংস্থায় দোহা কাতার এ চাকরি করে ঢাকায় স্থায়ীভাবে বসবাসরত (৩১+৫´-৪´´) পাত্রীর দেশে/প্রবাসের উপযুক্ত পাত্র চাই। নো-মিডিয়া। মোবাইল: ০১৭১১৫২৩৬৬৪। মিবু-৬০৪৩৩৮

✸ সিপিএ (কানাডা, ৫´-২´´-২৭); ইঞ্জিনিয়ার (ইউকে, ৫´-১´´-২৮) এক্সিকিউটিভ প্রফেশনাল, সুদর্শনাদ্বয়ের উপযুক্ত। 'গুলশান মিডিয়া', বাড়ি-১৩, রোড-৯, গুলশান-১। ৫৮৮১৪০৪৪, +৮৮০১৫৫৬-৫৯০৮৮৪, www.gulshanmedia.net মহাবু-৬০৪৩৪৮

✸ বুয়েট (ইইই) (২৩-৫´-৪´´) ঢাকা মেডিকেল (২৫-৫´-৫´´) ঢাকা ইউনিভার্সিটি (২২-৫´-৪´´) ব্র্যাক (২৪-৫´-৩´´) সুশ্রী পাত্রীদের ম্যাট্রিমনি বাংলাদেশ হোম সার্ভিস। মোবাইল: ০১৩৩২৫৬৫৮৭৮। ডি-৬০৪৩৫০

পড়াব

✸ ইন্টারমিডিয়েটের গণিত পদার্থ রসায়ন অভিজ্ঞতার আলোকে বেসিকসহ ভালো ফলাফলের নিশ্চয়তায়। হাসান-ঢাবিতে গণিতে অনার্সসহ মাস্টার্স। (কলেজ লেকচারার) ০১৭৩৯১৩২২৭৫। সি-৬০৪৩০৪

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

নং সংস্থা/ব-৫৯/রে- ২৯৯৫ তারিখ: ০৪ নভেম্বর ২০২৪

আবশ্যক

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের নিম্নবর্ণিত শূন্য পদসমূহ পূরণের নিমিত্তে যোগ্যতাসম্পন্ন বাংলাদেশী নাগরিকদের নিকট হতে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্ধারিত ফরমে আবেদনপত্র আহ্বান করা যাচ্ছে:

শিক্ষক পদ

১। **পুরকৌশল বিভাগ**
ক) অধ্যাপক-এর ১টি স্থায়ী পদ। বেতন স্কেল ৮: ৫৬৫০০-৭৪৪০০/-।
খ) সহকারী অধ্যাপক-এর ২টি স্থায়ী পদ। বেতন স্কেল ৮: ৩৫৫০০-৬৭০১০/-।

২। **ইন্ডাস্ট্রিয়াল এন্ড প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ**
অধ্যাপক-এর ১টি স্থায়ী পদ। বেতন স্কেল ৮: ৫৬৫০০-৭৪৪০০/-।

৩। **রসায়ন বিভাগ**
ক) সহকারী অধ্যাপক-এর ১টি স্থায়ী পদ। বেতন স্কেল ৮: ৩৫৫০০-৬৭০১০/-।
খ) লেকচারার-এর ১টি অস্থায়ী পদ। বেতন স্কেল ৮: ২২০০০-৫৩০৬০/-।

৪। **তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক কৌশল বিভাগ**
লেকচারার-এর ১টি অস্থায়ী পদ। বেতন স্কেল ৮: ২২০০০-৫৩০৬০/-।

উল্লিখিত পদসমূহের আবেদনপত্র জমাদানের শেষ তারিখ: ২৭/১১/২০২৪

সকল পদের বিস্তারিত তথ্যের জন্য বুয়েট ওয়েবসাইট (regoffice.buet.ac.bd)-Vacancy-এর Job circular page-এ Search করা অথবা রেজিস্ট্রার অফিসের সংশ্লিষ্ট শাখায় সরাসরি যোগাযোগ করা যেতে পারে।

রেজিস্ট্রার

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন

আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
রিসার্চ সাপোর্ট এন্ড পাবলিকেশন ডিভিশন

নম্বর: ৩৭.০১.০০০০.০৭২.৪২.০১০.২৪.৩৯৪১

তারিখ: ২০ কার্তিক ১৪৩১ বঙ্গাব্দ / ০৫ নভেম্বর ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

ইউজিসি স্বর্ণপদক ২০২৩ এর দরখাস্ত আহ্বান

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক প্রবর্তিত **ইউজিসি স্বর্ণপদক ২০২৩** প্রদানের নিমিত্ত নিম্নবর্ণিত শর্তে **'myGov (আমার সরকার) এক ঠিকানায় সকল সরকারি সেবা'**-এ রেজিস্ট্রেশনপূর্বক (https://www.mygov.bd/services/form?id=BDGS- 1637554194) দরখাস্ত আহ্বান করা যাচ্ছে-

(১) দেশের পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ণকালীন শিক্ষকগণ ইউজিসি স্বর্ণপদকের জন্য আবেদন করতে পারবেন। আবেদনকারীকে অবশ্যই বাংলাদেশি নাগরিক হতে হবে;

(২) প্রকাশিত প্রবন্ধ/পুস্তক অবশ্যই ২০২৩ সালে প্রকাশিত হতে হবে। দেশিয় সমস্যা সম্পর্কিত এবং দেশের মধ্যে সম্পাদিত গবেষণা কর্মের প্রকাশনাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে;

(৩) যেকোনো প্রবন্ধ/পুস্তক পুনর্মুদ্রিত এবং অনলাইন প্রকাশনা গ্রহণযোগ্য হবে না;

(৪) শুধুমাত্র বর্ণনা ও জরিপমূলক, অনুবাদ বা সম্পাদনাকর্ম এবং Review Article, ইন্সটিটিউট, একাডেমি, সোসাইটি, সমিতি কর্তৃক পত্রিকায়/স্যুভেনির-এ প্রকাশিত পর্যালোচনামূলক প্রবন্ধ/পুস্তক স্বর্ণপদকের জন্য বিবেচিত হবে না। এছাড়া ডিগ্রি অর্জনের জন্য গবেষণাকর্মের ভিত্তিতে রচিত প্রবন্ধ/পুস্তকও ইউজিসি স্বর্ণপদকের জন্য বিবেচিত হবে না;

(৫) চারুকলার ক্ষেত্রে আবেদনকারীকে বিগত ৫ (পাঁচ) বছরের প্রকাশনা, প্রদর্শনীর সিডি ও ক্যাটালগ এবং স্থাপত্যের ক্ষেত্রে আবেদনকারীকে বিগত ৫ (পাঁচ) বছরের পোর্টফলিও আবেদনপত্রের সাথে জমা দিতে হবে;

(৬) আবেদনকারীকে আবেদন করার সময় অনধিক ২০০ (দুইশত) শব্দের মধ্যে একাডেমিক কার্যক্রমের উপর গুরুত্বারোপ করে জীবন-বৃত্তান্তের হার্ডকপি, সদ্য তোলা পাসপোর্ট সাইজের ৩ (তিন) কপি রঙ্গিন ছবি এবং বিগত ৫ (পাঁচ) বছরের প্রকাশনার তালিকা (যদি থাকে) যথাযথ রেফারেন্সসহ আবেদনপত্রের সাথে জমা দিতে হবে:

(৭) যৌথ/একাধিক প্রকাশনার ক্ষেত্রে Corresponding Author/First Author/Last Author সকল Co-author-দের সম্মতিপত্রসহ আবেদন করতে পারবেন। তবে পুস্তকের ক্ষেত্রে লেখকদের যৌথভাবে আবেদন করতে হবে;

(৮) একজন আবেদনকারী একই শাখায় একের অধিক আবেদন করতে পারবেন না। কোনো শাখায় একের অধিক আবেদন করলে ঐ শাখার সকল আবেদন বাতিল বলে গণ্য হবে;

(৯) আগামী ২৪ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখের মধ্যে **'myGov (আমার সরকার) এক ঠিকানায় সকল সরকারি সেবা'**-এ অনলাইনে আবেদন করতে হবে এবং একইসাথে আবেদনের প্রিন্ট কপিসহ প্রকাশিত প্রবন্ধের ক্ষেত্রে ৬ কপি এবং পুস্তকের ক্ষেত্রে ৪ কপি হার্ডকপি যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে **পরিচালক, রিসার্চ সাপোর্ট এন্ড পাবলিকেশন ডিভিশন, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭** বরাবর পৌঁছাতে হবে;

(১০) নীতিমালা ও সম্মতিপত্রের নমুনা ইউজিসির ওয়েবসাইটের (www.ugc.gov.bd) সম্মাননা সেবাবক্সে **'ইউজিসি স্বর্ণপদক'**-এ দেওয়া আছে;

(১১) ইউজিসি স্বর্ণপদক প্রদান সংক্রান্ত বিষয়ে **কমিশন কর্তৃপক্ষ** যেকোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা সংরক্ষণ করে।

০৫-১১-২০২৪
ড. ফেরদৌস জামান
পরিচালক

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER
EDUCATION ENGINEERING DEPARTMENT
JASHORE
Web: eed.jessore.gov.bd

Invitation for e-Tender (IFT)

TENDER NOTICE NO: EE/EED/JASHORE/E-GP/2024-25/323 Schools & 64 tsc/03 Date:: 04.11.2024 Eng.

This is an online Tender [Open Tendering Method (OTM)] where only e-Tender will be accepted in the National e-GP portal and no offline/hard copies will be accepted. The Tender who has registered in the National e-GP portal (http://www.eprocure.gov.bd) is eligible to participate in this Tender. The fees of downloading the e-Tender documents of following Package from the National e-GP System portal have to be deposited online through any registered Bank's branches up to the following date and time.

SL No.	Tender ID	Name of Works
1.	1032222	Construction of 10 Storied Academic Building with 10 Storied Foundation In/c. Sanitary, Water Supply & Electrification Works at Jashore Zilla School under Sadar Upazila of Jashore District. Category A3-B/G (Joint Pile).
2.	1032162	Completion of the unfinished work (3rd, 4th, 5th & 6th Floor) of Seven (07) Storied Academic cum Workshop Building with Seven (07) Storied Foundation In/c. Sanitary, Water Supply & Electrification Works at Jashore Technical School and College under Sadar Upazila of Jashore District.

Last Date & Time of Selling Documents : 08-Dec-2024 16:00
Last Date & Time of Submission Documents : 09-Dec-2024 13:00
Date & Time of Tender Closing & Opening : 09-Dec-2024 13:00

Furthur information and guidelines are available in the National e-GP System Portal and from e-GP helpdesk (helpdesk@eprocure.gov.bd).

04.11.24
(Md. Hadiuzzaman Khan)
Executive Engineer
Education Engineering Department
Jashore
E-mail: ee_jas@eedmoe.gov.bd

Memo No. 27.12.2637.225.02.015.24.151 Date: 31-10-2024

e-Tender Notice (LTM)

e-Tender is invited in the National e-GP System Portal (http://www.eprocure.gov.bd) for Procurement of following Line construction/ Up-gradation Works. Tender submission deadlines are mentioned below:

e-Tender ID	Description of Works	Online (e-GP System) Tender Publication Date & Time	Tender Document Last Selling Date and Time	Tender Closing Date and Time
1026022	Installation, Testing & Commissioning and all other Required Works for Construction of New 11KV Line and Up gradation of Existing 11KV Line at Narsigndi PBS-2 under MCE(DMD) Project Sub-Package: MCEP/BREB/DMD-W-96-4-11 KV-N and Up.	06-Nov-2024 15:00 (BST)	20-Nov-2024 16:00 (BST)	21-Nov-2024 13:30 (BST)
1026020	Installation, Testing & Commissioning and all other Required Works for Construction of New 11KV Line and Up gradation of Existing 11KV Line at Narsingdhi PBS-2 under MCE(DMD) Project Sub-Package: MCEP/BREB/DMD-W-96-3-11 KV-N and Up.	06-Nov-2024 15:00 (BST)	20-Nov-2024 16:00 (BST)	21-Nov-2024 13:00 (BST)
1026019	Installation, Testing & Commissioning and all other Required Works for Construction of New 11KV Line and Up gradation of Existing 11KV Line at Narsigndi PBS-2 under MCE(DMD) Project Sub-Package: MCEP/BREB/DMD-W-96-2-11 kV-N and Up.	06-Nov-2024 15:00 (BST)	20-Nov-2024 16:00 (BST)	21-Nov-2024 12:30 (BST)
1025587	Installation, Testing & Commissioning and all other Required Works for Construction of New 11KV Line and Upgradation of Existing 11KV Line at Munshiganj PBS under MCE(DMD) Project Sub-Package:MCEP/BREB/DMD-W-84-4-11 KV-N and Up.	06-Nov-2024 15:00 (BST)	20-Nov-2024 16:00 (BST)	21-Nov-2024 12:00 (BST)
1025586	Installation, Testing & Commissioning and all other Required Works for Construction of New 11KV Line and Up gradation of Existing 11KV Line at Munshigonj PBS under MCE(DMD) Project Sub-Package: MCEP/BREB/DMD-W-84-2-11 KV-N and Up.	06-Nov-2024 15:00 (BST)	20-Nov-2024 16:00 (BST)	21-Nov-2024 11:30 (BST)
1025585	Installation, Testing & Commissioning and all other Required Works for Construction of New 11KV Line and Upgradation of Existing 11KV Line at Dhaka PBS-4 under MCE(DMD) Project Sub-Package: MCEP/BREB/DMD-W-42-1-11 KV-N and Up.	06-Nov-2024 15:00 (BST)	20-Nov-2024 16:00 (BST)	21-Nov-2024 11:00 (BST)
1025584	Installation, Testing & Commissioning and all other Required Works for Construction of New 11KV Line and Upgradation of Existing 11KV Line at Dhaka PBS-4 under MCE(DMD) Project Sub-Package: MCEP/BREB/DMD-W-42-2-11 KV-N and Up.	06-Nov-2024 15:00 (BST)	20-Nov-2024 16:00 (BST)	21-Nov-2024 10:30 (BST)
1024996	Installation of Insulated Conductor, Conversion of LT to HT& HT(1ph to 3ph) line along with testing commissioning etc. at Dhaka PBS-4 under MCE(DMD) Project Sub-package:MCEP/BREB/DMD-W-194-2-Ins-LT to HT 1 ph to 3 ph.	06-Nov-2024 15:00 (BST)	20-Nov-2024 16:00 (BST)	21-Nov-2024 10:00 (BST)
1024973	Installation, Testing & Commissioning and all other Required Works for Construction of New 11KV Line and Upgradation of Existing 11KV Line at Narayanganj PBS-1 under MCE(DMD) Project. Sub Package No: MCEP/BREB/DMD-W-89-4-11KV-N and Up	06-Nov-2024 15:00 (BST)	20-Nov-2024 16:00 (BST)	21-Nov-2024 09:30 (BST)
1026025	Installation of Insulated Conductor, Conversion of LT to HT& HT(1ph to 3ph) line along with testing commissioning etc. at Munshiganj PBS under MCE(DMD) Project Sub-package: MCEP/BREB/DMD-W-257-1-Ins-LT to HT-HT 1ph to 3ph.	06-Nov-2024 15:00 (BST)	20-Nov-2024 16:00 (BST)	21-Nov-2024 14:00 (BST)

This is Online Tender, where only e-Tender will be accepted in the National e-GP Portal and no offline/hard copies will be accepted. To submit e-Tender, registration in the National e-GP System Portal (http://www.eprocure.gov.bd) is required. The fees for downloading the e-Tender Documents from the National e-GP System Portal have to be deposited online through any e-GP registered bank's branches. Further information and guidelines are available in the National e-GP System Portal and from e-GP helpdesk (helpdesk@eprocure.gov.bd).

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড
Bangladesh Rural Electrification Board
বাপবিবো/জন (২৪১০-৫৯) ২০২৪-২৫

(Abdul Lafif Sardar)
Superintending Engineer
Bangladesh Rural Electrification Board
Dhaka Zone (South), Executive Building, Nikunja-02,
Khilkhet, Dhaka-1229.
E-mail: sebrebdhksouth@gmail.com

শিশিরভেজা ঘাসে হাঁটুন

খালি পায়ে শিশিরভেজা ঘাসে হাঁটাকে বলে 'ডিউ ওয়াকিং'। এটি একধরনের হাইড্রোথেরাপি। সূত্র : লাইভস্ট্রং ডটকম

সাশ্রয়ে সাত দিনই খান পুষ্টিকর খাবার

বাজারদরে পেরে না উঠে অনেকেই রোজকার খাদ্যতালিকা থেকে বাদ রাখছেন ডিম, দুধ বা মাছ-মাংস। দিন শেষে তাই চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে খাবার থেকে পর্যাপ্ত পুষ্টি মিলছে কি না। এই বিষয়কে গুরুত্ব দিয়েই বারডেম জেনারেল হাসপাতালের প্রধান পুষ্টিবিদ **শামছুন্নাহার নাহিদ** ও 'নকশা'র নিয়মিত রন্ধনশিল্পী **ফারাহ্ সুবর্ণা**কে এক টেবিলে বসিয়েছিল 'অধুনা'। দামি খাবার বাদ দিয়েও কীভাবে প্রতিদিনের পুষ্টিটা ঠিক রাখা যায়, সেই পরামর্শই দিয়েছেন তাঁরা। একই সঙ্গে চারজনের একটি পরিবারের সাত দিনের খাবারের তালিকা কেমন হতে পারে, তারও একটি নমুনা তৈরি করে দিয়েছেন তাঁরা। সঙ্গে ছিলেন **হাসান ইমাম**

প্রতিদিনের খাবারে যাতে সব ধরনের পুষ্টি উপাদান থাকে, সেটা নিশ্চিত করা জরুরি। মডেল : হৃদি, ছবি : অধুনা

প্রতিদিন কতটা পুষ্টি দরকার

শামছুন্নাহার নাহিদ : পুষ্টি নির্ভরই করে বয়সের ওপর। একটি পরিবারে যদি চারজন মানুষ থাকেন, তাহলে তাঁদের বয়স নিশ্চয়ই এক হবে না। কেউ হয়তো প্রাপ্তবয়স্ক, কারও আবার বাড়ন্ত বয়স। থাকতে পারেন প্রবীণ সদস্যও। তাই সরাসরি চারজন বলে পুষ্টির পরিমাণ বোঝানো কঠিন। একই সঙ্গে মানুষগুলোর বয়স, ওজন, উচ্চতা—নানা কিছু নির্ভর করে। তবে আমরা যদি সামগ্রিক দিক বিবেচনায় নিয়ে একটা ধারণা দিতে চাই, তাহলে বলতে হবে, একই রান্নায় কীভাবে সেই পুষ্টির চাহিদা মিটবে। প্রথমত, মানুষটির জন্য শর্করা (কার্বোহাইড্রেড) জরুরি। যা মিলবে চাল, আটা থেকে। এরপর দরকার প্রোটিন। যা দুই ধরনের উপায়ে মিলবে—১. প্রাণিজ প্রোটিন ২. উদ্ভিজ্জ প্রোটিন। তবে প্রাণিজ প্রোটিন খেতে পারলে সবচেয়ে ভালো, সেটা অল্প পরিমাণে খেলেও ভালো কাজ করে। এর মধ্যে আছে ডিম, দুধ, মাছ, মাংস ইত্যাদি। তবে কম খরচে মেলে উদ্ভিজ্জ প্রোটিন। যেখানে নন-এসেনশিয়াল অ্যামিনো অ্যাসিড অনেক বেশি, তবে এসেনশিয়াল অ্যামিনো অ্যাসিডের একটু ঘাটতি থাকে। ফলে আমরা যদি উদ্ভিজ্জ প্রোটিন খেতে চাই, তাহলে ডাল, ছোলা, বুট, বাদাম থেকে সহজে মিলতে পারে এই প্রোটিন। এবার আসি আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান চর্বি (ফ্যাট) বিষয়ে। আলাদা করে যেটা খাওয়ার দরকার পড়ে না। শুধু খাবারে প্রতিদিন যে তেল খাচ্ছি, সেটা থেকেই এই উপাদান শরীর পেয়ে যেতে পারে। এরপর আছে ভিটামিন ও মিনারেলস, যা আগের খাবারগুলো খাওয়ার পর শরীরে সেটা শোষণ ও হজম এবং রোগপ্রতিরোধের জন্য দরকার। এটা লাগে খুবই কম, কিন্তু প্রতি বেলায় জরুরি। শাকসবজি, ফলমূল বা সালাদ থেকে এটা সহজেই পেতে পারে শরীর।

কারও যদি সামর্থ্য না থাকে, এসব উপকরণ দামি খাওয়ার কোনো দরকার নেই। প্রতিদিন যে শর্করা দরকার, সেটা ভাত বা রুটি ছাড়াও চিড়া, মুড়ি, নুডলসের মতো উপকরণ থেকেও মিলতে পারে। প্রোটিন মানেই যে মাছ-মাংস খেতে হবে, সেটা নয়। সবচেয়ে কম খরচে বেশি প্রোটিন মেলে ডিম থেকে। ১৩ টাকা একটা ডিমের দাম হলে চারজনের পরিবারের জন্য খরচ ৫২ টাকা। এই ৫২ টাকায় এত ভরপুর প্রোটিন আর কিছুতে পাওয়া কঠিন।

পাশাপাশি শাকসবজি অথবা সালাদের যেকোনো একটা কম খরচে সারতে চেষ্টা করুন। যেটা কম দাম, সেটাই কিনুন। ধরুন ডালটা বাদ যাচ্ছে বা পদ বেশি রান্না করতে গিয়ে খরচ বেড়ে যাচ্ছে। তাহলে চারটি পদকে দুই পদে নামিয়ে এনে রান্নায় কৌশলী হতে চেষ্টা করুন। ধরুন, আপনি সবজি দিয়ে মাছ রান্না করলেন আর ডাল দিয়ে রান্না করলেন শাক। এতে দুই পদে মিলবে চার ধরনের পুষ্টি। পাশাপাশি ভিটামিন সি রোজ খেতে চেষ্টা করুন। প্রতিদিনের খাবারে কাঁচা মরিচ, লেবু রাখলেই ভিটামিন সি মিলবে।

খরচ কমাতে কী করা

ফারাহ্ সুবর্ণা : দুইবেলার খাবার একসঙ্গে রান্না করলে নানা দিক থেকে কমে যাবে খরচ। সময় ও জ্বালানি সাশ্রয় হবে। কিছু খাবার যেমন সাত দিনের একসঙ্গে কিনে নিতে পারেন, কিছু খাবার কেনা দরকার হতে পারে দুই দিন পর পর। তবে বাজার করার আগে যদি পদগুলো ঠিক করে নিতে পারেন, তাতে কেনাকাটার বাড়তি খরচ এড়ানো সহজ হবে। যাঁদের বাসায় ফ্রিজ আছে, তাঁরা দু-তিন দিনের রান্না একবারে করেও ফ্রিজে রাখতে পারেন। এতে খরচ আরও কম হবে।

অনেকে মনে করেন, ফ্রিজে রেখে খেলে খাবারের পুষ্টিগুণ নষ্ট হয়ে যায়। এই বিষয়ে পুষ্টিবিদের পরামর্শ হলো—খাবার কীভাবে সংরক্ষণ করছেন, তার ওপর মান ঠিক থাকা না-থাকা নির্ভর করে। তাই ঠিকভাবে রান্না ও সংরক্ষণ করা হলে দু-তিন দিনে খাবারের মানে খুব একটা হেরফের হয় না। রান্নার পর খাবার ঠিকমতো ঠান্ডা করে, আলাদা আলাদা পাত্রে ঠিকমতো ঢেকে রাখলে মান ঠিক থাকবে। এখানে অবশ্যই খাবার ঠিকমতো ঢেকে রাখতে হবে। এতে বরং তেল-মসলার খরচ অনেকটা বেঁচে যাবে। সময়ও কম নষ্ট হবে।

প্রতিদিন মাংস বা মাছ না খেয়ে সাত দিনে দুই দিন মাছ রাখুন, একবেলা মাংস, দুই দিন ডিমসহ অন্য কিছু রেখে যদি বাজার করা হয়, তাতেও খরচ কমানো সম্ভব। মোটকথা, সপ্তাহের শুরুতেই আপনাকে হিসাব করে ফেলতে হবে আপনি এই সাত দিন কী কী রাঁধবেন। এরপর কোন বেলার জন্য কতটা উপকরণ দরকার হতে পারে, আন্দাজ করে সেটুকুই বাজার করুন। অনেক সময় আমার দরকার হয়তো দুটি বেগুন,

অযথা এক কেজি কিনে আনার দরকার নেই। অথবা ৪০ টাকার বাজারের পর অনেক সময় দোকানি '৫০ টাকার মিলায়ে দিই' বলে বাড়তি দিয়ে দেন। এসব ক্ষেত্রে বিনয়ের সঙ্গে 'না' বলতে শিখুন।

অনেকে আছেন, 'মাছ খাই না' বলে এড়িয়ে যান। তাঁদের খাওয়ানোর জন্য কিছুটা ভিন্নভাবে রান্নার চেষ্টা করুন। রুই-কাতলার ঝোল খেতে না চাইলেও তেলাপিয়ার গ্রিল ঠিকই পছন্দ করবেন। এতে তেলাপিয়া মাছ কেনায় বরং খরচ আপনার কিছুটা কম হবে। উপকরণেও বাড়তি খরচ হবে না।

পুষ্টিবিদ শামছুন্নাহার নাহিদ ও রন্ধনশিল্পী ফারাহ্ সুবর্ণা। ছবি : কবির হোসেন

চারজনের সাত দিনের বাজার

টাকাপয়সার টান থাকলে একসঙ্গে মাসের বাজার করা অনেকের জন্য কঠিন হয়ে পড়ে। তাই কিছু উপকরণ যদি এক সপ্তাহের জন্যও কিনে রাখতে পারেন, তাতে সংসারে সাশ্রয় হবে। রন্ধনশিল্পী ও পুষ্টিবিদ মিলে এখানে যেমন একটা হিসাব দিলেন—চাল ৪ কেজি, আটা ২ কেজি, তেল ১ লিটার, চিনি ২০০ গ্রাম, ডাল ১ কেজি, পেঁয়াজ ১ কেজি, আদা ২০০ গ্রাম, রসুন ২৫০ গ্রাম, লবণ ২৫০ গ্রাম, আলু ১ কেজি, ডিম ২৮টি ও গুঁড়া দুধ ৩০০ গ্রাম। এই উপকরণগুলো একবারে কিনে ফেলতে পারলে সপ্তাহের জন্য নিশ্চিত থাকতে পারবেন। কেউ কেউ এসব বাজার এক মাসের জন্য একবারে করে নেন, তাতে আরও সাশ্রয়।

এ ছাড়া মাছ, মাংস, সবজি, শাকের মতো কাঁচাবাজার করুন মিলপ্ল্যান ঠিক করে। এসব ক্ষেত্রে মাছ কিনলে হয়তো, দুইবেলার কথা ভেবে পরিমাণ ঠিক করে নিলেন। মাছের মাথা ও লেজ দিয়ে হয়তো আরেক বেলা অন্য কোনো পদ রাঁধলেন। অনেক সবজির খোসা খাওয়া যায়।

কোন বেলায় কী রান্না

সাত দিনের খাবারে যাতে একঘেয়েমি না আসে, এমনভাবে বুদ্ধি করে পদ নির্বাচন করুন। আপনার পরিবারে কে কী খেতে ভালোবাসে, সেটা আপনিই ভালো বুঝবেন। এরপরও এখানে রান্নাবিদ এক সপ্তাহের একটা মিল প্ল্যান দিয়েছেন, যাতে পুষ্টি ও সাশ্রয়—দুটিই মিলবে।

সাত দিনের সকালের নাশতায় থাকতে পারে রুটি, ভাজি, ডিম বা ডাল। একদিন একেকভাবে রান্না করলে স্বাদ নিয়ে ভাবনা থাকবে না। বেশির ভাগ বাড়িতে দুপুর ও রাতের রান্না একবারে করে ফেলা হয়। এতেও খরচ কমে। সেই হিসাবেই দুপুর ও রাতের দুবেলায় মূল খাবার যেমন হতে পারে—

- **শনিবার :** ভাতের সঙ্গে একটা ভর্তা রাখতে পারেন। আলু, বেগুন, কচু, ডাল ইত্যাদি ভর্তা খেতে পারেন। ভর্তায় পটোল, মিষ্টিকুমড়া বা লাউয়ের খোসাও রাখতে পারেন। মাছের ঝোল বা ভুনা, ডাল রাখুন। মাছের সঙ্গে যদি সবজি দিয়ে ঝোল করেন, তাহলে তার খোসা দিয়ে সেদিন ভর্তাটা করতে পারেন।
- **রোববার :** ভাত, কলমিশাক, কাঁচকলা দিয়ে কই মাছের ঝোল ও ডাল। রাতে কেউ চাইলে রুটি খেতে পারেন। সে ক্ষেত্রে একটা ভাজি রাখতে পারেন।
- **সোমবার :** ভাত বা রুটি। ঢ্যাঁড়সভাজি, ব্রয়লার মুরগি দিয়ে আলুর ঝোল অথবা মুরগি দিয়ে মুগ ডাল।
- **মঙ্গলবার :** ভাত, লালশাক, পাঙাশ মাছ আলু দিয়ে রান্না বা ভুনা ও পাতলা ডাল।
- **বুধবার :** ভাত, কচুরমুখি ভর্তা, মাছভাজা ও ডাল। একবেলা রুটি হলে সঙ্গে রাখতে পারেন পেঁপে দিয়ে মসুর ডালের সবজি।
- **বৃহস্পতিবার :** ভাত, আলু-করলাভাজি, পাবদা মাছ ও পাতলা ডাল।
- **শুক্রবার :** খিচুড়ি বা ভাতের সঙ্গে পটোলভাজা, মুরগি বা গরুর মাংসের একটি পদ ও ডাল।

প্রতি বেলা খাবারের সঙ্গে লেবু বা কাঁচা মরিচ নিশ্চিত করুন। এতে দরকারি ভিটামিন সি শরীরে যাবে।

● উদ্‌যাপন

দাদা খেলতেন, এখন নাতিরা খেলে

জাহিদ হোসাইন খান

ছোট ছোট প্লাস্টিকের ব্লকের লেগো সংগ্রহ করা অনেকেরই নেশা। খেলনার মাধ্যমে শিশুদের সৃজনশীলতা ও মানসিক সংযোগের জন্য লেগো জনপ্রিয়। এই বছরে লেগো ব্লকের ৭৫ বছর বয়স হবে। আলোচিত এই বিল্ডিং ব্লক খেলনা শিশু-কিশোরদের সৃজনশীলতা, উদ্ভাবন ও ধৈর্যের প্রমাণে বেশ আলোচিত। ছোট এক ডেনিশ ওয়ার্কশপে যে খেলনার বিকাশ, তা এখন একটি গ্লোবাল ব্র্যান্ড।

শুরুর গল্প

লেগোর সঙ্গে জড়িয়ে আছে ওলে কার্ক ক্রিশ্চিয়ানসেন নামের এক কাঠমিস্ত্রির নাম। ডেনমার্কের বিলুন্ডের এই মিস্ত্রি ১৯৩২ সাল থেকে কাঠের খেলনা তৈরি শুরু করেন। ১৯৪৯ সালে প্রথম জোড়া লাগানোর উপযোগী লেগোর ব্লক তৈরি করে বাজারজাত করা শুরু হয়। যে ব্লকের মাধ্যমে নানা ধরনের বস্তু বা নিদর্শন নির্মাণ করা যায়।

সারা বিশ্বে জনপ্রিয়তা

১৯৬০ ও ১৯৭০ দশক সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে লেগো। ডেনমার্কের বাইরেও দেখা যায় লেগোর উন্মাদনা। নকশা করা হয় নানা ধরনের সেট বা ব্লক স্টাইল। এখন লেগো ব্লকে তৈরি করা যাচ্ছে সাধারণ ঘরবাড়ি থেকে শুরু করে যানবাহন, তাজমহল থেকে স্পেস শাটল বা প্যারিসের আইফেল টাওয়ারের মতো মডেল, যা কিছু মানুষ কল্পনা করতে পারে, তাই নাকি লেগোতে বানানো সম্ভব। ১৯৭৮ সালে লেগো প্রবর্তন করে মিনিফিগার। শিশুদের নিজস্ব অ্যাডভেঞ্চার গল্প তৈরিতে অনুপ্রাণিত করে। বিভিন্ন চরিত্রের লেগো মিনিফিগার এখন ভীষণ জনপ্রিয়। জানা যায়, এ পর্যন্ত ৪০০ কোটি মিনিফিগার বিক্রি করেছে লেগো, যেখানে বিশ্বের মোট জনসংখ্যা ৮০০ কোটির বেশি।

ডিজিটাল যুগে লেগো

১৯৯৮ সালে ডিজিটাল যুগে প্রবেশ করে লেগো। লেগোর মাধ্যমে শিশুদের বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল ও গণিত শিক্ষায় অনুপ্রাণিত করার সুযোগ তৈরি হয়েছে অনেক। প্রতি মিনিটে প্রায় ৩৬ হাজার ব্লক তৈরি করে লেগো, বছরে তৈরি করে প্রায় ২০ বিলিয়ন ব্লক। ২০৩০ সালের মধ্যে সব পণ্য টেকসই উপকরণ থেকে তৈরি করার জন্য এখন কাজ করছে লেগো। চলছে উদ্ভিদভিত্তিক প্লাস্টিক ব্লক তৈরির গবেষণা। লেগো নিয়ে ২০১৪ সালে মুক্তি পায় দ্য *লেগো।* সিনেমাটি বিশ্বব্যাপী ৪৬৯ মিলিয়ন ডলায় আয় করে। ইতালির মিলানে ২০১৫ সালে ৩৫ দশমিক শূন্য ৫ মিটার উচ্চতার লেগো টাওয়ার এখন পর্যন্ত নির্মিত সবচেয়ে উঁচু লেগো স্তম্ভ বা কাঠামো। ২০১৫ সালে ফেরারি গাড়িকে পেছনে ফেলে সবচেয়ে শক্তিশালী ব্র্যান্ডের তকমা পায় লেগো।

লেগোর ৭৫ বছর

লেগোর ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে 'দ্য ম্যাজিক অব লেগো' নামে ১০০ পৃষ্ঠার একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করেছে *টাইম*। তারা লিখেছে 'যে খেলনা পৃথিবী বদলে দিয়েছে।' ২০০০ সালে লেগোকে শতাব্দীর সেরা খেলনার খেতাব দেয় ব্রিটিশ টয় রিটেইলার্স অ্যাসোসিয়েশন। বুদ্ধিমত্তার প্রাথমিক ভিত গড়তে এখনো তাই লেগোর ওপরই আস্থা রাখছেন মা-বাবারা।

সূত্র : টাইম

শিশুদের বুদ্ধিমত্তা বিকাশে এখনো জনপ্রিয় লেগো। মডেল : আহরাজ, ছবি : সাবিনা ইয়াসমিন

আপনার প্রশ্ন
চিকিৎসকের পরামর্শ

প্রশ্ন : আমার বয়স ২২ বছর। ঢাকায় পড়াশোনা ও চাকরি করি। মাসিক ছুটিতে গ্রামের বাড়িতে যাওয়া হয়। প্রায়ই আমার শরীর খারাপ করে। সর্দি ও জ্বর জ্বর হয়। স্থান পরিবর্তন বা গোসল ও ঘুমের কারণে কি এ রকম হয়ে থাকে? এ বিষয়ে পরামর্শ চাই। এ থেকে পরিত্রাণের উপায় কী?

ইমরান হোসাইন

পরামর্শ : আপনার সমস্যাটি দুটি ভিন্ন কারণে হতে পারে। একটি ইনফ্লুয়েঞ্জাজনিত, অন্যটি অ্যালার্জিজনিত। যদি ইনফ্লুয়েঞ্জার কারণে এমন হয়ে থাকে, তাহলে ভয়ের কিছু নেই। এমনিতেই এটি সেরে যায়। সর্দি-জ্বরে অ্যান্টিহিস্টামিন ও প্যারাসিটামল খেতে পারেন। ওষুধ না খেলেও এ সমস্যা আপনা-আপনি ঠিক হয়ে যাবে। তবে জীবনযাপনে সতর্ক থাকবেন। এ সময় ফ্রিজের ঠান্ডা খাবার ও পানীয় খাবেন না। গোসলের সময় কুসুম গরম পানি ব্যবহার করতে পারেন।

আর সমস্যাটি যদি ঘন ঘন দেখা দেয়, তাহলে এর কারণ হতে পারে অ্যালার্জি। রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে সেটা নিশ্চিত হওয়া যায়। কারণ নির্ণয়ের পর চিকিৎসকের পরামর্শে কিছুদিন ওষুধ খেলে ও নিয়ম মেনে চললে ভালো থাকবেন। তাই আপনার জন্য পরামর্শ হলো, একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়ে সুচিকিৎসা গ্রহণ করুন। আশা করি উপকার পাবেন।

—পরামর্শ দিয়েছেন
অধ্যাপক ডা. সমীরণ কুমার সাহা
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
সিনিয়র কনসালট্যান্ট, মেডিসিন বিভাগ
ল্যাবএইড স্পেশালাইজড হাসপাতাল

● পাঠকের প্রশ্ন : আইন

পাঠকের প্রশ্ন বিভাগে আইনগত সমস্যা নিয়ে নানা রকমের প্রশ্ন পাঠিয়েছেন পাঠকেরা। বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ব্যারিস্টার **মিতি সানজানা** নির্বাচিত প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন এবার।

প্রশ্ন : আমি একজন পুরুষ। ২০২৩ সালের ২ জুন আমার বিয়ে হয়েছে। আমার স্ত্রী শ্বশুরবাড়িতেই থাকে। এযাবৎ নিয়মিত শ্বশুরবাড়ি আসা-যাওয়া করেছি। অনেকবার স্ত্রীর কাছে নির্যাতনেরও শিকার হয়েছি। স্ত্রী আমার বাড়িতে আসবে না বলে জানিয়েছে। একাধিকবার কথা বলেও কোনো লাভ হয়নি। ভেবেছিলাম, তালাক দেব। তবে সে জানিয়েছে, তালাক দিলে মিথ্যা মামলা করবে। এখন আমার করণীয় কী?

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক

উত্তর : বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী, প্রত্যেক নাগরিকের আইনের আশ্রয় পাওয়ার অধিকার আছে। 'নারী ও শিশু নির্যাতন আইন' নারী ও শিশুদের সুরক্ষার জন্য একটি বিশেষ আইন। পুরুষদের জন্য কোনো বিশেষ আইন নেই। আপনি জানাননি যে আপনার স্ত্রী আপনাকে শারীরিকভাবে নির্যাতন করেন কি না। যেকোনো ব্যক্তির দ্বারা শারীরিকভাবে নির্যাতিত হলে দেশের অন্যান্য আইনে আশ্রয় গ্রহণ করার পরিপূর্ণ অধিকার আপনার আছে। যেকোনো মানুষের বিচার চাওয়া ও বিচার পাওয়া একটি সাংবিধানিক অধিকার। কাজেই আপনি যদি আপনার স্ত্রীর দ্বারা শারীরিকভাবে নির্যাতিত হয়ে থাকেন, তাহলে আপনার উচিত হবে নিকটস্থ থানায় গিয়ে একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করা।

এ ছাড়া আপনার স্ত্রীর কারণে পারিবারিক বা সামাজিক শান্তিশৃঙ্খলা বিনষ্ট হওয়া, কোনো কলহ-বিবাদ তৈরির আশঙ্কা কিংবা বিরক্তিকর কোনো কাজের শঙ্কা দেখা দিলে ফৌজদারি কার্যবিধির ১০৭ ধারা অনুযায়ী প্রতিকার চাইতে পারেন। দণ্ডবিধির ধারা ৩২৩-এ স্বেচ্ছাকৃত আঘাতদানের শাস্তির কথা বলা হয়েছে। এখানে বলা আছে, কেউ যদি স্বেচ্ছাকৃতভাবে আঘাত করেন, তাঁর শাস্তি হবে এক বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা এক হাজার টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ড। আপনি এসব অপরাধের শিকার হয়ে থাকলে আপনার স্ত্রীর বিরুদ্ধে এই আইনের অধীনে প্রতিকার চাইতে পারবেন।

এবার মিথ্যা মামলা প্রসঙ্গে আসা যাক। আপনি জানিয়েছেন, তালাক দিতে চাইলে আপনার স্ত্রী আপনাকে মিথ্যা মামলা করবেন বলে হুমকি দিচ্ছেন। স্ত্রী যদি আপনার বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা করেন, তবে আপনাকে প্রথমে জানতে হবে মামলাটি থানায় নাকি আদালতে হয়েছে। এরপর আইনজীবীর মাধ্যমে মামলার আরজি বা এজাহারের কপি তুলতে হবে। এরপর আপনাকে নিশ্চিত হতে হবে মামলাটির ধারা জামিনযোগ্য কি না। যদি তা জামিনযোগ্য হয়, তবে নিম্ন আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিন চাইতে পারবেন।

অভিযোগ জামিন অযোগ্য হলে উচ্চ আদালতে উপযুক্ত কারণ দেখিয়ে আগাম জামিনও চাইতে পারবেন। তবে হাইকোর্ট বিভাগ আগাম জামিন সাধারণত নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত দিয়ে থাকেন। এ মেয়াদের মধ্যেই নিম্ন আদালতে গিয়ে জামিননামা সম্পাদনের জন্য আবেদন করতে হবে। আদালতে বিচার চলাকালে নির্দিষ্ট তারিখে উপস্থিত থেকে হাজিরা দিতে হবে।

সাধারণত পুলিশি প্রতিবেদন হওয়ার আগেই জামিন চাইতে হয়। পুলিশ অভিযোগপত্র দাখিল করার আগে উপযুক্ত সাক্ষ্যপ্রমাণের মাধ্যমে অভিযোগটি যে মিথ্যা, তা প্রমাণ করার চেষ্টা করতে পারেন। থানায় তদন্তকারী কর্মকর্তা আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগটির সত্যতা না পেলে আপনাকে নির্দোষ দেখিয়ে চূড়ান্ত প্রতিবেদন বা ফাইনাল রিপোর্ট আদালতে দাখিল করবেন। অভিযোগপত্র দাখিল হয়ে গেলে মামলাটি বিচারিক আদালতে বদলি করা হয়। অভিযোগ গঠনের দিন আসামিকে হাজির হয়ে নতুন করে পূর্বশর্তে জামিন চাইতে হবে এবং জামিননামা সম্পাদন করতে হবে। এই আবেদনে আসামি মামলা থেকে অব্যাহতি চাইতে পারেন। অব্যাহতির আবেদন নাকচ হলে উচ্চ আদালতে প্রতিকার চাইতে পারেন তিনি।

মিথ্যা মামলা হওয়ার পর যদি পুলিশ এসে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে যায়, তবে আইনজীবীর মাধ্যমে জামিনের আবেদন করতে পারবেন। যদি আদালত জামিন দেন, তাহলে একজন পরিচিত জামিনদারের জিম্মায় আসামিকে জামিননামা সম্পাদন করতে হবে। যদি জামিন না হয়, তাহলে পর্যায়ক্রমে উচ্চ আদালতে আবেদন করতে হবে।

যদি থানায় না হয়ে আদালতে মামলা (সিআর মামলা) হয়, তাহলে আদালত সমন জারি করতে পারেন কিংবা গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করতে পারেন। এ ক্ষেত্রেও আত্মসমর্পণ করে জামিন চাইতে হবে। ক্ষেত্রবিশেষে হাইকোর্ট বিভাগে আগাম জামিন চাইতে পারেন।

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ (সংশোধিত)-এর ১৭ ধারায় বলা হয়েছে, যদি কোনো ব্যক্তি কারও ক্ষতিসাধনের উদ্দেশ্যে ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে এই আইনের অন্য কোনো ধারার অধীন মামলা বা অভিযোগ করার জন্য ন্যায্য বা আইনানুগ কারণ নেই জেনেও মামলা বা অভিযোগ করেন, তাহলে উক্ত ব্যক্তি সাত বছর সশ্রম কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

তা ছাড়া ফৌজদারি কার্যবিধি ২৫০ ধারায় মিথ্যা মামলার শাস্তির বিধান রয়েছে। এই ধারায় বলা আছে, ম্যাজিস্ট্রেট যদি আসামিকে খালাস দেওয়ার সময় প্রমাণ পান যে মামলাটি মিথ্যা ও হয়রানিমূলক, তাহলে ম্যাজিস্ট্রেট বাদীকে কারণ দর্শানোর নোটিশসহ ক্ষতিপূরণের আদেশ দিতে পারেন। দণ্ডবিধির ১৯১ থেকে ১৯৬ ধারা পর্যন্ত মিথ্যা সাক্ষ্যদান, মিথ্যা সাক্ষ্য সৃষ্টি ও মিথ্যা সাক্ষ্যদানের শাস্তি সম্পর্কে বলা আছে।

আপনার স্ত্রীর এ ধরনের হুমকি ও আচরণের কথা উল্লেখ করে আপনি নিকটস্থ থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি করে রাখতে পারেন।

চার জেলায় ৯৮০ শিশুর রক্তে সিসা | খুলনা, টাঙ্গাইল, পটুয়াখালী ও সিলেটে পরীক্ষা করা ৯৮০ শিশুর রক্তে সিসা পাওয়া গেছে।

শিশুদের রক্তে উদ্বেগজনক মাত্রায় সিসা, পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান

কর্মশালায় তথ্য

দেশের ৩ কোটি ৫০ লাখ শিশুর রক্তে বিপজ্জনক মাত্রায় সিসা। সিসাদূষণ রোধে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার ওপর জোর।

‘সিসামুক্ত বাংলাদেশ : আমরা কীভাবে পৌঁছাব?’ শীর্ষক কর্মশালায় বক্তব্য দিচ্ছেন পরিবেশ উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান। গতকাল রাজধানীর বিআইসিসি মিলনায়তনে। ছবি : প্রথম আলো

বিশেষ প্রতিনিধি, *ঢাকা*

সিসাদূষণে শিশুদের আক্রান্ত হওয়ার দিক থেকে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান চতুর্থ। দেশের ৩ কোটি ৫০ লাখ শিশুর রক্তে বিপজ্জনক মাত্রায় সিসা রয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার ঢাকার বিআইসিসি মিলনায়তনে ‘সিসামুক্ত বাংলাদেশ : আমরা কীভাবে পৌঁছাব?’ শীর্ষক এক জাতীয় কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এসব তথ্য তুলে ধরা হয়।

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান সিসা ও ভারী ধাতু দূষণকে ‘নীরব সংকট’ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। সিসাদূষণ রোধে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার ওপর জোর দেন তিনি।

কর্মশালায় উপস্থাপন করা গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়, বাংলাদেশের শিশুদের রক্তে সিসার উপস্থিতি নিয়ে একটি গবেষণা করেছে ইউনিসেফ, আইইডিসিআর ও আইসিডিডিআরবি। এতে দেখা যায় খুলনা, টাঙ্গাইল, পটুয়াখালী ও সিলেটে পরীক্ষা করা ৯৮০ শিশুর রক্তে সিসা পাওয়া গেছে। পাশাপাশি ঢাকায় পাঁচ শতাধিক শিশুর রক্তে সিসার উপস্থিতি শনাক্ত হয়েছে।

কর্মশালায় জানানো হয়, বাংলাদেশের গ্রাম ও শহরে বহুল ব্যবহৃত ব্যাটারিচালিত রিকশা ও সোলার প্যানেলের যে ব্যাটারি আছে, তা থেকে সিসা বের হয়। ব্যাটারিগুলো মেয়াদ শেষ হওয়ার পর তা ভেঙে ফেলা হয়। নষ্ট ব্যাটারি পুড়িয়ে তার ভেতর থেকে সিসা বের করে তা আবার অন্য ব্যাটারিতে ব্যবহৃত হয়। এখান থেকে কিছু সিসা বের হয়ে প্রকৃতিতে মিশে যায়। পানি, মাটি ও বাতাসে মিশে গিয়ে সিসা খাবারের সঙ্গে মানুষের শরীরে প্রবেশ করে।

উপদেষ্টা রিজওয়ানা হাসান বলেন, সিসাদূষণ নিয়ে গবেষণা করে পাওয়া জাতীয় পর্যায়ের তথ্যসমূহ কার্যকর নীতিমালা তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ। তিনি ইউনিসেফ ও বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সহযোগিতার প্রশংসা করেন এবং দূষণ প্রতিরোধে সমন্বিত, তথ্যভিত্তিক উদ্যোগের আহ্বান জানান।

আন্তর্জাতিক সিসাদূষণ প্রতিরোধ সপ্তাহ উপলক্ষে মন্ত্রণালয় ও ইউনিসেফের উদ্যোগে আয়োজিত এ কর্মশালার উদ্দেশ্য ছিল, ভারী ধাতু দূষণের স্বাস্থ্যগত প্রভাব, বিশেষত শিশুদের ওপর এর ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং এই সংকট মোকাবিলায় সরকারি ও বেসরকারি অংশীজনদের একত্র করা।

কর্মশালায় উপস্থাপিত বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যায়, বাংলাদেশের শিশুদের রক্তে উদ্বেগজনক মাত্রায় সিসা রয়েছে। এর ঝুঁকি বায়ু, পানি, মাটি, খাদ্য এবং রং ও রান্নার পাত্র থেকে হতে পারে। দ্রুত নগরায়ণ ও শিল্পায়নের ফলে ভারী ধাতুর দূষণ বেড়েছে, যা শিশুদের মানসিক ও শারীরিক বিকাশে মারাত্মক প্রভাব ফেলছে।

কর্মশালায় উল্লেখ করা হয়, ইউনিসেফসহ বিভিন্ন অংশীজনদের সহায়তায় ‘সিসামুক্ত ভবিষ্যৎ’ উদ্যোগের মাধ্যমে ২০৪০ সালের মধ্যে শিশুদের সিসাদূষণমুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সচিব ফারহিনা আহমেদ। আরও বক্তব্য দেন পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের সচিব মো. মাহবুব হোসেন, ইউনিসেফের প্রতিনিধি রানা ফ্লাওয়ার্স, ইউএসএআইডির মিশন পরিচালক রিড আইশ্লিম্যান, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর মহাপরিচালক মোহাম্মদ মিজানুর রহমান এবং পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ড. ফাহমিদা খানম।

ভেঙে গেছে স্লাব | ওসমানী উদ্যানে মানুষের হাঁটার জন্য যে পথ তৈরি করা হয়েছে, তার কয়েকটি স্থানে স্লাব ভেঙে গেছে।

১০৮ কোটি টাকা ব্যয়, কাজও শেষ হয়নি

ওসমানী উদ্যান

৭ বছরে প্রায় ৭৮ কোটি টাকা খরচ করেছে ঢাকা দক্ষিণ সিটি। আরও ৩০ কোটি টাকা খরচের পরিকল্পনা।

মোহাম্মদ মোস্তফা, *ঢাকা*

রাজধানীর ওসমানী উদ্যানে অবকাঠামো উন্নয়নের নামে গত সাত বছরে প্রায় ৭৮ কোটি টাকা খরচ করেছে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন। সেখানে আরও ৩০ কোটি টাকা খরচের পরিকল্পনা ঠিক করে রেখেছে সংস্থাটি। বছর বছর খরচের পরিমাণ বাড়লেও এখন পর্যন্ত মানুষ এই উদ্যান ব্যবহার করতে পারছে না। কবে নাগাদ এটি মানুষ ব্যবহার করতে পারবে, তা এখনো ঠিক করতে পারেনি ঢাকা দক্ষিণ সিটি।

সবুজে ঘেরা এই উদ্যানের গাছ কেটে নানা অবকাঠামো তৈরির কাজ শুরু হলে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন পরিবেশবাদীরা। তবে বিগত সরকারের আমলে কোনো আপত্তি আমলে নেওয়া হয়নি। উল্টো অবকাঠামো তৈরি করতে গিয়ে নতুন নতুন পরিকল্পনা যুক্ত করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত এই উদ্যানের পেছনেই ১০৮ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

সম্প্রতি সরেজমিনে দেখা যায়, মানুষের হাঁটার জন্য যে পথ তৈরি করা হয়েছে, তার কয়েকটি স্থানে স্লাব ভেঙে গেছে। কিছু কিছু অংশে স্লাব ভেঙে যাওয়ার পর সংস্কারও করা হয়েছে। পার্কের পূর্ব ও পশ্চিম দিকে অবস্থিত দুটি লেকের চারপাশে কংক্রিট দিয়ে বাঁধাই করা হয়েছে। একটি লেকে পানি নেই। আরেকটিতে নোংরা পানি জমে আছে। পার্কের পশ্চিম পাশে বড় আকৃতির যে ভবন নির্মাণ করা হয়েছে, সেটির কাজ এখনো শেষ হয়নি। পুরো পার্ক ঘিরে সিটি করপোরেশন যেসব অবকাঠামো তৈরির উদ্যোগ নিয়েছিল, তার একটির কাজও শতভাগ শেষ হয়নি।

ঢাকা দক্ষিণ সিটির সাবেক মেয়র মোহাম্মদ সাঈদ খোকনের সময়ে ২০১৭ সালের ডিসেম্বর উদ্যানটির উন্নয়নকাজ শুরু হয়েছিল। তাঁর মেয়াদেই ২০২০ সালের ডিসেম্বরে উন্নয়নকাজ শেষ হওয়ার কথা ছিল। পরে শেখ ফজলে নূর তাপস সাড়ে চার বছর মেয়রের দায়িত্ব পালন করেছেন। তাপসও কাজ শেষ করতে পারেননি।

এখনো খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে উদ্যানের উন্নয়নকাজ। গত ৫ আগস্ট পটপরিবর্তনের পর প্রায় থমকে গিয়েছিল উন্নয়নকাজ। ঢাকা দক্ষিণ সিটির প্রকৌশল বিভাগ বলছে, সম্প্রতি বাকি কাজ শেষ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

পরিবেশ আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত স্থপতি ইকবাল হাবিব *প্রথম আলোকে* বলেন, নিয়ম অনুযায়ী পার্ক, উদ্যান ও খেলার মাঠে ৫ শতাংশের বেশি অবকাঠামো করা যায় না। কিন্তু তারা হিসাব করে দেখেছেন সবুজ এই উদ্যানে ২৩ শতাংশ অবকাঠামো করা হয়েছে। উদ্যানের সবুজ পরিবেশ ধ্বংস করে উন্নয়নের দোহাই দিয়ে মূলত দুর্নীতি ও টাকা ভাগাভাগি হয়েছে বলেও মনে করেন এই স্থপতি। তাঁর মতে, ভেতরে মানুষের হাঁটার পথ ও বসার স্থান ছাড়া আর কিছুই করার প্রয়োজন ছিল না।

রাজধানীর গুলিস্তানে দক্ষিণ সিটির প্রধান কার্যালয় নগর ভবনের উল্টো দিকে ওসমানী উদ্যান। এর এক পাশে সচিবালয়। উদ্যানটির আয়তন প্রায় ২৪ একর। এতে অসংখ্য গাছ ও দুটি জলাশয় রয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি জেনারেল মুহাম্মদ আতাউল গনি ওসমানীর নামে এই উদ্যানের নামকরণ করা হয়েছে।
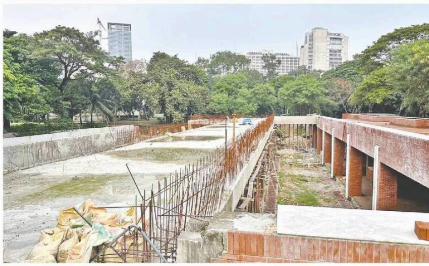
খাবারের দোকান, ফার্মেসিসহ নানা সুবিধা দিতে উদ্যানের ভেতর তৈরি করা হচ্ছে স্থাপনা। দীর্ঘদিন ধরে এসব স্থাপনা পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। ২০ অক্টোবর ওসমানী উদ্যানে। ছবি : প্রথম আলো

দ্রুত উন্মুক্ত করে দেওয়ার মানসিকতাই ছিল না

ঢাকা দক্ষিণ সিটির প্রকৌশল বিভাগ সূত্র বলছে, ওসমানী উদ্যানে একটি পাঠাগার, একটি চত্বরে একাধিক খাবারের দোকান, গাড়ি রাখার স্থান, ব্যায়ামাগার, টেবিল টেনিস ও বিলিয়ার্ড খেলার ব্যবস্থা, এটিএম বুথ, ওষুধের দোকান, নগর জাদুঘর নির্মাণ, শিশুদের খেলার জায়গা, ভলিবল, ক্রিকেট ও ব্যাডমিন্টন খেলার জায়গা, লেকের পাড় উন্নয়ন, ঘাট তৈরি, মাঠ উন্নয়ন ও বিদ্যুতের উপকেন্দ্র স্থাপনের কাজ করা হচ্ছে।

সংস্থাটির প্রকৌশল বিভাগের তিনজন কর্মকর্তা *প্রথম আলোকে* বলেন, কাজ শুরুর পর ঠিকাদারের গাফিলতির কারণে যথাসময়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। পরে ওই ঠিকাদারকে জরিমানা করে নতুন ঠিকাদার নিয়োগ দেওয়া হয়। এর মধ্যেই চলে যায় দুই বছর। নতুন ঠিকাদার নিয়োগের পরও কাজে ঢিলেমি ছিল। মূলত উদ্যানের কাজটি দ্রুত শেষ করে মানুষের জন্য উন্মুক্ত করে দিতে হবে, করপোরেশনের শীর্ষ কর্মকর্তাদের এমন মানসিকতা ছিল না। তাই সাত বছর পার হলেও এখনো উদ্যানটি ব্যবহার উপযোগী করে তোলা সম্ভব হয়নি।

'ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের বিভিন্ন অবকাঠামো উন্নয়ন' প্রকল্পের আওতায় এই উদ্যানের উন্নয়নকাজ হচ্ছে। এই প্রকল্পের মেয়াদ গত জুলাই মাসে শেষ হয়ে গেছে। নতুন করে আবারও ব্যয় না বাড়িয়ে সময় বাড়াতে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে দক্ষিণ সিটি।

প্রকল্পের পরিচালক খায়রুল বাকের *প্রথম আলোকে* বলেন, আগামী তিন মাসের মধ্যে উদ্যানের বাকি কাজ শেষ করার লক্ষ্য নিয়ে তাঁরা কাজ করছেন। সবুজে ঘেরা একটি পার্কে শতকোটি টাকার উন্নয়নকাজ বাস্তবায়নের পরিকল্পনা নেওয়া কতটা যৌক্তিক ছিল, এমন প্রশ্নে খায়রুল বাকের বলেন, তিনি পরে এই প্রকল্পের দায়িত্ব নিয়েছেন। কীভাবে এত টাকা খরচ করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে, তা তিনি জানেন না।

এই উদ্যানটি নিয়ে ২০২৩ সালের ১৯ মে 'ঢাকার 'ফুসফুস' বন্ধ সাড়ে পাঁচ বছর' শিরোনামে *প্রথম আলোয়* একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়।

পান্থকুঞ্জ পার্কেরও একই অবস্থা

কারওয়ান বাজার মোড়ে পান্থকুঞ্জ পার্কের উন্নয়নকাজ শুরু হয়েছিল ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। এক বছরের মধ্যে পার্কটির উন্নয়নকাজ শেষ হওয়ার কথা থাকলেও ছয় বছরে কাজ শেষ করতে পারেনি ঢাকা দক্ষিণ সিটি। সংস্থাটির প্রকৌশলীদের দাবি, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের একটি পথ এই পার্কের এক পাশ দিয়ে যাওয়ার কারণে তাঁরা যথাসময়ে কাজ শেষ করতে পারেননি।

সম্প্রতি সরেজমিনে দেখা যায়, পার্কের উত্তর দিকে একাংশে উন্নয়নকাজ করা হয়েছে। সেখানে হাঁটার পথ তৈরি করে চারদিকে সীমানাপ্রাচীর দেওয়া হয়েছে।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে ঢাকা দক্ষিণ সিটির প্রকৌশল বিভাগের একজন কর্মকর্তা *প্রথম আলোকে* বলেন, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের কর্তৃপক্ষ পার্কের ৫৫ শতাংশ জায়গা নিয়েছে। তারা এই পার্কে ৯ তলাবিশিষ্ট বহুতল ভবন করতে চেয়েছিল। করপোরেশন থেকে ভবন নির্মাণের অনুমতি দেওয়া হয়নি। এ নিয়ে দেনদরবার করতে করতে অনেক সময় চলে গেছে। পরে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের জন্য ব্যবহার করা জায়গা বাদ দিয়ে বাকি অংশে উন্নয়ন করা হয়েছে।

সংস্থাটির প্রকৌশল বিভাগ সূত্র বলছে, ছোট আকৃতির এই পার্কের উন্নয়নে ১৮ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছিল। জায়গা কমে যাওয়ার কারণে ছয় থেকে সাত কোটি টাকার মতো খরচ হবে।

পকেট ভরতে কংক্রিটের জঞ্জাল

উদ্যান মানেই সবুজের সমাহার। সেখানে চাইলে ন্যূনতম পর্যায়ে উন্নয়ন করা যায়। কিন্তু সিটি করপোরেশনের কিছু ব্যক্তি তাঁদের পকেট ভরতে গিয়ে সবুজ উদ্যানকে কংক্রিটের জঞ্জাল বানিয়ে ফেলেছেন বলে মন্তব্য করেছেন নগর-পরিকল্পনাবিদদের সংগঠন বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্লানার্সের সভাপতি অধ্যাপক আদিল মুহাম্মদ খান। তিনি বলেন, বিগত সময়ে অপ্রয়োজনীয় কংক্রিটের অবকাঠামো তৈরি করতে গিয়ে উদ্যান ও পার্কের চরিত্রকেই নষ্ট করে ফেলা হয়েছে। ওসমানী উদ্যানে অবকাঠামো উন্নয়নের নামে কেন এত ব্যয় হয়েছে, এ নিয়ে তদন্ত করা প্রয়োজন।

আর পান্থকুঞ্জ পার্কের বিষয়ে এই নগর-পরিকল্পনাবিদ বলেন, কাঁঠালবাগান ও এর আশপাশের এলাকার মানুষের কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই। সদিচ্ছা থাকলে অনেক আগেই সিটি করপোরেশন এই পার্ক চালু করতে পারত। খামখেয়ালির কারণে মানুষকে পার্ক ব্যবহার থেকে বঞ্চিত করেছে তারা।

১। ক্যাডেট কলেজসমূহ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর এ্যাডজুটেন্ট জেনারেল শাখার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে পরিচালিত সংবিধিবদ্ধ আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ঐতিহ্যবাহী এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ লেখাপড়ার পাশাপাশি গুরুত্বের সাথে সহশিক্ষা কার্যক্রম (Co-curricular Activities) এবং অতিরিক্ত শিক্ষা কার্যক্রম (Extra-curricular Activities) পরিচালনা করে ক্যাডেটদের সুনাগরিক এবং চৌকস ব্যক্তিত্ব হিসেবে গড়ে তোলে। সুদক্ষ অধ্যক্ষগণের নেতৃত্বে সামরিক অফিসারের তত্ত্বাবধানে প্রাথমিক সামরিক প্রশিক্ষণ (Elementary Military Training) এবং নেতৃত্বের প্রশিক্ষণ (Leadership Training) প্রদানের পাশাপাশি দক্ষ অনুষদ সদস্যগণের সার্বিক তত্ত্বাবধানে গুণগত শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে ক্যাডেটদের এমনভাবে গড়ে তোলা হয়, যাতে ভবিষ্যতে তারা সশস্ত্র বাহিনীসহ সমাজের সকল ক্ষেত্রে দেশে ও বিদেশে যোগ্য নেতৃত্ব প্রদান করতে পারে। বর্তমানে বাংলাদেশে ছেলেদের ০৯টি এবং মেয়েদের ০৩টি সহ সর্বমোট ১২টি ক্যাডেট কলেজ রয়েছে। সকল **ক্যাডেট কলেজে ২০২৫ সালে ৭ম শ্রেণিতে ক্যাডেট হিসেবে** ছাত্র/ছাত্রী ভর্তির জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীদের নিকট থেকে অনলাইনে আবেদনপত্র আহবান করা যাচ্ছে।

২। **আবেদন করার সময়সূচি**। ০৫ নভেম্বর ২০২৪ তারিখ সকাল ০৮০০ ঘটিকা থেকে ১৫ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখ বিকাল ১৭০০ ঘটিকার মধ্যে **www.cadetcollege.army.mil.bd** অথবা **https://cadetcollegeadmission.army.mil.bd** ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন করতে হবে।

৩। **পরীক্ষা পদ্ধতি**।

ক্র/নং	ধাপ/পরীক্ষা	তারিখ	সময়	বিষয় এবং নম্বর
ক।	লিখিত পরীক্ষা	০৪ জানুয়ারি ২০২৫ (শনিবার)	১০০০-১৩০০ ঘটিকা পর্যন্ত	ইংরেজী-১০০, গণিত-১০০, বাংলা-৬০ এবং সাধারণ জ্ঞান-৪০
খ।	মৌখিক পরীক্ষা	লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের সময় মৌখিক ও স্বাস্থ্য পরীক্ষার তারিখ, সময় ও স্থান ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে।		
গ।	স্বাস্থ্য পরীক্ষা			

উল্লেখিত সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া সাপেক্ষে সামগ্রিক মেধা তালিকা অনুযায়ী চূড়ান্তভাবে প্রার্থী নির্বাচন করা হবে।

৪। **প্রার্থীর যোগ্যতা**।

ক। **জাতীয়তা**। প্রার্থীকে অবশ্যই বাংলাদেশী নাগরিক হতে হবে।

খ। **শিক্ষাগত যোগ্যতা**। প্রার্থীকে ৬ষ্ঠ শ্রেণি অথবা সমমানের ফাইনাল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।

গ। **বয়স**। ০১ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে বয়স সর্বোচ্চ ১৩ বছর ০৬ মাস হবে।

ঘ। **শারীরিক যোগ্যতা**।

(১) **উচ্চতা**। ন্যূনতম ৪ ফুট ৮" ইঞ্চি (বালক/বালিকা উভয় ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)।

(২) **সুস্থ্যতা**। প্রার্থীকে অবশ্যই শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ্য হতে হবে।

(৩) **দৃষ্টি শক্তি**।

চশমাবিহীন	চশমাসহ	মন্তব্য
এক চক্ষুতে ঃ ৬/১২ অন্য চক্ষুতে ঃ ৬/১৮	এক চক্ষুতে ঃ ৬/৬ অন্য চক্ষুতে ঃ ৬/৬	চশমার পাওয়ার কোন চক্ষুতেই (-) 2D এর অধিক হবেনা। এ্যাসটিগম্যাটিজম এর ক্ষেত্রে Spherical Equivalent হিসাব করতে হবে

৫। **অযোগ্যতা**। নিম্নলিখিত কারণসমূহের জন্য একজন প্রার্থী ভর্তি প্রক্রিয়ার যে কোন ধাপে অযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হবেঃ

ক। পূর্বে ক্যাডেট কলেজের ভর্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হলে।

খ। লিখিত, মৌখিক ও স্বাস্থ্য পরীক্ষায় অযোগ্য হলে।

গ। গ্রস নকনী (Gross Knock Knee), ফ্লাট ফুট (Flat Foot), কালার ব্লাইন্ড (Color Blind) ও অতিরিক্ত ওজন (Over Weight)।

ঘ। এ্যাজমা (Asthma), মৃগী (Epilepsy), হৃদরোগ (Heart Disease), বাত (Arthritis), বাতজ্বর (Rheumatic Fever), যক্ষ্মা (Tuberculosis), পুরাতন আমাশয় (Chronic Dysentery), হেপাটাইটিস (Hepatitis), ডিওডেনাল আলসার (Duodenal Ulcer), রাতকানা (Night Blindness), যেকোনো প্রকার ডায়াবেটিস (Diabetes), হেমোফাইলিয়া (Haemophilia), ক্লেপটোম্যানিয়া (Kleptomaniac), বিছানায় প্রস্রাব করা ইত্যাদি রোগে আক্রান্ত হলে।

ঙ। স্বাস্থ্য পরীক্ষা পর্ষদ কর্তৃক চিহ্নিত অন্যান্য কারণ।

৬। **লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্রসমূহ, প্রয়োজনীয় কাগজপত্র প্রেরণের ঠিকানা এবং যোগাযোগের নম্বর**। লিখিত পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র প্রেরণের ঠিকানা এবং যোগাযোগের নম্বরসমূহ নিম্নরুপ। উল্লেখ্য, পরীক্ষা কেন্দ্রের আসন সংখ্যা নির্ধারিত থাকায় পূর্বে আবেদনকারী অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কেন্দ্র নির্বাচন করতে পারবেন এবং আবেদন ফরম পূরণ করার পর পরীক্ষা কেন্দ্র পরিবর্তন যোগ্য নয়ঃ

ক্র/নং	পরীক্ষা কেন্দ্রের নাম	পরীক্ষার্থীর প্রকার	দায়িত্বপ্রাপ্ত ক্যাডেট কলেজ	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র প্রেরণের ঠিকানা	যোগাযোগের নম্বর
১।	ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজ	ছেলে ও মেয়ে	ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজ	অধ্যক্ষ, ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজ ডাকঃ ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজ, চট্টগ্রাম-৪৩১৬	০১৭২৭০০৫০৬০
২।	ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ	ছেলে	ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ	অধ্যক্ষ, ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ ডাকঃ ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ, ঝিনাইদহ-৭৩০১	০১৭৬৯৫৫৬৫১৫
৩।	বিএন স্কুল এন্ড কলেজ, খুলনা	ছেলে ও মেয়ে			
৪।	শিশুকুঞ্জ স্কুল এন্ড কলেজ (ক্যাম্পাস স্কুল), ঝিনাইদহ	মেয়ে			
৫।	মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজ	ছেলে ও মেয়ে	মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজ	অধ্যক্ষ, মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজ ডাকঃ মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজ, টাঙ্গাইল-১৯৪২	০১৭৬৯০৯৫১৭৭
৬।	সাভার ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ	ছেলে ও মেয়ে			
৭।	রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ	ছেলে ও মেয়ে	রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ	অধ্যক্ষ, রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ ডাকঃ সারদা, রাজশাহী-৬২৭১	০১৭১২১০১১০০
৮।	শহীদ বীর বিক্রম রমিজ উদ্দিন ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, ঢাকা	মেয়ে			
৯।	সিলেট ক্যাডেট কলেজ	ছেলে ও মেয়ে	সিলেট ক্যাডেট কলেজ	অধ্যক্ষ, সিলেট ক্যাডেট কলেজ ডাকঃ সিলেট ক্যাডেট কলেজ, সিলেট-৩১০১	০১৮৭৮০১৩৭০২
১০।	ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট গার্লস পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা	ছেলে			
১১।	রংপুর ক্যাডেট কলেজ	ছেলে ও মেয়ে	রংপুর ক্যাডেট কলেজ	অধ্যক্ষ, রংপুর ক্যাডেট কলেজ ডাকঃ রংপুর ক্যাডেট কলেজ, রংপুর-৫৪০৪	০১৭৭৪০২০৯৯৯
১২।	রংপুর ক্যান্টঃ পাবলিক স্কুল ও কলেজ	ছেলে ও মেয়ে			
১৩।	দি মিলেনিয়াম স্টারস স্কুল ও কলেজ, রংপুর	ছেলে ও মেয়ে			
১৪।	বরিশাল ক্যাডেট কলেজ	ছেলে ও মেয়ে	বরিশাল ক্যাডেট কলেজ	অধ্যক্ষ, বরিশাল ক্যাডেট কলেজ ডাকঃ বরিশাল ক্যাডেট কলেজ, বরিশাল-৮২১৬	০১৭৩০৪৪৫৫৬৭
১৫।	পাবনা ক্যাডেট কলেজ	ছেলে ও মেয়ে	পাবনা ক্যাডেট কলেজ	অধ্যক্ষ, পাবনা ক্যাডেট কলেজ ডাকঃ পাবনা ক্যাডেট কলেজ, পাবনা-৬৬০০	০১৭৪৩৭৭৩২৫৪
১৬।	বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল এন্ড কলেজ, নির্ঝর, ঢাকা সেনানিবাস	মেয়ে			
১৭।	নির্ঝর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা সেনানিবাস	ছেলে			
১৮।	ময়মনসিংহ গার্লস ক্যাডেট কলেজ	মেয়ে	ময়মনসিংহ গার্লস ক্যাডেট কলেজ	অধ্যক্ষ, ময়মনসিংহ গার্লস ক্যাডেট কলেজ ডাকঃ ময়মনসিংহ, ময়মনসিংহ-২২০০	০১৩২৯৬৪০৪৯০
১৯।	ময়মনসিংহ ক্যান্টঃ পাবলিক স্কুল ও কলেজ	ছেলে			
২০।	কুমিল্লা ক্যাডেট কলেজ	ছেলে ও মেয়ে	কুমিল্লা ক্যাডেট কলেজ	অধ্যক্ষ, কুমিল্লা ক্যাডেট কলেজ ডাকঃ কোটবাড়ী, কুমিল্লা -৩৫০৩	০১৭৭১৭৩৭৪২৮
২১।	শালবন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	ছেলে			
২২।	ফেনী গার্লস ক্যাডেট কলেজ	ছেলে ও মেয়ে	ফেনী গার্লস ক্যাডেট কলেজ	অধ্যক্ষ, ফেনী গার্লস ক্যাডেট কলেজ ডাকঃ ফেনী, ফেনী-৩৯০০	০১৩১৮৩১৯১৩৯
২৩।	জয়পুরহাট গার্লস ক্যাডেট কলেজ	ছেলে ও মেয়ে	জয়পুরহাট গার্লস ক্যাডেট কলেজ	অধ্যক্ষ, জয়পুরহাট গার্লস ক্যাডেট কলেজ ডাকঃ জয়পুরহাট, জয়পুরহাট-৫৯০০	০১৭৭২৮০০৩৮২
২৪।	বগুড়া ক্যান্টঃ পাবলিক স্কুল ও কলেজ, বগুড়া	ছেলে ও মেয়ে			

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ যোগাযোগের নম্বরসমূহ ১৫ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখ পর্যন্ত (শুক্রবার ও সরকারী ছুটির দিন ব্যতীত) সকাল ০৮০০-১৭০০ ঘটিকা পর্যন্ত সচল থাকবে।

৭। **সকল প্রার্থীর জন্য অত্যাবশ্যকীয় কাগজপত্র**। সকল প্রার্থীর জন্য অত্যাবশ্যকীয় কাগজপত্রের তালিকা নিম্নরুপঃ

ক। প্রার্থীর প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী/প্রাথমিক ইবতেদায়ি শিক্ষা সমাপনী/ সমমান পরীক্ষার সত্যায়িত সনদপত্র। ইংরেজী মাধ্যমে অধ্যয়নরত প্রার্থীর ক্ষেত্রে ৫ম/সমমান শ্রেণিতে উত্তীর্ণের প্রধান শিক্ষক কর্তৃক প্রদত্ত প্রত্যয়নপত্র।

খ। প্রার্থীর জন্ম নিবন্ধন/জন্ম সনদপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি।

গ। প্রার্থীর পিতা/অভিভাবক ও মাতার মাসিক আয়ের স্বপক্ষে যথাযথ কর্তৃপক্ষের প্রত্যয়নপত্র।

ঘ। প্রার্থীর পিতা ও মাতা/অভিভাবক উভয়ের জাতীয় পরিচয়পত্র, টিআইএন সার্টিফিকেট এবং পাসপোর্ট (যদি থাকে) সত্যায়িত ফটোকপি (জাতীয় পরিচয়পত্র না থাকলে যুক্তিযুক্ত কারণ প্রদর্শনপূর্বক প্রত্যয়নপত্র)।

ঙ। প্রধান শিক্ষক কর্তৃক ৬ষ্ঠ অথবা সমমানের (যেকোনো মাধ্যম) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার সাল এবং রোল নম্বর উল্লেখপূর্বক সনদপত্র। পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত না হয়ে থাকলে প্রধান শিক্ষক কর্তৃক এই মর্মে সনদ প্রদান করতে হবে যে, '(নাম)..................... রোল নং.............. অত্র স্কুলে ৬ষ্ঠ শ্রেণি/সমমানের বার্ষিক পরীক্ষায় (বাংলা/ইংরেজী) ....মাধ্যম/ভার্সন-এ অংশগ্রহণ করেছে এবং পরীক্ষায় কৃতকার্য হবে'।

চ। অনলাইন আবেদনপত্রে Upload করা ছবির অনুরূপ ১×পাসপোর্ট সাইজ (রঙ্গিন) ছবি।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ সত্যায়িত ফটোকপি'তে প্রত্যয়নকারীর নাম ও পদমর্যাদাসহ অফিসিয়াল সীল ব্যবহার করতে হবে।

৮। **বিভিন্ন ক্যাটাগরী**। বিভিন্ন ক্যাটাগরীর প্রার্থীদের অনলাইনে আবেদনের সময় নথিপত্রাদি আপলোড করতে হবে।

৯। **প্রয়োজনীয় কাগজপত্র প্রেরণ**। সফলভাবে অনলাইনে আবেদনপত্র পূরণের পর অন্যান্য প্রার্থীর জন্য স্তবক-৭ এবং বিভিন্ন ক্যাটাগরীর প্রার্থীর জন্য স্তবক-৭ ও ৮ এর চাহিদাকৃত কাগজপত্র ১৫"×১০" খামের উপরে ১৮ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখের পর প্রবেশপত্র প্রাপ্তি সাপেক্ষে প্রার্থীর ইনডেক্স নম্বর এবং পরীক্ষা কেন্দ্রের নাম উল্লেখপূর্বক ২৫ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখের মধ্যে প্রার্থীর প্রবেশপত্রে উল্লেখিত পরীক্ষা কেন্দ্রের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ক্যাডেট কলেজের ঠিকানায় (স্তবক-৬ দ্রষ্টব্য) রেজিষ্টার্ড ডাক/কুরিয়ার/বাহকের মাধ্যমে পৌছাতে হবে।

১০। **আবেদনপত্র পূরণের পদ্ধতি**। নিম্নলিখিত ধাপসমূহ ইন্টারনেটের মাধ্যমে অনলাইনে সঠিকভাবে সম্পন্ন করে আবেদনপত্র পূরণ করতে পারবেনঃ

ক। www.cadetcollege.army.mil.bd ওয়েব সাইটের Home Page এ **'Admission' Menu** ক্লিক করতঃ প্রদর্শিত 'Welcome to Cadet Colleges Online Admission -2025' এর স্ক্রীনে **'Apply Now'** বাটনে ক্লিক করতে হবে অথবা https://cadetcollegeadmission.army.mil.bd এর মাধ্যমে সরাসরি **'Apply Now'** বাটনে ক্লিক করতে হবে।

খ। **'Apply Now'** বাটনে ক্লিক করলে 'Sign Up' মেন্যু প্রদর্শিত হবে। 'Sign Up' মেন্যুতে প্রার্থীর নাম, মোবাইল নাম্বার, পাসওয়ার্ড (পরবর্তীতে ব্যবহারযোগ্য), ই-মেইল এবং সঠিক জন্ম তারিখ এন্ট্রি করতঃ **'Sign Up'** বাটনে ক্লিক করতে হবে। ন্যূনতম বয়সসীমার মধ্যে হলে প্রার্থী উপযুক্ত (Eligible) বিবেচিত হবে এবং 'Sign Up' সম্পন্ন হবে। 'Sign Up' সম্পন্ন হলে মোবাইল নম্বরের মাধ্যমে User ID এবং Password প্রাপ্ত হবে। User ID এবং Password প্রাপ্ত হলে 'Log In' বাটনে ক্লিক করে User ID এবং Password ব্যবহার করে 'Log In' করতে হবে।

গ। 'Log In' করার পর 'Payment' মেন্যু প্রদর্শিত হবে। 'Payment' মেন্যুতে প্রদর্শিত bKash, Trust Bank (tap), SSL Commerz (সকল প্রকার Credit/Debit/Wallet), Nagad এবং Rocket (DBBL Nexus pay এবং সকল DBBL Payment) এর মধ্য থেকে যে কোনো একটি মাধ্যমে **২,৫০০/- (দুই হাজার পাঁচশত) টাকা (অফেরতযোগ্য)** সফলভাবে অনলাইন পেমেন্ট সম্পন্ন (Payment Successful) করতে হবে এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ফরমটি সম্পূর্ণভাবে পূরণ করতে হবে।

ঘ। সম্পূর্ণ ফরমটি ০৬টি ধাপ (Step) এ বিভক্ত রয়েছে, যা প্রার্থী কর্তৃক প্রতিটি ধাপ সম্পূর্ণভাবে পুরণ করতে হবে। উক্ত ধাপসমূহের মধ্যে যে সকল Attachment আপলোড করতে হবে, তা অবশ্যই স্ব-স্ব Attachment এর সাইজ নির্দিষ্ট ফরমেট অনুযায়ী (অনলাইন ফরমে প্রদর্শিত) হতে হবে।

ঙ। আবেদনপত্রের ০৬টি ধাপ (Step) সঠিকভাবে সম্পন্ন করার পর **'Application Preview'** বাটনে ক্লিক করে সকল তথ্য সঠিকভাবে যাচাই করতঃ সঠিকতা সাপেক্ষে ফরমটি 'Final Submit' দিতে হবে। 'Final Submit' এর পর প্রার্থী কর্তৃক কোন তথ্য পরিবর্তন করা সম্ভব হবে না। Final Submit এর পর **'Print Application Form'** বাটনে ক্লিক করে আবেদনফরমটি প্রিন্ট করে সংরক্ষণ করতে হবে। উল্লেখ্য, স্ক্রীনে প্রদর্শিত সময়ের মধ্যে প্রার্থী কর্তৃক ফরমটি Final Submit না করলেও যদি ০৬টি ধাপ (Step) এর সকল তথ্যাদি সম্পূর্ণ ও সঠিক হয়, তাহলে বরাদ্দকৃত সময় অতিবাহিত হওয়ার পর ফরমটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে Final Submit হয়ে যাবে। উল্লেখ্য, কোন প্রার্থীর তথ্য অসম্পূর্ণ থাকলে নির্দিষ্ট সময়ের পর আবেদনটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হিসেবে গণ্য হবে।

চ। উল্লেখ্য, User ID এবং Password পরবর্তীতে প্রবেশপত্র প্রিন্ট/ডাউনলোড এবং প্রার্থীর আবেদন সংক্রান্ত যেকোনো অনুসন্ধানের জন্য প্রয়োজন হবে বিধায় অবশ্যই তা সংরক্ষণ করতে হবে ('Sign Up' এর সময় ব্যবহৃত মোবাইল নম্বরটি User ID এবং প্রদত্ত পাসওয়ার্ড ই Password হিসেবে ব্যবহৃত হবে)। প্রার্থী কর্তৃক ফরমটি Final Submit করার পূর্ব সময় পর্যন্ত প্রদত্ত পাসওয়ার্ডটি যেকোনো সময় Change Password বাটনে ক্লিক করে পরিবর্তন করা যাবে। তবে, Final Submit করার পরে প্রার্থী কর্তৃক কোন তথ্যই পরিবর্তন করা যাবে না বিধায় ফরম পূরণের সময় যথাযথ/নিশ্চিতভাবে ফরম পূরণ করার জন্য অনুরোধ করা হলো। যদি প্রার্থী কর্তৃক তার Password হারিয়ে ফেলে সেক্ষেত্রে প্রার্থীর নির্বাচিত পরীক্ষা কেন্দ্রের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কলেজের ই-বুথ (E-Booth) এর সাথে যোগাযোগ করতে হবে।

ছ। **প্রবেশপত্র সংগ্রহ**। আবেদন ফরম পূরণের শেষ তারিখ অতিবাহিত হওয়ার পর আগামী ১৮ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখ হতে পরীক্ষার পূর্বের দিন পর্যন্ত প্রবেশপত্র প্রিন্ট/ডাউনলোড করতে পারবে। User ID এবং Password এর মাধ্যমে Login করে Print Admit Card বাটনে ক্লিক করে প্রবেশপত্র (Admit Card) প্রিন্ট/ডাউনলোড করতে পারবেন।

জ। **চাহিদাকৃত কাগজপত্র প্রেরণ**। সফলভাবে অনলাইন আবেদনপত্র পূরণ শেষে স্তবক-৯ এর নির্দেশনা অনুযায়ী চাহিদাকৃত কাগজপত্র প্রেরণ/জমা করতে হবে।

১১। **ক্যাডেট কলেজ কর্তৃক স্থাপিত 'E-booth Outlet' এর মাধ্যমে আবেদন ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা**। প্রার্থী এবং অভিভাবকগণের সুবিধার্থে অনলাইনে আবেদন ফরম পূরণের জন্য দেশের প্রতিটি ক্যাডেট কলেজে একটি করে এবং ঢাকা আর্মি স্টেডিয়ামে একটি 'E-booth Outlet' থাকবে। যেকোনো 'E-booth Outlet' এ উপস্থিত হয়ে যেকোনো পরীক্ষা কেন্দ্রের জন্য যেকোনো প্রার্থী কর্তৃক Online এ আবেদন করা যাবে। প্রতিটি 'E-booth Outlet'-এ আবেদন ফি জমা দেয়ার ব্যবস্থা থাকবে। ক্যাডেট কলেজের 'E-booth Outlet' ০৫ নভেম্বর ২০২৪ তারিখ হতে ১৫ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখ পর্যন্ত প্রতিদিন (শুক্রবার ও সরকারি ছুটির দিন ব্যতীত) সকাল ০৮০০ ঘটিকা হতে বিকাল ১৭০০ ঘটিকা পর্যন্ত চালু থাকবে।

১২। **সিলেবাস**। সিলেবাস **www.cadetcollege.army.mil.bd** ওয়েব সাইটের 'Notice' এ পাওয়া যাবে।

১৩। **ত্রুটিপূর্ণ আবেদনপত্র**। স্তবক-৭ এবং ৮ (যার জন্য যা প্রযোজ্য) এ চাহিদাকৃত কাগজপত্রের ঘাটতি গ্রহণযোগ্য নয়। ২৫ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখের মধ্যে চাহিদাকৃত কাগজ-পত্রাদি প্রার্থীর প্রবেশপত্রে উল্লেখিত পরীক্ষা কেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত ক্যাডেট কলেজে জমা করতে ব্যর্থ হলে আবেদনপত্র ত্রুটিপূর্ণ/বাতিল হিসেবে গণ্য করা হবে।

১৪। **পরীক্ষার মাধ্যম**। বাংলা/ইংরেজি যেকোনো একটি মাধ্যমে লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করা যাবে।

১৫। **লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ। ফেব্রুয়ারি ২০২৪ মাসের** প্রথম সপ্তাহে লিখিত পরীক্ষার ফলাফল এবং উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক এবং স্বাস্থ্যগত পরীক্ষার সময়সূচি শুধুমাত্র **www.cadetcollege.army.mil.bd** ওয়েব সাইটে এবং ক্যাডেট কলেজসমূহে প্রকাশ করা হবে।

১৬। **সশস্ত্র বাহিনীতে যোগদান**। ক্যাডেট কলেজে শিক্ষা শেষে ক্যাডেটদের সশস্ত্র বাহিনীর কমিশন্ড অফিসার পদে নির্বাচনী পরীক্ষায় অগ্রাধিকার দেয়া হয়। এক্ষেত্রে ক্যাডেটদের ISSB পরীক্ষায় অংশগ্রহণ এবং চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত হলে সশস্ত্র বাহিনীতে যোগদান করা বাধ্যতামূলক।

১৭। **বিশেষ নির্দেশাবলী**।

➤ অনলাইনে আবেদনপত্র পূরণের পূর্বে ভালোভাবে ভর্তি বিজ্ঞপ্তিটি পড়ে নিন এবং **www.cadetcollege.army.mil.bd** ওয়েব সাইটের **'Admission Menu'** এর **Suggestion Box** সমূহে **'How to Apply' – 'Payment Guideline' – 'Category 'Link** এ ক্লিক করে বিস্তারিত নির্দেশনা জেনে নিন।

➤ প্রার্থী এবং অভিভাবকের উপস্থিতিতে আবেদনপত্র পূরণ ও ছবি আপলোড করে ভর্তি পরীক্ষার কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য পরামর্শ দেয়া যাচ্ছে।

➤ অনলাইনে আবেদনপত্র পূরণের সময়ে সঠিক তথ্য প্রদান করুন, যাতে পরবর্তী সময়ে চাহিদাকৃত কাগজপত্রের সাথে তথ্যের মিল থাকে।

➤ **আগামী ২৫ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখের মধ্যে চাহিদাকৃত কাগজপত্র প্রবেশপত্রে উল্লেখিত পরীক্ষা কেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত ক্যাডেট কলেজে আবশ্যিকভাবে প্রেরণ করতে হবে।**

➤ আবেদন ফরম পূরণের সময় প্রার্থী কর্তৃক পরীক্ষার কেন্দ্র নির্বাচনের সময় সঠিক ও সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। যে কেন্দ্র নির্বাচন করা হবে সে কেন্দ্র ব্যতিত অন্য কোন কেন্দ্রে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে দেয়া হবে না। এছাড়াও পরীক্ষার্থীর জেন্ডার (লিঙ্গ), পরীক্ষার ভার্সন (বাংলা/ইংরেজি) এবং অন্যান্য আবশ্যিক তথ্য সাবধানতার সঙ্গে পূরণ করতে হবে, আবেদন সাবমিট করার পর এ সকল তথ্য পরিবর্তন যোগ্য নয়।

➤ চাহিদাকৃত কাগজপত্রের ঘাটতি, ত্রুটিপূর্ণ কাগজপত্র অথবা তথ্যের গড়মিলের জন্য কর্তৃপক্ষ যেকোনো আবেদনপত্র বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করে।

➤ দ্বিতীয়বার পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়া প্রমাণিত হলে যেকোনো সময়ে এমনকি ভর্তির পরেও প্রার্থীতা বাতিল করা হবে।

➤ ভর্তি সংক্রান্ত তথ্যের জন্য প্রার্থী যে কেন্দ্রে পরীক্ষা দিতে ইচ্ছুক, সেই কেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত ক্যাডেট কলেজ কর্তৃপক্ষের সাথে স্তবক-৬ এ উল্লেখিত মোবাইল নম্বরে ১৫ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখ পর্যন্ত (শুক্রবার ও সরকারি ছুটির দিন ব্যতীত) **সকাল ০৮০০ ঘটিকা হতে বিকাল ১৭০০ ঘটিকার** মধ্যে যোগাযোগ করা যাবে।

➤ প্রার্থীকে পরীক্ষার দিন সকাল ০৮০০ ঘটিকার মধ্যে প্রবেশপত্রসহ (সংশোধন করা হলে সর্বশেষ সংশোধনকৃত) পরীক্ষা কেন্দ্রে উপস্থিত হতে হবে। প্রবেশপত্র ব্যতীত কোনো প্রার্থীকে লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে দেয়া হবে না।

➤ আবেদনপত্র ফি ২,৫০০/- সঠিকভাবে জমা দেওয়ার পরেই আবেদনটি গৃহীত হবে। সঠিকভাবে আবেদন ফি জমা না হলে আবেদন ফরম পূরণ ও প্রবেশপত্র প্রিন্ট করা যাবে না।

➤ সফলভাবে আবেদনপত্র ফি জমা দেয়ার ১২ ঘন্টার মধ্যে কনফার্মেশন এসএমএস পাওয়া না গেলে যে মাধ্যমে (Operator) ফি জমা করেছেন, সেই মাধ্যমের কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।

➤ সফলভাবে আবেদনপত্র ফি জমা দেয়ার পর আগামী ১৮ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখের পর প্রবেশপত্র পাওয়া না গেলে ক্যাডেট কলেজের যেকোনো 'E-booth Outlet' কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।

➤ ভর্তি সংক্রান্ত পরবর্তী সকল ফলাফল/তথ্য শুধুমাত্র **www.cadetcollege.army.mil.bd** ওয়েব সাইটে এবং ক্যাডেট কলেজসমূহে প্রকাশ করা হবে।

➤ সার্বিক পরিস্থিতির বিষয়টি বিবেচনা করে সকল পরীক্ষার্থীর সাথে শুধুমাত্র ০১ জন অভিভাবক আগমনের জন্য অনুরোধ করা হলো।

➤ বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল এন্ড কলেজ (বিআইএসসি), নির্ঝর, ঢাকা সেনানিবাস এবং নির্ঝর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা সেনানিবাস পরীক্ষা কেন্দ্রের প্রার্থীগণকে ভাষানটেক প্রবেশ গেইট দিয়ে গমনাগমন করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

➤

❖ **অনলাইনে আবেদনের ওয়েবসাইট** ঃ **www.cadetcollege.army.mil.bd**

❖ **আবেদনের সময়সীমা** ঃ **০৫ নভেম্বর ২০২৪ তারিখ, সকাল ০৮০০ ঘটিকা হতে ১৫ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখ বিকাল ১৭০০ ঘটিকা পর্যন্ত**

❖ **লিখিত পরীক্ষার তারিখ** ঃ **০৪ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখ সকাল ১০০০ - ১৩০০ ঘটিকা**

❖ মুক্তিযোদ্ধা, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী (উপজাতি) এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় (এমওডি) আওতাভূক্ত পরিচয় নিশ্চিতকল্পে অবশ্যই চাহিদাকৃত কাগজপত্রসহ যেকোনো ক্যাডেট কলেজ অথবা ঢাকা আর্মি স্টেডিয়ামে স্থাপিত 'E-booth Outlet' এর মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন করতে হবে।

❖ **পরীক্ষা কেন্দ্রের আসন সংখ্যা নির্ধারিত থাকায় পূর্বে আবেদনকারী অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কেন্দ্র নির্বাচন করতে পারবেন এবং আবেদন ফরম পুরণ করার পর পরীক্ষা কেন্দ্র পরিবর্তন যোগ্য নয়।**

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ দেশের সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় এবং দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার প্রেক্ষিতে উল্লিখিত লিখিত পরীক্ষার তারিখ পুনঃনির্ধারিত হতে পারে।

আই এস পি আর/সেনা/২০২৪/৬৫৮
৪/১১/২৪

ক্যাডেট কলেজ পরিচালনা পরিষদ
এ্যাডজুটেন্ট জেনারেল শাখা
সেনাসদর, ঢাকা সেনানিবাস

Government of the people's Republic of Bangladesh

Public Works Department
Office of the Executive Engineer
PWD E/M Division-6, Dhaka

Memo no: 5-16/1014

e- Tender Notice (OTM)

Date: 05/11/2024

This is to notify all concern that the following tender is invited in the national e-GP portal:

Sl No.	Brief Description of the work	Tender ID	Publishing Date	Closing Date
1	Installation of Electric Line as Alternative Line from Proposed New Electrical Hub to Main Broadcast Master Control Room of Bangladesh Television, Rampura, Dhaka and Other Relevant Works.	1032747	05-Nov-2024	17-Nov-2024

This is an online Tender where only e-Tender will be accepted in the national e-GP portal and no offline/hard copies will be accepted. To submit e-tender, registration in the National e-GP portal (http://www.eprocure.gov.bd) is required. Further information and guidelines are available in the national e-GP system portal and from e-GP help desk (helpdesk@eprocure.gov.bd).

05-11-24
(Mohammad Toriqul Alam)
Executive Engineer
PWD E/M Division-6, Dhaka

Bangladesh Submarine Cables PLC (BSCPLC)

Rahmans' Regnum Center (7th & 8th Floor)
191, Tejgaon-Gulshan Link Road, Dhaka-1208.
Phone : 88 02 226603315,02 226603316
Fax : 88 02 226603322, Website : www.bsccl.com.bd

Notice of 16th Annual General Meeting (AGM)

Notice is hereby given that the **16th Annual General Meeting (AGM)** of Bangladesh Submarine Cables PLC (BSCPLC) will be held on **Wednesday, 27 November 2024 at 11.00 A.M** by using Digital Platform (https://www.bsccl.com.bd/agm) in accordance with the Bangladesh Securities and Exchange Commission (BSEC) order No.:BSEC/ICAD/SRIC/2024/318/87, dated 27 March 2024 to transact the following businesses.

Agenda

1. **To receive and adopt the Directors' and Auditors' Report and the Audited Financial Statements for the year ended 30 June 2024.**
2. **To declare dividend for the year ended 30 June 2024.**
3. **To elect/re-elect Directors.**
4. **To appoint Statutory Auditor and to fix their remuneration.**
5. **To appoint Corporate Governance Compliance Auditor and to fix their remuneration.**

By Order of the Board

Sd/-
Mohammad Zakirul Alam
Company Secretary (Additional Charge)

05 November 2024

Registered Office
Rahman's Regnum Centre, 7th Floor
1911, Tejgaon-Gulshan Link Road
Dhaka-1208.

Note:

- Members whose names appeared in the Members'/Depository Register on Record Date i.e. 04 November 2024 will be eligible to attend/participate and vote in the Annual General Meeting through Digital Platform (**https://www.bsccl.com.bd/agm**) and entitle to receive dividend.
- A Member entitled to attend/participate and vote in the Annual General Meeting, may appoint a proxy inhis stead. Scanned copy of the proxy form, duly stamped must be mailed to the email at **cs@bsccl.com** no later than 96 hours before the meeting.
- AGM Notice, link for joining in the Virtual Platform (audio-visual meeting) and detail login process will be mailed to the respective Member's email address available with BSCPLC.
- Members, whose email addresses updated/changed subsequently, are requested to email at **cs@bsccl.com** referring their full name, Folio/BO ID and email address to get the Virtual Platform meeting invitation. Full login/participation process along with the link of the Virtual Platform of AGM will also be available in the Company's website (**https://www.bsccl.com.bd/agm**). Members can join the Virtual Annual General Meeting using their Laptop, PC, Mobile or Tab providing their respective Name, 16-Digit BO ID, Number of Shares, Mobile number/ email address.
- Pursuant to the BSEC Notification No. BSEC/CMRRCD/2006-158/208/Admin/81 dated 20 June 2018, soft copy of the Annual Report 2023-2024 will be sent to the members' respective email addresses as available with the Company. The Annual Report for the year 2023-2024 will also be available in the Company's website (**https://www.bsccl.com.bd/agm**).
- No benefit in cash or kind other than in the form of cash dividend or stock dividend shall be paid to the holders of equity securities in terms of Notification No. SEC/CMRRCD/ 2009-193/154 dated 24th October, 2013 for attending the AGM of the Company. For all kinds of Dividend and Dividend Tax related issues concerns are requested to act accordingly as per the instructions mentioned in the **PSI of BSCPLC published on 05 October 2024.**

Government of the People's Republic of Bangladesh

Office of the Project Director (SE), RHD
Panguchi Bridge Construction Project
RHD Tower, Sarak Bhaban Compound, Tejgaon, Dhaka
Mob: +8801321-168574
E-mail: pdpanguchi@rhd.gov.bd

Memo No.:35.01.PD.Panguchi.31.08.2024-1286

Corrigendum No. 01

Date: 04/11/2024

Invitation for	:	Pre-qualification of Tenderers for Construction of Panguchi Bridge at Morrelganj over the river Panguchi including Approach Road, Service Road, River Training Works, Toll Plaza, Axle Weigh Station, Electro-Mechanical and Ancillary Works at 17th km of Signboard-Morrelganj-Rayenda-Sharankhola-Bogi Road (R-773).
Invitation Reference No.	:	35.01.PD.Panguchi.31.08.2024-1243
Invitation Date	:	30 September 2024
Date Pre Pre-Qualification Meeting	:	21 October 2024

The following modifications have been made in the Pre-Qualification Notice which shall be an integral part of the Pre-Qualification Notice. All other terms and conditions of the original Pre-Qualification Notice will remain valid and unchanged.

Sl No.	Section/ Clause	Existing Description			Amended Description		
		Topic	Date	Time	Topic	Date	Time
01	Serial No. 16	Pre-qualification Document Last Selling date	11 November 2024	17:00 hrs. (Bangladesh Standard Time)	Pre-qualification Document Last Selling date	10 December 2024	17:00 hrs. (Bangladesh Standard Time)
02	Serial No. 17	PQ Application Submission Closing Date and Time	12 November 2024	15:00 hrs. (Bangladesh Standard Time)	PQ Application Submission Closing Date and Time	11 December 2024	15:00 hrs. (Bangladesh Standard Time)
03	Serial No. 18	PQ Application Opening Date and Time	12 November 2024	15:00 hrs. (Bangladesh Standard Time)	PQ Application Opening Date and Time	11 December 2024	15:00 hrs. (Bangladesh Standard Time)

04/11/24
Md. Shafikul Islam
(ID No. 601938)
Project Director (SE,CC), RHD
Panguchi Bridge Construction Project
RHD Tower, Sarak Bhaban Compound,
Tejgaon, Dhaka-1208.

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়
নীলফামারী।
food.nilphamari.gov.bd

স্মারক নম্বর ১৩.০১.৭৩০০.০০৭.৫৯.০৩৪.২৪.২২৪৩

তারিখ: ১৯ কার্তিক, ১৪৩১ / ০৪ নভেম্বর, ২০২৪

"নীলফামারী জেলা সদর পৌরসভায় খোলা বাজারে খাদশস্য বিক্রয় (ওএমএস) ডিলার নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি"

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, নীলফামারী জেলা সদর পৌরসভার ৯টি ওয়ার্ডে খোলা বাজারে খাদ্যশস্য বিক্রয় (ওএমএস) কার্যক্রম পরিচালনার জন্য গত ২৩/১০/২০২৪ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত জেলা ওএমএস কমিটির সিদ্ধান্তের আলোকে এবং খোলা বাজারে খাদ্যশস্য বিক্রয় (ওএমএস) নীতিমালা-২০২৪ ও এতদসংক্রান্ত পরিপত্রের নির্দেশনা মোতাবেক জরুরি ভিত্তিতে ওএমএস ডিলার নিয়োগ করা হবে। ওএমএস ডিলার নিয়োগের জন্য নীলফামারী পৌরসভার ফুড গ্রেইন লাইসেন্সধারী আগ্রহী ব্যবসায়ীগণকে ওএমএস ডিলারশিপের জন্য নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে মুখবন্ধ খামে আবেদন আহ্বান করা যাচ্ছে।

ডিলার নিয়োগে শর্ত ও যোগ্যতা:

১। বাংলাদেশের জাতীয় পরিচয়পত্র প্রাপ্ত ১৮ বছরের উর্ধ্বে নীলফামারী পৌরসভার স্থায়ীভাবে বসবাসকারী যেকোন নাগরিক আবেদন করতে পারবেন;
২। খাদ্যশস্যের লাইসেন্স প্রাপ্ত ব্যবসায়ী ও পৌরসভার ট্রেড লাইসেন্সধারী হতে হবে;
৩। আবেদনকারীর কমপক্ষে ০৩ (তিন) মে.টন খাদ্যশস্য সংরক্ষণের উপযোগী সংরক্ষণাগার থাকতে হবে;
৪। মালামাল হিসাব সংরক্ষণের সক্ষমতা থাকতে হবে;
৫। নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় সরকার কর্তৃক নির্ধারিত স্থানে (ট্রাকে/দোকানে) খাদ্যশস্য বিক্রয় করতে হবে;
৬। খাদ্য অধিদপ্তরের কোন ডিলার/মিলার/ঠিকাদার পূর্বে শাস্তিপ্রাপ্ত, কালো তালিকাভুক্ত বা যেকোন অনিয়মের কারণে ডিলারশিপ বাতিল হলে তিনি ওএমএস ডিলারের জন্য আবেদন করতে পারবেন না;
৭। প্রজাতন্ত্রের লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত কোন কর্মকর্তা/ কর্মচারি/ জনপ্রতিনিধি ডিলার হতে পারবেন না;
৮। কোন ব্যক্তি ডিলারশিপ প্রাপ্ত হলে "নিজ ডিলারশিপ ব্যতীত অন্য কোন ডিলারের প্রতিনিধিত্ব করবেন না" মর্মে অঙ্গীকারনামা দাখিল করতে হবে;
৯। ওএমএস ডিলার লাইসেন্সের মেয়াদ ০৫ (পাঁচ) বছর। প্রতি বৎসর অন্তর নির্ধারিত ফি প্রদান সাপেক্ষে ডিলার লাইসেন্স নবায়ন করতে হবে। লাইসেন্স হস্তান্তরযোগ্য নয়;
১০। ওএমএস ডিলার অথবা তার প্রতিনিধির স্মার্ট ফোন/তথ্য সংগ্রহের ইলেক্ট্রনিকস ডিভাইস থাকতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট অ্যাপস ব্যবহারে সক্ষমতা থাকতে হবে;
১১। খোলাবাজারে ওএমএস নীতিমালা-২০১৫ অনুযায়ী লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ এ নীতিমালায় নতুনভাবে আবেদন করতে পারবেন;
১২। ওএমএস ডিলারশিপ প্রাপ্তির জন্য নির্ধারিত আবেদন ফরম অনুযায়ী আবেদন করতে হবে। আবেদনপত্রের মূল্য অফেরতযোগ্য ৫০০ (পাঁচশত) টাকা খাদ্য অধিদপ্তরের কোড নং "১৪৮০২০১-১৩০২২০-১৪৪১২৯৯ অন্যান্য আদায়" খাতে চালানের মাধ্যমে জমা দিয়ে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, নীলফামারী ওএমএস শাখা হতে আবেদনপত্র ও বিক্রয় কেন্দ্রের তালিকা সংগ্রহ করতে হবে।
১৩। আবেদনের সাথে পাসপোর্ট সাইজের ছবি, খাদ্যশস্য লাইসেন্স, ট্রেড লাইসেন্স, ব্যাংক কর্তৃক আর্থিক স্বচ্ছলতার সনদ, দোকানের মালিকানা/ভাড়া সংক্রান্ত কাগজপত্র, জাতীয় পরিচয়পত্র, নাগরিকত্ব সনদ, অঙ্গীকার নামা ও চালানের কপি সংযুক্ত করতে হবে। আবেদনপত্রে এবং খামের উপরে ডানদিকে লাল কালিতে বিক্রয় কেন্দ্রের নাম উল্লেখ করতে হবে। (আবেদনের সাথে চাহিত কাগজপত্রাদির ফটোকপি ১ম শ্রেণির গেজেটেড কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত হতে হবে)
১৪। একটি বিক্রয় কেন্দ্রের বিপরীতে নির্ধারিত সংখ্যার চেয়ে অধিক সংখ্যক ডিলার প্রার্থী হলে যোগ্য আবেদনকারীদের উপস্থিতিতে লটারির মাধ্যমে ডিলার নির্বাচন করা হবে। লটারির তারিখ পরবর্তীতে (food.nilphamari.gov.bd) ওয়েব সাইট/ নোটিশ বোর্ডের মাধ্যমে জানানো হবে। একই ব্যক্তি একের অধিক বিক্রয় কেন্দ্রের জন্য আবেদন করতে পারবেন না। একাধিক বিক্রয় কেন্দ্রের জন্য আবেদন করলে উভয় আবেদন বাতিল বলে গণ্য হবে। ডিলার নিয়োগকালে ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকার ফেরতযোগ্য জামানত পে-অর্ডার আকারে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, নীলফামারী এর অনুকূলে জমা প্রদান করতে হবে।
১৫। আবেদনপত্র আগামী ১৮/১১/২০২৪ খ্রি. তারিখ অফিস চলাকালীন সময় পর্যন্ত জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, নীলফামারী/ নীলফামারী পৌরসভা কার্যালয়, নীলফামারী/ জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, নীলফামারী এর রক্ষিত বাক্সে জমা প্রদান করতে হবে। নির্ধারিত সময়ের পর আবেদনপত্র গ্রহণযোগ্য হবে না।
১৬। ওএমএস সংক্রান্ত সময়ে সময়ে জারীকৃত এতদসংক্রান্ত সরকারি নির্দেশনা এবং অন্যান্য আদেশসমূহ প্রযোজ্য হবে;
১৭। কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনে ডিলার নিয়োগ সংক্রান্ত যেকোন পরিবর্তন/পরিমার্জন/বাতিল করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন।
১৮। অসম্পূর্ণ আবেদন/ ত্রুটিপূর্ণ আবেদন বাতিল বলে গণ্য হবে।

(সৈয়দ আতিকুল হক)
জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক
নীলফামারী
ও
সদস্য সচিব
জেলা ওএমএস কমিটি
ফোন: ০২৫৮৯৯৫৫৫৬৫

BANGLADESH ATOMIC ENERGY COMMISSION

PARAMANU BHABAN
E-12/A, AGARGAON, SHER-E-BANGLA NAGAR
P.O. BOX NO. 158, DHAKA-1207, BANGLADESH

Tel No :880-2-58160551
Fax No : +8802222218439

Invitation for International Tender

1	Ministry/Division	Ministry of Science and Technology					
2	Agency	Bangladesh Atomic Energy Commission (BAEC)					V
3	Procuring Entity Name	Director, Bio-Science Division, BAEC, Dhaka					
4	Procuring Entity Code	Not used at present					
5	Procuring Entity District	Dhaka			V		
6	Invitation for	Tender	V	Goods	V	Single Lot	V
7	Invitation Ref No	39.01.0000.225.07.017.2024					
8	Date	14/08/2024			V		
KEY INFORMATION							
9	Procurement Method	ICT			V	Open	V
FUNDING INFORMATION							
10	Budget and Source of Funds	Revenue			V	GOB	
11	Development Partners (if applicable)	Not applicable					
PARTICULAR INFORMATION							
12	Project / Programme Code (if applicable)	Not applicable.					
13	Project / Programme Name (if applicable)	Not applicable					
14	Tender Package No.	GR-6					
15	Tender Package Name	Supply of RIA Kits (Coated & Non-Coated Tube)					
16	Tender Publication Date	05/11/2024	V				
17	Tender Last Selling Date	17/12/2024	V				
		Date		Time			
18	Tender Closing Date and Time	18/12/2024	V	02:00 P.M.		V	
19	Tender Opening Date and Time	18/12/2024	V	02:30 P.M.		V	
20	Name & Address of the office(s)	Address					
	- Selling Tender Document (Principal)	Tender Documents will be available for sale from the Office of the Accounts Officer (Works), Finance & Budget Division, BAEC, E-12/A, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207 on written request to and prior permission of the undersigned.					
	- Selling Tender Document (Others)	Not applicable					
	- Receiving Tender Document	Tenders should be dropped in the Tender Box kept at the Procurement Branch, BAEC, E-12/A, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207, Bangladesh. Tenders may be hand delivered, posted by mail or courier services within the specified date and time.					
	- Opening Tender Document	BAEC, Conference Center Beta Hall (2nd floor), E-12/A, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207, Bangladesh. Interested Tenderers or their authorized representatives are allowed to attend. If there is any transport disruption or Govt. holiday on the date for closing/opening of the Tender, the next normal working day will be considered valid date for closing/opening of the Tender.					
21	Pre-Tender Meeting	Not applicable					
INFORMATION FOR TENDERER							
22	Eligibility of Tenderer	While purchasing Tender Document copies of (i) Up-to-date Trade License, (ii) Up-to-date Income Tax Clearance Certificate, (iii) Financial Solvency Certificate, (iv) VAT Registration Certificate (if applicable) and (v) Three (03) years experience in supplying similar nature of Goods to Govt./Semi-Govt./Autonomous/Semi-Autonomous Organization or Reputed Private/Multinational Company with a satisfactorily completion certificate from Chief Executive/Equivalent to be shown and attested copies of the relevant papers must be submitted with the Tender. Serial nos. (iv) & (v) stated above will be applicable for the Local Agent only.					
23	Brief Description of Goods	Supply of **RIA Kits** (Coated & Non-Coated Tube) for National Institute of Nuclear Medicine & Allied Sciences (NINMAS), Dhaka and 21 (Twenty one) Institute of Nuclear Medicine & Allied Sciences (INMAS) of BAEC.					
24	Brief Description of Related Services	Not applicable.					
25	Price of Tender Document (Tk)	Tk.4,000/- (Taka Four thousand only) in cash (non-refundable)					

26	Lot No	Identification of Lot	Location	Tender Security Amount (Taka)	Completion Time in Months
	1	Supply of RIA Kits (Coated & Non-Coated Tube)	For use in the National Institute of Nuclear Medicine & Allied Sciences (NINMAS), Dhaka and 21 (Twenty one) Institute of Nuclear Medicine & Allied Sciences (INMAS) of BAEC.	Tk.19,20,000/- (Taka Nineteen lac twenty thousand only) in favour of Bangladesh Atomic Energy Commission, Dhaka" in the form of Bank Draft/Pay Order or Irrevocable Bank Guarantee from any scheduled bank of Bangladesh.	12 (Twelve) Months From the date of L/C Opening

PROCURING ENTITY DETAILS				
27	Name of Official Inviting Tender	Prof. Dr. Faria Nasreen		
28	Designation of Official Inviting Tender	Director, Bio-Science Division		
29	Address of Official Inviting Tender	Procurement Branch, BAEC, E-12/A, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207.		
30	Contact details of Official Inviting Tender	Tel No : 880-2-58160551	Fax No : +8802222218439	E-mail: fariainm@yahoo.com
31	**The procuring entity reserves the right to accept or reject all tenders.**			

(Prof. Dr. Faria Nasreen)
Director, Bio-Science Division

বিলবোর্ডে জেনি

নতুন গান 'মন্ত্র' নিয়ে বিলবোর্ডের হট ১০০ তালিকায় জায়গা করে নিয়েছেন ব্ল্যাকপিংক তারকা জেনি। বিনোদন ডেস্ক

টুকরো খবর

স্কুলশিক্ষকের চরিত্রে

আট দিন ধরে গাজীপুরের জয়দেবপুরে নতুন একটি সিরিজের শুটিং করছেন ইমতিয়াজ বর্ষণ। *ডানা মেলার গল্প* নামের ধারাবাহিকটির পরিচালক মিফতা আনান। ইউনিসেফের সহায়তায় তৈরি হচ্ছে এই শিশুতোষ সিরিজ, জানালেন ইমতিয়াজ বর্ষণ। বললেন, 'প্রথমবারের মতো স্কুলশিক্ষকের চরিত্রে অভিনয় করেছি। কাজটা করতে গিয়ে দারুণ উপলব্ধি হয়েছে। একদল শিশুর সঙ্গে কাজ করতে পারাটা ভীষণ আনন্দের।' ওটিটি প্ল্যাটফর্ম বঙ্গতে নাটকটি দেখানো হবে।
বিনোদন প্রতিবেদক, *ঢাকা*

ডানা মেলার গল্প নাটকের দৃশ্য।
ছবি : পরিচালকের সৌজন্যে

'অরফান ৩'-এর ঘোষণা

ভৌতিক ঘরানার সাড়া জাগানো সিনেমার একটি *অরফান*। ২০২২ সালে মুক্তি পায় আলোচিত সেই সিনেমার দ্বিতীয় কিস্তি। এবার প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান লায়নস গেট ভক্তদের জন্য সুখবর দিল। আসছে সিনেমাটির তৃতীয় কিস্তি। কিন্তু সিনেমাটি এখন কোনো পর্যায়ে রয়েছে, সেটা এখনো জানা যায়নি। ২০০৯ সালে ১২৫ মিলিয়ন ডলার আয় করে আলোচনায় আসে *অরফান*।
বিনোদন ডেস্ক

মুম্বাই নয় লক্ষ্মৌ

মুম্বাই, দিল্লি বা হায়দরাবাদ নয়, লক্ষ্মৌতে মুক্তি পাবে *গেম চেঞ্জার* ছবির টিজার। রামচরণ প্রথম সুপারস্টার, যিনি তাঁর ছবির টিজার মুক্তির অনুষ্ঠানের জন্য উত্তর প্রদেশের এই নবাবি শহরকে বেছে নিয়েছেন। ৯ নভেম্বর উত্তর প্রদেশের রাজধানী শহর লক্ষ্মৌতে ধুমধামের সঙ্গে *গেম চেঞ্জার*-এর টিজার প্রকাশ অনুষ্ঠান করা হবে। এই অ্যাকশন থ্রিলার ছবিতে জুটি বেঁধে আসছেন রামচরণ ও কিয়ারা আদভানি। ছবিটি ২০২৫ সালের ১০ জানুয়ারি মুক্তি পাবে।
প্রতিনিধি, *মুম্বাই*

'স্পর্ধা' নিয়েই বেশি কাজ করব

মঞ্চনাটক

আগামীকাল নতুন আরেকটি নাটক নিয়ে আসছে স্পর্ধা : ইনডিপেনডেন্ট থিয়েটার কালেকটিভ। *তবুও জেগে উঠি* নামের নাটকটির নির্দেশক **মহসিনা আক্তার**। তাঁকে নিয়ে লিখেছেন **মকফুল হোসেন**

ছাঁচেঢালা ইতিহাসে কীভাবে নারীকে উপস্থাপন করা হয়, 'স্টিল আই রাইজ' কবিতায় তা-ই তুলে ধরেছেন মার্কিন কবি মায়া অ্যাঞ্জেলো। এই কবিতায় নিজেকে খুঁজে ফিরেছেন বহু নারী; দীর্ঘশ্বাসের পথ পেরিয়ে ঘুরে দাঁড়ানোর মন্ত্র পেয়েছেন কেউ কেউ। কবিতাটির নাম থেকে মহসিনা আক্তারও পেয়েছেন অনুপ্রেরণা। সেই অনুপ্রেরণার ওপর ভর করে প্রায় এক দশক পর নির্দেশনায় ফিরছেন তিনি। এই সময়ে নারীর প্রতি সহিংসতার প্রতিবাদে *তবুও জেগে উঠি* নিয়ে মঞ্চে আসছেন এই নির্দেশক। গতকাল স্পর্ধা : ইনডিপেনডেন্ট থিয়েটার কালেকটিভ জানিয়েছে, আগামীকাল ধানমন্ডি ৩২ নম্বরের মীর তাজ স্কয়ারে নাটকটির দুটি প্রদর্শনী হবে। প্রথমটি রাত ৮টায় আর রাত ১০টায় দ্বিতীয় প্রদর্শনী।

মাসখানেক আগে নাটকটির পরিকল্পনা করে স্পর্ধা। ঢাকার বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ পার্কসহ বেশ কয়েকটি জায়গায় নাটকের মহড়া হয়েছে। নাটকটির পটভূমি বিষয়ে সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে স্পর্ধা লিখেছে, 'সংকটের সময় নারীকে ব্যবহার করা এবং সংকট পেরিয়ে গেলে নারীর রিপ্রেজেন্টেশন মুছে ফেলা হয়। এক বিপ্লবোত্তর আশার বাংলাদেশে আবারও তার অভিজ্ঞতা আমাদের হচ্ছে। যে হাতে হাত মিলিয়ে আমরা এগিয়েছিলাম, সেই হাত এখন নির্দেশ করে নারী কী করবে; সমাজের নারীর অবস্থান ঠিক করে দেওয়া হচ্ছে।'

এমন পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রের নীরবতার প্রতি আঙুল তুলে স্পর্ধা বলছে, 'আমরা মনে করি, ইতিহাস, সভ্যতা কখনোই আমাদের পক্ষে ছিল না। লড়াই আমাদের রক্তে, স্বাধীনতা আমাদের আত্মায়। তাই আমরা কালো হাতের থাবার ভয় না করে আবার জেগে উঠি।'

নারীর প্রতি সহিংসতার প্রতিবাদ করতে শিল্পের শরণ নিয়েছেন মহসিনা। তাঁর সঙ্গে রয়েছেন একদল তরুণ।

নাটক যাবে দর্শকের কাছে

ছয় বছরের পথচলায় বরাবরই নিরীক্ষাধর্মী কাজ করছে স্পর্ধা। ২০২১ সালে ডানকান ম্যাকমিলান ও জনি ডোনাহো রচিত এবং সৈয়দ জামিল আহমেদ নির্দেশিত *বিস্ময়কর সবকিছু* নাটকে অভিনয় করেন মহসিনা। মঞ্চের গণ্ডি পেরিয়ে নাটকটি দর্শকের কাছে ছড়িয়ে পড়েছিল।

বিস্ময়কর সবকিছুর সঙ্গে *তবুও জেগে উঠির* তেমন মিল থাকবে না; তবে প্রদর্শনের ধরনে খানিকটা মিল থাকবে। সীমিত পরিসরেই প্রদর্শিত হবে *তবুও জেগে উঠি*। তবে *বিস্ময়কর সবকিছু* যেখানে শুধু ইনডোরে প্রদর্শিত হয়েছে, সেখানে ৪৫ মিনিট দৈর্ঘ্যের *তবুও জেগে উঠি* পার্কসহ খোলা জায়গায়ও প্রদর্শনের পরিকল্পনা করেছে স্পর্ধা।

গতকাল নাট্যদলটির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য মহসিনা আক্তার বললেন, 'পারফর্মিং আর্টের ক্ষেত্রে স্পেসটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। পারফরমার চরিত্র হয়ে উঠছেন না—চরিত্র ও ব্যক্তির মাঝামাঝি থাকছেন। আমরা আমাদের কথা বলছে চাই। সেটা কখনো কাল্পনিক ভুবন তৈরি করে, কাল্পনিক চরিত্রের মাধ্যমে, আবার কখনো বাস্তবে দাঁড়িয়ে। নাটক নিয়ে আমাদের মানুষের কাছে যেতে হবে। যতটা সম্ভব মিনিমাল উপকরণ রাখার চেষ্টা করছি। অভিনয়ের ওপর অধিক জোর দিচ্ছি।'

বলা হচ্ছে, *তবুও জেগে উঠি* হচ্ছে সিরিজ নাটকের একটি; বিষয়ভিত্তিক আরও নাটক করা হবে। এর মধ্যে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পুরুষেরাও কতটা চাপে থাকেন, বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডসহ বিভিন্ন বিষয়ে নাটক করবে দলটি।

খুব বেশি উপকরণ ছাড়াই বাহুল্যবর্জিত নাটক করার ক্ষেত্রে স্পর্ধার আলাদা পরিচিতি রয়েছে। এই জাদুটা কোথায়? 'বক্তব্য উপস্থাপনের জন্য, নাটকের স্টাইল অনুযায়ী যা প্রয়োজন, তা-ই করি। যদি অল্প কিছুতে স্টাইল ঠিক রেখে বক্তব্য তীব্রভাবে দর্শককে আঘাত করে, তবে আমার বাহুল্যের দরকার কী?'

উদাহরণ টেনে মহসিনা বললেন, 'চোখে চোখ রেখে হাত ধরে বলা যায়, "আমি তোমাকে ভালোবাসি", আবার মহা আয়োজন করে লোক ডেকে, বেলুন উড়িয়েও বলা যায়। কোনটা বেছে নেব, তা আমার বিষয়বস্তুর পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করবে। আমি নানা উপকরণ দিয়ে মঞ্চে দৃশ্য তৈরি করতে যেমন পছন্দ করি, তেমনি নিরাভরণ সত্য ও বিশ্বাস দ্বারা নির্মিত শিল্পকর্মও আমাকে প্রচণ্ডভাবে টানে।'

সময়ের প্রয়োজনে বদলানো দরকার

২০১৭ সালে সৈয়দ জামিল আহমেদ নির্দেশিত *রিজওয়ান* নাটকে ফাতিমা চরিত্রে অভিনয় করে পরিচিতি পান মহসিনা। পরের বছর ২০১৮ সালে সৈয়দ জামিল আহমেদের নেতৃত্বে গঠিত হয় 'স্পর্ধা : ইনডিপেনডেন্ট থিয়েটার কালেকটিভ'। শুরু থেকেই নাট্যদলটির সঙ্গে রয়েছেন মহসিনা। সৈয়দ জামিল আহমেদ নির্দেশিত *জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা*, *৪.৪৮ মন্ত্রাস*, *বিস্ময়কর সবকিছু* ও *আমি বীরাঙ্গনা বলছি* নাটকে অভিনয় করে খ্যাতি পেয়েছেন মহসিনা। আগেও নাটক নির্দেশনা দিয়েছেন তিনি। সর্বশেষ ২০১৪ সালে নির্দেশনা দেন শহীদুল জহিরের *ইন্দুর-বিলাই খেল*।

ছয় বছরের পথচলায় স্পর্ধার নাটকের ধারায় দৃশ্যত পরিবর্তন ঘটেছে। বিষয়টি নিয়ে মহসিনার ভাষ্যে, 'জীবন পরিবর্তনশীল। সামনে এগিয়ে যেতে চাইলে পথ বদলাতে হয়। সময়ের প্রয়োজনে বদলানো দরকার। কোথাও স্থির থাকলে নতুন পথ পাওয়া যায় না। নাট্যকর্মী হিসেবে কত দূর ঝাঁপ দেব, সেটা সময়ই বলে দেয়। আমি শুধু সেই ঝাঁপটা দিতে প্রস্তুত থাকি।'

স্পর্ধা থেকে একাডেমি করতে চাই

অভিনয়, নির্দেশনা, মঞ্চ পরিকল্পনা, পোশাক পরিকল্পনা থেকে আলোক পরিকল্পনা—সবখানেই রয়েছেন মহসিনা। কোন পরিচয়টাকে সামনে রাখতে চান, এমন প্রশ্নের জবাবে বললেন, 'আমার প্রথম প্রায়োরিটি থিয়েটার। মঞ্চের বাইরে হোক কিংবা সামনে, দুই মাধ্যমেই কাজ করতে চাই। স্পর্ধা নিয়েই এখন বেশি কাজ করব। যা যা নিজে জেনেছি, নাটক বিষয়ে আমার দেশে-বিদেশে ট্রেনিংয়ের যে অভিজ্ঞতা, নতুন নাট্যকর্মীদের মধ্যে তা ছড়িয়ে দেব। নতুন বাংলাদেশে এটাই ছিল জীবন নিয়ে আমার প্রথম সিদ্ধান্ত। স্পর্ধা থেকে একাডেমি করতে চাই। কয়েক মাসের ভেতরেই এর যাত্রা শুরু করছি।'

মহসিনা আক্তার।
ছবি : নির্দেশকের সৌজন্যে

নৃত্যাঞ্চল পদক পাচ্ছেন কুমকুম

বিনোদন প্রতিবেদক, *ঢাকা*

২০২৪ সালের নৃত্যাঞ্চল পদক পাচ্ছেন কুমকুম রানী চন্দ। গত সোমবার বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে নৃত্যাঞ্চলের প্রাণপুরুষ মুহাম্মদ জাহাঙ্গীরের জন্মদিন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে তাঁর নাম ঘোষণা করেন প্রয়াত মুহাম্মদ জাহাঙ্গীরের সহধর্মিণী রেহানা আক্তার।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই নৃত্যাঞ্চলের সব শিল্পী ও সদস্য মঞ্চে ওঠেন। তাঁরা মুহাম্মদ জাহাঙ্গীরের নৃত্যাঞ্চল নিয়ে ভাবনা ও পরিকল্পনাকে বাস্তবায়ন করার শপথ নেন। পরে মুহাম্মদ জাহাঙ্গীরের কর্মময় জীবনের ওপর তথ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়।

তথ্যচিত্র প্রদর্শনের পরে তাঁর কর্মজীবনের ওপর আলোচনা করেন মুহাম্মদ জাহাঙ্গীরের বড় ভাই অধ্যাপক মুহাম্মদ ইব্রহিম, অধ্যাপক ইসরাফিল শাহীন ও নৃত্যশিল্পী কাজল ইব্রাহিম। নৃত্যাঞ্চল এ দেশের মৌলিক ও সক্রিয় ধারার নৃত্য নিয়ে এগিয়ে যাবে—এমনটাই স্বপ্ন দেখতেন জাহাঙ্গীর। আলোচনায় সেসব কথাই উঠে আসে।

নৃত্যাঞ্চলের শিল্পীরা পরে ধামাইল নৃত্য পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন নৃত্যাঞ্চলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক শামীম আরা নীপা।

অনুষ্ঠানে জানানো হয়, ২০২৫ সালে লোকনৃত্য উৎসবে নৃত্যাঞ্চল পদক দেওয়া হবে। প্রতি দুই বছর অন্তর লোকনৃত্য উৎসবের আয়োজন করে আসছে নৃত্যাঞ্চল।

মুহাম্মদ জাহাঙ্গীরের নৃত্যাঞ্চল নিয়ে ভাবনা ও পরিকল্পনাকে বাস্তবায়ন করার শপথ নিয়ে নৃত্য পরিবেশন করেন শিল্পীরা। ছবি : আয়োজকদের সৌজন্যে

অভিষেকের ছবির ট্রেলার

প্রতিনিধি, *মুম্বাই*

গতকাল মুক্তি পেল অভিষেক বচ্চন অভিনীত ছবি *আই ওয়ান্ট টু টক* ছবির ট্রেলার। সুজিত সরকার পরিচালিত ছবির ট্রেলারে অভিষেককে এক কঠিন অসুখের সঙ্গে লড়াই করতে দেখা গেছে। *আই ওয়ান্ট টু টক* ছবিতে অভিষেক অভিনীত চরিত্রের নাম 'অর্জুন'। ২২ নভেম্বর ছবিটি বড় পর্দায় মুক্তি পাবে।

অভিষেক বচ্চন। ছবি : এএনআই

বিনোদন

বিনোদন ও সংস্কৃতিবিষয়ক
অনুষ্ঠানসূচি, প্রেস বিজ্ঞপ্তি
পাঠানো এবং যাবতীয় যোগাযোগ
এই ঠিকানায়
binodon@prothomalo.com

“ ভিনিসিয়ুস দুঃখিত, তবে সেটা ব্যালন ডি’অরের কারণে **নয়**, ভ্যালেন্সিয়ায় (ভয়াবহ বন্যায়) ও যা দেখছে, সেই কারণে।

কার্লো আনচেলত্তি

রিয়ালের অনুশীলনে ভিনির মধ্যে স্বাভাবিক উচ্ছ্বাস **না দে**খা যাওয়ার কারণ জানালেন দলটির কোচ

সালাউদ্দিনই জাতীয় দলের সহকারী কোচ

ক্রীড়া প্রতিবেদক, *ঢাকা*

মোহাম্মদ সালাউদ্দিন

কথাবার্তা এগিয়েই ছিল। বিসিবি জাতীয় দলের সহকারী কোচ হিসেবে চাচ্ছিল মোহাম্মদ সালাউদ্দিনকে। আগেও একই দায়িত্ব পালন করা সালাউদ্দিনও আগ্রহী ছিলেন পুরোনো কাজে ফিরতে। অবশেষে তাঁকেই বাংলাদেশ দলের সহকারী কোচ হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে বিসিবি। যদিও এবার পদের নাম সিনিয়র সহকারী কোচ। চুক্তির মেয়াদ ২০২৫ সালের ১৫ মার্চ পর্যন্ত। এর সপ্তাহখানেক আগে শেষ হবে চ্যাম্পিয়নস ট্রফি। সূত্র জানিয়েছে, সালাউদ্দিনের বেতন হবে মাসে ৮ থেকে ৯ লাখ টাকার মতো।

বিসিবি সভাপতির দায়িত্ব নেওয়ার পর ফারুক আহমেদ বলেছিলেন, যোগ্য স্থানীয় কোচদের জাতীয় দলসহ বিসিবির বিভিন্ন দলে দায়িত্ব দেওয়া হবে। সর্বশেষ দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে চট্টগ্রাম টেস্ট চলাকালে জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামে কারও নাম উল্লেখ না করে বলেন, জাতীয় দলের জন্য স্থানীয় একজন সহকারী কোচ নেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে। সালাউদ্দিনকে সহকারী কোচ করা প্রসঙ্গে কাল বোর্ড সভাপতি বলেছেন, ‘গত কয়েক বছরে ঘরোয়া ক্রিকেটে কোচ হিসেবে অনেক সাফল্য পেয়েছেন সালাউদ্দিন। অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। আশা করি, তাঁর এই অভিজ্ঞতা জাতীয় দলে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।’

গতকাল দুপুরে মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামের বিসিবি কার্যালয়ে ফারুক আহমেদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন সালাউদ্দিন। সে আলোচনাতেই চূড়ান্ত হয় তাঁর নিয়োগ। সালাউদ্দিন জাতীয় দলের সঙ্গে কাজ শুরু করবেন ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফর থেকে। যোগ দেবেন সিমন্সের সহকারী হিসেবে, সিমন্সের চুক্তির মেয়াদও আপাতত চ্যাম্পিয়নস ট্রফি পর্যন্তই।

২০০৫ সালে জাতীয় দলের ফিল্ডিং কোচ হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন বিকেএসপির সাবেক খণ্ডকালীন কোচ সালাউদ্দিন। কোচ হিসেবে দুই দশকেরও বেশি অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সালাউদ্দিনের কোচিংয়ে বিপিএলে সর্বোচ্চ চারবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ানস। একাধিকবার জিতেছেন ঢাকা প্রিমিয়ার লিগও।

ছোট পর্দায় আজ

১ম ওয়ানডে	*নাগরিক টিভি, ইউরোস্পোর্ট*
বাংলাদেশ-আফগানিস্তান	বিকেল ৪টা
উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ	*রাত ১১-৪৫ মি.*
শাখতার-ইয়াং বয়েজ	সনি স্পোর্টস টেন ৫
ক্লাব ব্রুগা-অ্যাস্টন ভিলা	সনি স্পোর্টস টেন ২
উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ	*রাত ২টা*
ইন্টার মিলান-আর্সেনাল	সনি স্পোর্টস টেন ২
বায়ার্ন-বেনফিকা	সনি স্পোর্টস টেন ১
রেড স্টার-বার্সেলোনা	সনি স্পোর্টস টেন ৫
পিএসজি-আতলেতিকো	সনি লিভ

স্বস্তি নাকি শঙ্কার সিরিজ

বাংলাদেশ-আফগানিস্তান

শারজায় আজ থেকে শুরু তিন ওয়ানডের সিরিজটা বাংলাদেশ দলের জন্য একটু শঙ্কারও বটে।

ক্রীড়া প্রতিবেদক, *ঢাকা*

স্বস্তিতে ফেরার সম্ভাবনা, নাকি যোগ হবে হতাশার নতুন সংস্করণ? শারজায় আজ আফগানিস্তানের বিপক্ষে প্রথম ম্যাচ দিয়ে প্রায় আট মাস পর প্রিয় সংস্করণ ওয়ানডে ক্রিকেটে ফিরছে বাংলাদেশ দল। তার আগে ওরকম প্রশ্নের কারণ, টেস্ট এবং টি-টোয়েন্টিতে নাজমুল হোসেনের দলের অতি সাম্প্রতিক পারফরম্যান্সটা ঠিক আত্মবিশ্বাসী হওয়ার মতো নয়।

ওয়ানডেতে দুই দলের অতীত বাংলাদেশকে আশাবাদী করতেই পারে। আফগানদের বিপক্ষে ১৬টি ওয়ানডে খেলে ১০টিতেই জয়। সর্বশেষ তিন ওয়ানডেতেও জয় বাংলাদেশেরই। তা ছাড়া সব মিলিয়েই ওয়ানডেতে বাংলাদেশ আছে সাফল্যের ধারাবাহিকতায়। গত মার্চে ঘরের মাঠে খেলা সর্বশেষ সিরিজে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ২-১ ম্যাচে সিরিজ জয়ের আগে গত বছরের ডিসেম্বরে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে জয় আছে নেপিয়ারে।

তবে আজ থেকে শুরু তিন ওয়ানডের সিরিজটা তো আর শুধু বাংলাদেশই খেলবে না, খেলবে আফগানিস্তানও। বাংলাদেশের বিপক্ষে অতীতটা এক পাশে সরিয়ে রাখলে ওয়ানডেতে তারাও আছে দারুণ অবস্থায়। এই শারজার মাঠেই গত মাসে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ২-১-এ সিরিজ জয় হাশমতউল্লাহ শহীদির দলকে বাড়তি আত্মবিশ্বাস জোগাবে। আইসিসি র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষ পাঁচে থাকা কোনো দলের

তিন ওয়ানডের সিরিজ শুরুর আগে ট্রফি নিয়ে দুই অধিনায়ক হাশমতউল্লাহ শহীদি ও নাজমুল হোসেন। ছবি : এসিবি

বিপক্ষে এটি তাদের প্রথম সিরিজ জয়। এর আগে এ বছরের মার্চে ‘ঘরের মাঠ’ শারজাতেই সিরিজ জিতেছে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষেও।

কাজেই সর্বশেষ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে খেলা আফগানদেরকে সাদা বলের ক্রিকেটের কোনো সংস্করণেই সমীহ না করার কোনো কারণ নেই। তার ওপর রশিদ খান, মোহাম্মদ নবীদের স্পিন আর ফজলহক ফারুকির গতির সঙ্গে এবার যোগ হয়েছেন ২৩ বছর বয়সী ব্যাটসম্যান সেদিকউল্লাহ আতাল।

আফগানিস্তানের হয়ে পাঁচটি টি-টোয়েন্টি খেলে ফেললেও এই বাঁহাতি ওপেনার আছেন ওয়ানডে অভিষেকের অপেক্ষায়। সুযোগ পেলে অভিষেকটা রঙিন করতে তাঁর ব্যাট মোটামুটি তেতেই আছে। ইমার্জিং এশিয়া কাপে খেলা সর্বশেষ পাঁচ ইনিংসে সেদিকউল্লাহর রান ৮৩, ৯৫*, ৫২, ৮৩ ও ৫৫*। অপরাজিত ৯৫ রানের ইনিংসটি খেলেছেন আবার বাংলাদেশ ‘এ’ দলের বিপক্ষে। আফগানিস্তান ‘এ’ দলকে ইমার্জিং এশিয়া কাপের শিরোপা এনে দিয়ে সেদিকউল্লাহ হয়েছেন টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড়ও। ১৯ সদস্যের আফগান স্কোয়াডে আরও দুই নতুন মুখ টপ অর্ডার ব্যাটসম্যান দরবিশ রাসুলি ও পেসার বিলাল সামি।

‘এ’ দলের সাফল্যের রূপকারকে নিয়ে আফগানিস্তান যখন ওয়ানডের ধারাবাহিকতা ধরে রাখার স্বপ্নে মশগুল, তখন বাংলাদেশ দল মাঠ এবং মাঠের বাইরে নানা রকম নেতিবাচকতায় জর্জরিত। মাঠে পাকিস্তানের বিপক্ষে ২-০তে টেস্ট সিরিজ জয় প্রায় ভুলে যাওয়ার উপক্রম এরপরের ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের ব্যর্থতায়। সংস্করণ যদিও ভিন্ন, খেলবেন তো প্রায় একই খেলোয়াড়েরাই! এই সিরিজের আগে অধিনায়কত্ব নিয়েও একটা বিতর্ক ছিল। নাজমুল অবশ্য ছাড়ি-ছাড়ি করেও শেষ পর্যন্ত অধিনায়ক আছেন। ওদিকে বাংলাদেশের কোচ হিসেবে এটি হবে ফিল সিমন্সের প্রথম অ্যাওয়ে সিরিজ, তা-ও এমন এক দলের বিপক্ষে, একসময় তিনি যাদের কোচ ছিলেন।

সব মিলিয়ে কোচ-খেলোয়াড় সবার জন্যই শারজার এই তিনটি ম্যাচ হয়ে যাচ্ছে পরীক্ষার মতো। সিরিজটা বাংলাদেশের জন্য আসলেই স্বস্তির হবে, নাকি বাড়াবে শঙ্কা!

আবার চোট নেইমারের, কতটা গুরুতর

খেলা ডেস্ক

বেচারা নেইমার! চোটের কবল থেকে কিছুতেই মুক্তি মিলছে না তাঁর। এক বছর পর মাঠে ফিরেছিলেন গত ২২ অক্টোবর। আল হিলালের হয়ে একটি ম্যাচে বদলি নেমেছিলেন কিছুক্ষণের জন্য। কিন্তু প্রত্যাবর্তনের পর গত পরশু দ্বিতীয় ম্যাচেই আবার চোট পেয়ে মাঠ ছাড়তে হয়েছে ৩২ বছর বয়সী ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ডকে। নেইমার অবশ্য আশা করছেন, এটা গুরুতর কিছু নয়। তিনি জানতেন, চোটের কারণে দীর্ঘদিন মাঠের বাইরে থাকার পর এ রকম একটু-আধটু সমস্যা হতেই পারে।

হাঁটুর লিগামেন্টের চোট কাটিয়ে ফেরার পর নেইমার প্রথম ম্যাচটা খেলেছিলেন এএফসি চ্যাম্পিয়নস লিগে আল আইনের বিপক্ষে। ওই ম্যাচে অবশ্য বেশিক্ষণ মাঠে ছিলেন না, শেষ ১৩ মিনিট তাঁকে সুযোগ দিয়েছিলেন আল হিলাল কোচ জর্জে জেসুস। নেইমারও চেয়েছিলেন ধীরে ধীরে মাঠে উপস্থিতির সময় বাড়াতে।

গত পরশু এএফসি চ্যাম্পিয়নস লিগে ইরানি ক্লাব এস্তেগলালের বিপক্ষে ৫৮ মিনিটে নেইমারকে বদলি হিসেবে মাঠে নামান আল হিলাল কোচ জর্জে জেসুস।

এত দিন পর মাঠে নেমে আবার চোট। নেইমারের রাগ তো হওয়ারই কথা। এএফপি

ম্যাচে তখন আল হিলাল ২-০ গোলে এগিয়ে। নামার পর নেইমার দারুণ কয়েকটা পাস দেন, একবার পেয়ে যান গোলের সুযোগও। কিন্তু সেটা কাজে লাগাতে পারেননি। ঝামেলা বাধে কিছুক্ষণ পরই। ডান পায়ের পেশিতে অস্বস্তি বোধ করতে থাকেন। খুঁড়িয়ে হাঁটতে দেখা যায় তাঁকে। শেষ পর্যন্ত ম্যাচের ৮৬ মিনিটে বদলি হয়ে মাঠ ছেড়ে যেতে হয় তাঁকে। ডাগআউটে বসে নিজের ওপর খুব বিরক্তি প্রকাশ করতেও দেখা যায়।

তখন থেকেই শঙ্কা জেগেছিল, আবারও কি তাহলে লম্বা সময়ের জন্য বাইরে চলে গেলেন ব্রাজিলিয়ান এই ফরোয়ার্ড? পরে নিজের ইনস্টাগ্রামে এক পোস্টে নেইমার আশার কথাই শুনিয়েছেন, ‘আশা করি, গুরুতর কিছু নয়...এক বছর বাইরে থাকার পর এমনটা হওয়াই স্বাভাবিক। চিকিৎসকেরা এরই মধ্যে বিষয়টি নিয়ে আমাকে সতর্ক করেছিলেন। তাই সাবধান থেকে আরও বেশি সময় খেলতে হবে আমাকে।’

এমনিতে অবশ্য কিছুদিনের বিশ্রাম পেতেন নেইমার। চোটের কারণে স্কোয়াডে না থাকায় তাঁকে সৌদি প্রো লিগে এই মৌসুমে নিবন্ধন করায়নি আল হিলাল। ফলে তিনি খেলবেন শুধু এএফপি চ্যাম্পিয়নস লিগের ম্যাচগুলোতে। যে টুর্নামেন্টে আল হিলালের পরের ম্যাচ আগামী ২৬ নভেম্বর, কাতারের ক্লাব আল সাদের বিপক্ষে।

দীর্ঘদিন চোটে বাইরে থাকায় এই মাসে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের দুটি ম্যাচেও তাঁকে দলে রাখেননি ব্রাজিল কোচ দরিভাল জুনিয়র। এই সময়টা হয়তো নেইমারের এবারের চোট থেকে পুনর্বাসনপ্রক্রিয়াতেই যাবে।

ক্লান্তি থেকেই কি সাকিবের অ্যাকশনে সমস্যা

সাকিবের বোলিং অ্যাকশন নিয়ে হঠাৎ সন্দেহ কেন? উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছেন তাঁর দুই কোচ নাজমূল আবেদীন ও মোহাম্মদ সালাউদ্দিন।

ক্রীড়া প্রতিবেদক, *ঢাকা*

সব মিলিয়ে ৪৪৭টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ। সঙ্গে যোগ করে নিন দুনিয়ার সব বড় ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে খেলা অসংখ্য টি-টোয়েন্টি ম্যাচও। কোথাও কেউ কোনো দিন সাকিব আল হাসানের বোলিং অ্যাকশন নিয়ে কিঞ্চিৎ সন্দেহও প্রকাশ করেনি। অথচ সারের হয়ে ইংলিশ কাউন্টি চ্যাম্পিয়নশিপের ডিভিশন ওয়ানের একটি ম্যাচে তাঁর অ্যাকশন নাকি সন্দেহজনক মনে হয়েছে আম্পায়ারদের!

এ নিয়ে একটু বিস্ময়ই জেগেছে। কেন আম্পায়ারদের মনে হলো সাকিবের বোলিং অ্যাকশনে গোলমাল আছে? সাকিবের দুই ক্রিকেটগুরু ও কোচ নাজমূল আবেদীন ও মোহাম্মদ সালাউদ্দিন কারও অভিজ্ঞতাতেই নেই, সাকিব কোনোকালে বোলিং অ্যাকশন নিয়ে সমস্যায় ভুগেছেন। অবশ্য এবার ইংল্যান্ডে যে সমস্যায় তিনি পড়েছেন, সেটাকেও গুরুতর কিছু বলে মনে হচ্ছে না কারও কাছেই।

গত সেপ্টেম্বরে পাকিস্তান সফর শেষে ও ভারত সফরের আগে কাউন্টিতে সমারসেটের বিপক্ষে একটি ম্যাচ খেলেন সাকিব। ২০১১-১২ মৌসুমের পর কাউন্টিতে সেটিই ছিল তাঁর প্রথম ম্যাচ। টন্টনে সাকিব ৯ উইকেট নিলেও সারে হেরে যায় ১১১ রানে। সাকিব বোলিং করেছিলেন ৬৩ ওভার। ম্যাচের প্রায় দুই মাস পর জানা গেল, ওই ম্যাচের পর তাঁর অ্যাকশন নিয়ে সন্দেহের কথা জানিয়েছেন আম্পায়াররা।

বর্তমানে বিসিবির পরিচালক নাজমূল বিকেএসপির কোচ হিসেবে অনূর্ধ্ব-১৬ পর্যায় থেকেই সাকিবকে কাছ থেকে দেখছেন। তিনিও মনে করতে পারলেন না, সাকিব কখনো নিজের বোলিং অ্যাকশন নিয়ে সমস্যায় পড়েছিলেন কি না। তবে ইংলিশ কাউন্টির আম্পায়ারদের পর্যবেক্ষণ একেবারেই ভুল, তা বলছেন না নাজমূল, ‘ইংলিশ কাউন্টির একজন আম্পায়ার তো এমনি এমনি এটা বলবেন না। তিনি নিশ্চয় বুঝেশুনেই সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।’

সাকিবের অ্যাকশনে সত্যিই সমস্যা হলে সেটা কী হতে পারে, তার একটা ধারণাও দিলেন নাজমূল, ‘অনেক বেশি বোলিং করার কারণে যদি ওর স্পিনিং ফিঙ্গার ক্লান্ত হয়ে যায়, তখন বল টার্ন করাতে যদি অন্য ফিঙ্গার ব্যবহার করতে চায়, তাহলে অ্যাকশনে পরিবর্তন আসতে পারে। বোলার যদি হাতটাকে অন্যভাবে ব্যবহার করে বল ঘোরাতে চায়, নিজের অজান্তেই অ্যাকশন বদলে যাবে।’ তবে নাজমূলের বিশ্বাস, সে ক্ষেত্রেও সাকিবের হাত কনুই বাঁকানোর সীমা অতিক্রম করবে না।

এটাকে বড় সমস্যা মনে হচ্ছে না সালাউদ্দিনের কাছেও, ‘এমন নয় যে এখন আর কোথাও সে বোলিং করতে পারবে না। শুধু ইসিবির অধীন খেলায় বোলিংটা বন্ধ রাখতে হবে। অন্য সব জায়গাতেই সে বোলিং করতে পারবে।’

সংবাদমাধ্যমে বোলিং অ্যাকশন নিয়ে সন্দেহের

সাকিব আল হাসান : সারের হয়ে বোলিংয়ের সময়

খবর আসার পর মুঠোফোনে সাকিবের সঙ্গে কথা হয়েছে সালাউদ্দিনের। সাকিবও তাঁকে নিশ্চিত করেছেন, কাউন্টির ওই ম্যাচ শেষে তাঁর অ্যাকশন নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন আম্পায়াররা। সাকিবের অ্যাকশন নিয়ে আগে কখনো প্রশ্ন না উঠলেও কাউন্টিতে ওঠা প্রশ্নটাকে স্বাভাবিক দৃষ্টিতেই নিচ্ছেন সালাউদ্দিন, ‘যেকোনো বোলারের যেকোনো ডেলিভারিতেই অ্যাকশন সন্দেহজনক মনে হলে আম্পায়াররা তা ধরতে পারেন। এটা কোনো বড় ইস্যু নয়। এর জন্য যে তার বোলিং অ্যাকশন অবৈধ হয়ে গেছে, তা নয়। শুধু ইংল্যান্ডে ইসিবির অধীন কোনো ম্যাচ বা টুর্নামেন্ট খেললেই তাকে অ্যাকশনের পরীক্ষা দিয়ে খেলতে হবে। অন্য জায়গায় এটা কোনো সমস্যা নয়।’

নাজমূলের মতো সালাউদ্দিনেরও ধারণা, অ্যাকশনে সমস্যা কিছু হয়ে থাকলে সেটা অনেক বেশি বোলিংয়ের কারণেই, ‘আমার মনে হয় না ওর অ্যাকশনে কোনো ঝামেলা আছে। অনেক বেশি বল করেছে, হয়তো কোনো একটা পর্যায়ে আম্পায়ারের কিছু মনে হয়েছে। আঙুলের সমস্যার কারণেও এক-দুটি ডেলিভারিতে এটা হতে পারে।’

নাজমূলের মতো সালাউদ্দিনও বলেছেন, বোলিং অ্যাকশন নিয়ে কখনোই কাজ করতে হয়নি সাকিবকে। তবে স্মৃতি হাতড়ে তাঁর যেন মনে হলো, সাকিব অনূর্ধ্ব-১৭ দলে থাকার সময় এ রকম কোনো একটা আলোচনা তাঁর কানে এসেছিল। যদিও সাকিবের তখনকার কোচ নাজমূল বলেছেন, ‘অনূর্ধ্ব-১৬ থেকে আমি ওর কোচ। এমন কিছু মনে করতে পারছি না। সাকিবের অ্যাকশন নিয়ে কখনোই কাউকে কোনো সংশয় প্রকাশ করতে দেখিনি।’

ইএসপিএনক্রিকইনফো জানিয়েছে, কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই অ্যাকশনের পরীক্ষা দেবেন সাকিব। যদিও সালাউদ্দিন বলেছেন, ‘সাকিব বিষয়টা নিয়ে চিন্তিত নয়, চিন্তিত হওয়ারও কিছু নেই। পরীক্ষা নিয়ে এত তাড়াহুড়ারও কিছু নেই।’ সাকিব বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে আছেন। এ বিষয়ে জানতে মুঠোফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করেও তাঁকে পাওয়া যায়নি।

সরকারি অর্থে মোমেনের ভবন

সিলেটে মোমেন ফাউন্ডেশন

মোমেন ফাউন্ডেশনের নামে ২০ শতক জমি দানের পর আশপাশের ৭৮৬ শতক 'টিলা'র শ্রেণি পাল্টে ভিটা করা হয়।

সুমনকুমার দাশ, *সিলেট*

আশপাশে যত জমি, সবই টিলাভূমি। সরকারি রেকর্ডপত্রে যুগ যুগ ধরে এ তথ্যই লিপিবদ্ধ আছে। সর্বশেষ ভূমি জরিপেও সেটিই উল্লেখ আছে। কিন্তু আওয়ামী লীগের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আবদুল মোমেনের স্ত্রী সেলিনা মোমেনের নামে ২০ শতক জমি দান করার পরই পাল্টে যায় আশপাশের জমির শ্রেণি। ৬০ বছর কাগজপত্রে থাকা ৭৮৬ শতক 'টিলা' শ্রেণির জায়গা মাত্র ২৭ দিনেই হয়ে যায় 'ভিটা' ও 'বাড়ি'।

২০২১ সালের আগস্ট মাসে এ ঘটনা ঘটে। অভিযোগ আছে, আইনের তোয়াক্কা না করে দ্রুত পাল্টে দেওয়া হয় জমির শ্রেণি। বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক দেখা দিলে দুই বছর পর আবারও আইনের ব্যত্যয় ঘটিয়ে জমির শ্রেণি আগের অবস্থায় ফেরানো হয়। তবে এর মধ্যেই ওই জায়গার বিভিন্ন স্থানে টিলা কাটা হয়েছে।

সিলেট জেলা মহিলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হেলেন আহমদ সদর উপজেলার বড়শালা মৌজার এই জমি দান করেন। তিনি সেলিনা মোমেনের ঘনিষ্ঠ ও আস্থাভাজন হিসেবে পরিচিত। মোমেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী থাকাকালে হেলেন আহমদ প্রভাব খাটিয়ে তৎকালীন জোনাল সেটেলমেন্ট কর্মকর্তাকে দিয়ে ওই জায়গার শ্রেণি পরিবর্তন করে নেন বলে অভিযোগ রয়েছে। ওই জায়গায় মোমেন ফাউন্ডেশনের ভবন নির্মাণ করতে তিন দফায় সরকার ২ কোটি ৬০ লাখ টাকা বরাদ্দ দিয়েছে।

বদলে যায় জমির শ্রেণি

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, হেলেন আহমদ ও তাঁর ছেলেদের নামে বড়শালা মৌজায় এসএ খতিয়ানের ৩০৫০ দাগে (বর্তমান দাগ ৬৪০৬) ৮৬ শতাংশ জায়গা আছে। পুরো জায়গা 'টিলা' শ্রেণিভুক্ত। হেলেন সেখানকার ২০ শতাংশ জমি মোমেন ফাউন্ডেশনের পক্ষে চেয়ারম্যান সেলিনা মোমেনকে

টিলা কেটে তৈরি করা হচ্ছে বহুতল ফাউন্ডেশন ভবন। গত বৃহস্পতিবার। ছবি : প্রথম আলো

২০২১ সালের ১৭ আগস্ট দান করেন। দান করা জমির বাজারমূল্য দলিলে ২৬ লাখ ২৫ হাজার টাকা দেখানো হয়। তবে স্থানীয় বাসিন্দারা বলছেন, এ জমির বাজারমূল্য ৬০ থেকে ৮০ লাখ টাকা হওয়ার কথা।

নথিপত্র থেকে জানা গেছে, দান করার আট দিন পর হেলেন ওই জমি সেলিনা মোমেনের নামে পৃথক খতিয়ান প্রস্তুতের জন্য সেটেলমেন্ট কার্যালয়ে আবেদন করেন। পাশাপাশি হেলেন তাঁর একই মৌজার বিএস ৫৮১২ ও ৬৪০১ দাগের 'টিলা' ও 'টিলা বাড়ি' শ্রেণিভুক্ত প্রায় ১৬২ শতক ভূমিকে 'বাড়ি বা ভিটা' শ্রেণিতে পরিবর্তন করার জন্যও আবেদন জানান।

নথি পর্যালোচনা করে দেখা যায়, প্রতিবেদনের সূত্র ধরে ২০২১ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর চূড়ান্ত শুনানি শেষে তৎকালীন জোনাল সেটেলমেন্ট কর্মকর্তা ওবায়দুর রহমান জায়গার শ্রেণি পরিবর্তনের পাশাপাশি ২০ শতাংশ জায়গা সেলিনার নামে খতিয়ানে রেকর্ড করার নির্দেশ দেন।

অভিযোগ আছে, জমির এই শ্রেণি পরিবর্তন করতে গিয়ে জোনাল সেটেলমেন্ট কর্মকর্তা যে রায় দিয়েছেন, তাতে অন্য খতিয়ানভুক্ত ভূমিমালিকদের ৬২৪ শতক জায়গারও শ্রেণি স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরিবর্তিত হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় মোট ৭৮৬ শতক জায়গার শ্রেণি পরিবর্তন হয়।

এ বিষয়ে ওবায়দুর রহমান ২০২২ সালের অক্টোবরে *প্রথম আলো*কে জানিয়েছিলেন, ১৯৫৪ সালের প্রজাস্বত্ব বিধিমালা ৪২(ক) বিধি অনুযায়ী খতিয়ান ও রেকর্ড সংশোধনের সুযোগ তাঁর হাতে রয়েছে। সে অনুযায়ীই হেলেনের আবেদন বিবেচনায় নেওয়া হয়েছিল। সামাজিক প্রতিষ্ঠান হওয়ার কারণে বিষয়টি ইতিবাচকভাবে দেখা হয়েছে।

তবে সুপ্রিম কোর্টের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী তবারক হোসেইন *প্রথম আলো*কে বলেন, কাগজপত্র, খতিয়ান, নকশা পর্যালোচনা করে কোনো প্রতারণার প্রমাণ পাওয়া গেলেই কেবল ৪২(ক) বিধি অনুযায়ী সেটেলমেন্ট কর্মকর্তা মালিকের নাম-ঠিকানা সংশোধন করতে পারবেন। কিন্তু কোনোভাবেই শ্রেণি পরিবর্তন কিংবা নতুন নামে খতিয়ান প্রস্তুতের বিষয়টি এ বিধিতে সেটেলমেন্ট কর্মকর্তা করতে পারেন না।

অভিযোগের বিষয়ে জানতে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে সেলিনা মোমেন ও হেলেন আহমদের মুঠোফোন সংযোগ বিচ্ছিন্ন পাওয়া যায়।

সরকারি ব্যয়ে ফাউন্ডেশনের ভবন

সরেজমিন দেখা গেছে, হেলেনের যে জায়গার শ্রেণি পরিবর্তন করা হয়, এর অধিকাংশই গাছপালাবেষ্টিত টিলার ওপর অবস্থিত। ওই জায়গার স্থানে স্থানে টিলা কাটার চিহ্ন স্পষ্ট। এখানে আবাদি জমির অস্তিত্ব খুব বেশি নেই। এ ছাড়া মোমেন ফাউন্ডেশনকে দান করা অংশটিতে নির্মিতব্য একটি বহুতল ভবনের একতলার কাজ অসমাপ্ত অবস্থায় পড়ে আছে।

ভবন নির্মাণের জন্য সর্বশেষ ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সিলেট সিটি করপোরেশনের মাধ্যমে ১ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয় স্থানীয় সরকার বিভাগ। এর আগে একই কাজের জন্য সিলেট জেলা পরিষদকে ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৯০ লাখ টাকা এবং ২০২১-২২ অর্থবছরে ৭০ লাখ টাকা দেওয়া হয়।

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) সিলেটের সাধারণ সম্পাদক আবদুল করিম চৌধুরী (কিম) বলেন, সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রীর স্ত্রীকে ঢাল বানিয়ে কিংবা তাঁর ছত্রচ্ছায়ায় হেলেন জায়গার শ্রেণি পরিবর্তন করেন। সেলিনা মোমেনও দায় এড়াতে পারেন না। মূলত তাঁকে জায়গা দানের পরই অবিশ্বাস্য দ্রুততায় আইনের ব্যত্যয় ঘটিয়ে জায়গার শ্রেণি ও রেকর্ড পরিবর্তিত হয়েছে। বদলানো এবং পুনর্বহাল—দুটিই আইনের ব্যত্যয়। জড়িত ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করা গেলেই ভবিষ্যতে এমন অপরাধ থেকে অনেকে বিরত থাকবেন।

সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা এখনো আক্রমণের মুখে : সম্পাদক পরিষদ

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা এখনো আক্রমণের মুখে উল্লেখ করে গণমাধ্যমসহ সব ধরনের প্রতিষ্ঠানে 'মব জাস্টিস' (উশৃঙ্খল জনগোষ্ঠীর বিচার) কঠোরহস্তে দমন করতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে সম্পাদক পরিষদ।

গত সোমবার সম্পাদক পরিষদের এক বৈঠক থেকে এ আহ্বান জানানো হয়। গতকাল মঙ্গলবার সম্পাদক পরিষদের এক বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানানো হয়।

সম্পাদক পরিষদ বলেছে, গত ৫ আগস্টের গণ-অভ্যুত্থান ও এর মধ্য দিয়ে সৃষ্ট নতুন বাংলাদেশের অন্যতম প্রতিশ্রুতি হলো, সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা। অন্তর্বর্তী সরকারসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পক্ষ থেকে এ প্রতিশ্রুতি বারবার ব্যক্ত করা হয়েছে।

সম্পাদক পরিষদ অত্যন্ত উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ করছে, স্বাধীন সাংবাদিকতার চর্চা অক্ষুণ্ন রাখার পরিবেশ নিশ্চিত করার এ প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও এখনো সমাজের কোনো কোনো অংশ থেকে দেশের সংবাদমাধ্যমগুলোর স্বাধীনতার ওপর নানাভাবে আক্রমণ অব্যাহত রয়েছে। এরই মধ্যে দেশের শীর্ষস্থানীয় কয়েকটি মুদ্রিত সংবাদমাধ্যমের কার্যালয়ে হামলা ও ঘেরাওয়ের হুমকি দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। প্রথম আলো, ডেইলি স্টারসহ কয়েকটি পত্রিকা তাদের প্রধান কার্যালয়ের নিরাপত্তা চেয়ে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কাছে আবেদনও করেছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীগুলোর দ্রুতগতিতে ব্যবস্থা নেওয়ার বিষয়টিও উল্লেখযোগ্য।

সম্পাদক পরিষদ মনে করে, কোনো পত্রিকার পরিবেশিত কোনো সংবাদ বা সম্পাদকীয় নীতিমালা নিয়ে কারও কোনো আপত্তি থাকলে তিনি লেখালেখির মাধ্যমে নিজের বুদ্ধিবৃত্তিক অবস্থান ও বক্তব্য তুলে ধরতে পারেন। কিন্তু এভাবে হুমকির মাধ্যমে সংবাদমাধ্যমের কণ্ঠরোধের প্রয়াস বিগত কাঠামোর জনবিরোধী চর্চার পুনরাবৃত্তিরই নামান্তর।

সম্পাদক পরিষদ এভাবে স্বাধীন সাংবাদিকতার চর্চা ও পরিবেশকে ব্যাহত করার প্রয়াসের তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে। একই সঙ্গে সরকারের প্রতি আহ্বান, গণমাধ্যমসহ সব ধরনের প্রতিষ্ঠানে মব জাস্টিস কঠোরহস্তে দমন করুন।

বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয় দ্য ডেইলি স্টারের কার্যালয়ে। দ্য ডেইলি স্টারের সম্পাদক মাহফুজ আনামের সভাপতিত্বে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মানবজমিনের প্রধান সম্পাদক মতিউর রহমান চৌধুরী, প্রথম আলোর সম্পাদক মতিউর রহমান, নিউ এজের সম্পাদক নুরুল কবির, আজকের পত্রিকার সম্পাদক ড. মো. গোলাম রহমান, ফাইন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেসের সম্পাদক শামসুল হক জাহিদ, যুগান্তরের সম্পাদক সাইফুল আলম, ইত্তেফাকের সম্পাদক তাসমিমা হোসেন, বণিক বার্তার সম্পাদক দেওয়ান হানিফ মাহমুদ, সংবাদের সম্পাদক আলতামাশ কবির, ঢাকা ট্রিবিউনের সম্পাদক জাফর সোবহান, দেশ রূপান্তরের সম্পাদক মোস্তফা মামুন ও সংবাদের নির্বাহী সম্পাদক শাহরিয়ার করিম।

ডেঙ্গুতে আরও ৬ মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

দেশে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ছয়জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে চলতি বছর এখন পর্যন্ত ডেঙ্গুতে ৩২৬ জনের মৃত্যু হলো। আর নভেম্বরের ৫ তারিখ পর্যন্ত এডিস মশাবাহিত এই রোগে আক্রান্ত হয়ে ২৯ জনের মৃত্যু হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ডেঙ্গুতে মারা যাওয়া ছয়জনের মধ্যে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন এলাকার হাসপাতালে দুজনের, ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন এলাকার হাসপাতালে একজন, ঢাকা বিভাগে একজন, চট্টগ্রাম বিভাগে একজন ও বরিশাল বিভাগে একজনের মৃত্যু হয়েছে।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, গতকাল সকাল আটটা পর্যন্ত শেষ ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে ১ হাজার ৩৭০ জন ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ৩৬৮ রোগী ভর্তি হয়েছেন ঢাকা বিভাগের বিভিন্ন হাসপাতালে। এরপর ঢাকা উত্তর সিটিতে ২৫৯ জন, ঢাকা দক্ষিণ সিটিতে ২৪৮, চট্টগ্রাম বিভাগে ১৪৪, খুলনা বিভাগে ১৩৫, বরিশাল বিভাগে ১২২, ময়মনসিংহ বিভাগে ৩৯, রাজশাহী বিভাগে ২৮ ও রংপুর বিভাগের বিভিন্ন হাসপাতালে ডেঙ্গু নিয়ে ২৭ জন ভর্তি হয়েছেন।

২৬ কর্মীর লেখা

অলংকরণ : এস এম রাকিবুর রহমান

বার্লিনে কুড়িয়ে পাওয়া বই

শিশির মোড়ল, *বিশেষ প্রতিনিধি, প্রথম আলো*

বিদেশে যাওয়ার সুযোগ কম হয়। একটু-আধটু সুযোগও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল মহামারিতে। অনেক বছর পর গত বছর নয়াদিল্লি গিয়েছিলাম নিজের জটিল চিকিৎসা করাতে। এবার সুযোগটা এল।

বিদেশে যে শহরে যাই, সেই শহরের বইয়ের দোকান ঘুরে দেখা আমার অভ্যাস। বই কিনি বা না কিনি, বইয়ের দোকানে ঢুঁ মারবই। অন্য বিষয়ও আছে, *প্রথম আলো*তে ঢোকার পর যতবার বিদেশে গেছি, মতি ভাইয়ের জন্য বই আনার চেষ্টা করেছি।

কয়েক দিন আগে বার্লিনে স্বাস্থ্য সম্মেলন কাভার করতে গেছি। জেনে গেছি শহরটিতে ইংরেজি কম, খরচ বেশি। বার্লিন ওয়াল, চেক পয়েন্ট, হলোকাস্ট মেমোরিয়ালসহ কী কী দেখব সে তালিকা মাথায় ছিল। মুঠোফোনে মাকে বার্লিন যাওয়ার কথা জানাতেই, মা বলেছিলেন, জার্মানি থেকে আইনস্টাইনের ওপর লেখা বই আনতে। মানসিক চাপে পড়েছিলাম।

গত ১৪ অক্টোবর সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনের দুপুরে খাওয়ার আগে মুঠোফোনে বার্তা এল। মোহাম্মদ মফিজুর রহমান। পোটসডাম ইনস্টিটিউট ফর ক্লাইমেট ইমপ্যাক্ট রিসার্চের বিজ্ঞানী। একসময় আইসিডিডিআরবির গবেষক ছিলেন। সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীদের তালিকায় নাম দেখে সম্পর্ক ঝালাই করতে এসেছেন।

মফিজুরকে বললাম, আমার হোটেল ১০ মিনিটের হাঁটা পথ। সেখানে আইসিডিডিআরবির আরও দুজন বিজ্ঞানী-গবেষক আছেন : শামস-এল-আরেফিন ও এহসানূর রহমান। মফিজ হোটেলে যেতে চাইলেন পুরোনো সহকর্মীদের সঙ্গে দেখা করতে।

আমি বেশি দেশ বা শহর দেখিনি। তবে বার্লিন ভালো লেগেছে। হাঁটাপথ, বাইসাইকেলের লেন, গাড়ির রাস্তা সমান্তরাল চলেছে। শৃঙ্খলা সবখানে। এক সপ্তাহে বেশ কয়েকবার বাইসাইকেলচালকের কথা শুনতে হয়েছে। জার্মান ভাষায় হয়তো বলেছে, 'তুমি আমার লেনে কেন' বা 'তুমি ভুল পথে হাঁটছ তো'। রাস্তার পাশের বাড়িগুলো কী সুন্দর!

হোটেলে পুরোনো সহকর্মীদের সঙ্গে দেখা করে, সেলফি তুলে মফিজ বের হলেন। সঙ্গে আমিও। সতর্ক হয়ে হাঁটছি। সরকার পতনের ভেতরের কাহিনি শুনতে আগ্রহী মফিজ। আমি আগ্রহী জার্মানিতে বাংলাদেশিদের পড়ালেখার খবর জানতে। মফিজ যাবেন বাস স্টপেজে।

হাঁটতে হাঁটতে একসময় একই সঙ্গে দুজনের চোখ আটকে গেল। কংক্রিটের রাস্তায় বইয়ের একটি মলাট পড়ে আছে। মলাটের ভাষা ইংরেজি। দুজনেই থমকে যাই; কিন্তু থামি না। কথা বলতে বলতে হাঁটতে থাকি। দশ-বারো সেকেন্ড চলার পর মফিজ দাঁড়িয়ে যান। রাস্তার পাশে যত্নে ছাঁটা ঝোপের ওপর একটি বই। মলাটবিহীন। মফিজ বললেন, 'শিশিরদা, ফেলে আসা মলাটটা সম্ভবত এই বইয়ের।' আমরা পেছনে ফিরি। মলাটের সঙ্গে বই মিলে যায়।

বইটি গত শতকের ষাট-সত্তরের দশকের বিখ্যাত আইরিশ শিল্পী-সংগীতকার ভ্যান মরিসনকে নিয়ে লেখা। নাম *হোয়েন দ্যাট রাফ গড গোজ রাইডিং*। মরিসনের বিখ্যাত গান 'ব্রাউন আইড গার্ল'। বইটি লিখেছেন যুক্তরাষ্ট্রের লেখক, সংগীত সাংবাদিক গ্রেইল মার্কাস। দুজন সম্পর্কে আমার ধারণা কম। তবুও মফিজ যখন বইটি আমার হাতে দিলেন, আনন্দের সীমা ছিল না। রাস্তায় মানুষ কত কিছু পায়। সোনাদানা, টাকা-ডলার, ব্যাগ-মানিব্যাগ এমনকি শিশুও। তাই বলে বই! বার্লিনের রাস্তায় কুড়িয়ে পাওয়া বই!

হোটেলে ফিরে বইয়ের ওপর বারবার হাত বোলাই। পাতাগুলো ধূসর, কিন্তু একটি পাতাও ছেঁড়া না। কোথাও কিছু লেখা নেই। কে বইটি কিনেছিলেন, এখন কেন রাস্তায়? উত্তর কেউ জানে না।

হোয়েন দ্যাট রাফ গড গোজ রাইডিং।
লেখক : গ্রেইল মার্কাস

১৫ অক্টোবর সম্মেলন শেষে অন্যরা দেশে ফিরলেন। আমি থেকে গেলাম। পরের দিনের আধা বেলা মফিজ আমাকে নিয়ে ঘুরলেন। মূলত হেঁটে। ঘুরতে ঘুরতে একসময় বার্লিন শহরের সবচেয়ে বড় বইয়ের দোকানে ঢুকলাম। বিশাল পাঁচতলা ভবনের পুরোটাই বইয়ের। জাতি কেন বড় হয়, বোঝা যায়। জার্মান ছাড়া অন্য ভাষার বই কম। তাই ইংরেজি বইও কম। ইংরেজি শাখাটি ঢাকা শহরের বড় বইয়ের দোকানের চেয়েও বড়।

আইনস্টাইনের ওপর একটি বই খুঁজে পেলেন মফিজ। মনে ধরল না। সময় পার হয়। মফিজ বিদায় নেন। আমি আরও ঘণ্টা দুই কাটাই। বই বেছে বেছে স্তূপ করি। একসঙ্গে এত ভালো বই। পকেটের কথা ভাবি। কোনো বই না কিনে হোটেলে ফিরি। অন্তত একটা বই তো হয়েছে। রাতে ঘুমানোর আগে পাতা ওলটাই। পৃথিবীর একটা গুরুত্বপূর্ণ শহরে কুড়িয়ে পাওয়া বই। আমার কাছে অনেক বড় ঘটনা।

পরের দিন, বার্লিনের শেষ দিন, একা ঘুরেছি। সকাল দশটায় বেরিয়ে হোটেলে ফিরি সন্ধ্যা সাতটায়। সারাটা দিন হেঁটেছি। অন্যান্য অনেক কিছুর সঙ্গে মাথায় ছিল বই। দোকানে ঢুকেই মেয়েটাকে জিজ্ঞেস করলাম, আইনস্টাইনের ওপর বই কী কী আছে? মেয়েটি চারটি বই দেখালেন। মনের মতো একটি পেলাম। আরও ছয়টি কিনলাম।

হাঁটতে হাঁটতে হোটেলে। ভেবেছি, কী সুন্দর শহর। আর কি কোনো দিন এই শহরে আসার সুযোগ হবে? ভেবেছি, যে বইগুলো কিনতে পারিনি সেগুলোর কী হবে। রাতে ব্যাগ গোছানোর সময় মনে এল, সবচেয়ে মূল্যবান বইটির জন্য এক ইউরোও খরচ হয়নি।

ঢাকায় ফেরার পরের দিন বিকেলে ভারী ব্যাগ নিয়ে অফিসে ঢোকার পথে মতি ভাইয়ের সঙ্গে লিফটের সামনে দেখা। মনে মনে যা চাইছিলাম, তা-ই ঘটল। আমাকে এক মিনিটের জন্য দোতলায় ডাকলেন।

বার্লিনের স্বাস্থ্য সম্মেলন কেন গুরুত্বপূর্ণ তা বললাম। বললাম, বার্লিন ওয়ালের গ্রাফিতি অসাধারণ। মতি ভাই হোয়াটসঅ্যাপে ছবি পাঠাতে বললেন। ঘাড় নাড়লাম। টুকটাক কথা হলো। সম্মেলন নিয়ে যা লিখিনি তা লিখতে বললেন। ঘাড় নাড়লাম। বিদায় নেওয়ার আগে ব্যাগ খুলে বললাম, একটা বই এনেছি। কুড়ানো বইটি তাঁর হাতে দিলাম। কষ্ট পেলেও খুশি হলাম।

বিজয় সরণিতে মেট্রোরেলের স্তম্ভে আঁকা গ্রাফিতি

আজকের পত্রিকা এবং ইতিহাসের পাতা থেকে...

দৈনিক আপডেট

০৫ নভেম্বর, ২০২৪
২০ কার্তিক, ১৪৩১
০২ জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৫

- দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস কবে জন্মগ্রহণ করেন?
  উত্তর: ৫ নভেম্বর, ১৮৭০।
- চলতি অর্থবছরে ১ম ৪ মাসে কোন দেশ থেকে সবচেয়ে বেশি রেমিট্যান্স এসেছে?
  উত্তর: যুক্তরাষ্ট্র।
- ২০২৪-২৫ অর্থবছরের অক্টোবর মাসে প্রতিদিন গড়ে কী পরিমাণ প্রবাস আয় এসেছে?
  উত্তর: ৭ কোটি ৭৩ লাখ ডলার বা ৯২৭ কোটি টাকা।
- ২০২৪-২৫ অর্থবছরে কী পরিমাণ গম আমদানির পরিকল্পনা নিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার?
  উত্তর: ৭ লাখ টন।
- ২০২৪ সালে বৈশ্বিক উদ্ভাবনী সূচকে শীর্ষ দেশের নাম কী?
  উত্তর: সুইজারল্যান্ড। [বাংলাদেশের অবস্থান-১০৬ তম]
- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মোট অঙ্গরাজ্য কতটি?
  উত্তর: ৫০টি।
- যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হতে হলে কতটি ইলেকট্রোরাল কলেজের ভোট পেতে হয়?
  উত্তর: ২৭০টি। [মোট ইলেকটোরাল কলেজের ভোট সংখ্যা ৫৩৮টি]
- Business Ready শীর্ষক প্রতিবেদন প্রকাশ করে কোন সংস্থা?
  উত্তর: বিশ্বব্যাংক।

০৫ নভেম্বর, ২০২৪
আজকের এই দিনে

ঘটনাবলি:

১৫৫৬	পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে মোগল সম্রাট আকবরের বাহিনীর হাতে হেমু পরাস্ত হন।
১৯১১	ইতালি তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং ত্রিপোলি দখল করে নেয়।

জন্ম:

১৮৭০	বাঙালি আইনজীবী এবং রাজনীতিবিদ চিত্তরঞ্জন দাশ জন্মগ্রহণ করেন।
১৮৮৮	লোকগীতি সংগ্রাহক ও কবি আশুতোষ চৌধুরী জন্মগ্রহণ করেন।

মৃত্যু:

১৮৭৯	স্কটল্যান্ডীয় গাণিতিক পদার্থবিজ্ঞানী জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল মৃত্যুবরণ করেন।

জাতিসংঘ জলবায়ু পরিবর্তন সম্মেলন

আয়োজন : ২৯তম।

সময়কাল : ১১-২২ নভেম্বর ২০২৪

স্থান : বাকু, আজারবাইজান।

United Nations Climate Change Conference.